শ্রীশ্রীপদ-রত্ন-মালা

ভাঙ্গা দিবেন না
MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd 1902
MAJU, HOWRAH.
ভুল লিখিবেন না

চাঁদপুর ও মেছড়া স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার, বৈষ্ণব-ইতিহাস, বৈষ্ণব-দর্পণ,
দীক্ষাপ্রণালী, ব্রাহ্মণ-ইতিহাস, পূজা পদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রন্থকার

শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

১৩৪৮

সর্ব্বস্বত্ব সুরক্ষিত

মূল্য ৪৲ টাকা।

জেলা—ঢাকা।
পোঃ ও গ্রাম—বুতনী হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১। শ্রীশ্রীপদরত্ন-মালা	৪। বৈষ্ণব-ইতিহাস
২। ব্রাহ্মণ-ইতিহাস	৫। বৈষ্ণব-দর্পণ
৩। দীক্ষা-প্রণালী	৬। পূজা-পদ্ধতি

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত উল্লিখিত গ্রন্থ আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়।
পোঃ ও গ্রাম বুতনী, জেলা ঢাকা।

প্রিণ্টার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
রবি প্রেস
২৭।এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা।

বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের গীতিকাব্যে কবিত্বের বৈচিত্র্য, প্রেমের মাধুর্য্য, ব্রজ-রস ও ব্রজ-উপাসনার নিগূঢ়তত্ত্ব সুন্দর এবং সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আমি বঙ্গীয় কবিতাসাগর-গর্ভনিহিত সেই প্রাণোন্মাদক পদ-রত্নগুলি সংগ্রহ করিয়া শ্রীশ্রীপদরত্ন-মালা গ্রন্থন করিয়াছি। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বহিরঙ্গ ভক্ত লইয়া নামকীর্ত্তন ও অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া লীলারস আস্বাদন করিতেন। কৃষ্ণ-প্রেমিক গৌরভক্তগণ যাহাতে সেই রস আস্বাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের কর-কমলে এই গ্রন্থ অর্পণ করিতেছি। অযোগ্য এবং অনধিকারীর গাঁথা মালা তাঁহাদের ব্যবহারে আসিলেই শ্রম সফল মনে করিব।

গ্রন্থের সূচনায় ব্রজলীলা ও গৌরাঙ্গ-লীলার সম্বন্ধ নির্ণয়, উপক্রমণিকা-অংশে ব্রজরস ও উপাসনা তত্ত্ব বোধের সুবিধার্থে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তৎপর বিষয়ভেদে পদগুলি শৃঙ্খলার সহিত যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরিশিষ্টে (১) পদোল্লিখিত কঠিন কঠিন শব্দের সরলার্থ ও (২) রাগ-রাগিণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংযোজিত হইয়াছে।

১। শ্রীমদ্ভাগবত, ২। চৈতন্য-চরিতামৃত, ৩। চৈতন্য ভাগবত * * * পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা, পদামৃত সমুদ্র প্রভৃতি গ্রন্থগুলির সাহায্য অবলম্বনে শ্রীশ্রীপদরত্ন-মালা মুদ্রিত হইল। * * * এতদ্ব্যতীত বহু প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়াগণের নিকট হইতেও অনেক সুললিত পদ সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়াছি। গ্রন্থখানি মহাত্মাগণের মনোনীত হইবে কি না বলিতে পারি না। যে কোন মহাত্মা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সমালোচনা ও মন্তব্য পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি।

গ্রাম ও পোষ্ট বুতনী, জেলা ঢাকা।
২০শে বৈশাখ, ১৩২৩ সাল।

গৌরভক্তবৃন্দের কৃপাপ্রার্থী
শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায়।

নিবেদন।

শ্রীশ্রীপদরত্ন-মালার ২য় সংস্করণে লীলারসের অধিকতর উজ্জ্বলতা সাধন মানসে রূপানুরাগ, দান মান, প্রার্থনার অতিশয় উৎকৃষ্ট দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পদ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া পরিশেষে মহান্ত বিদায়ের করুণ রসাত্মক পদ সংযুক্ত করিলাম। আশা করি ইহাতে সাহিত্যসেবক ও কৃষ্ণ-প্রেমিক গৌরভক্তগণ অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। ইতি।

গ্রাম ও পোষ্ট বুতনী, জেলা ঢাকা।
৯ই আষাঢ়, ১৩১০ সাল।

ভক্তকৃপাপ্রার্থী
শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায়।

নিবেদন।

শ্রীশ্রীপদরত্ন-মালার ৩য় সংস্করণে বহু অপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট পদ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইল। গ্রন্থশেষে দধিমঙ্গলের পদ অতিরিক্ত সংযোজিত হইল। ভরসা করি গ্রন্থখানি অধিকতর আদর প্রাপ্ত হইবে। ইতি।

পোঃ ও গ্রাম বুতনী, জিঃ ঢাকা।
১২ই শ্রাবণ, সন ১৩৩৪ সাল।

ভক্তকৃপাপ্রার্থী
শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায়।

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন।

শ্রীশ্রীপদরত্ন-মালার ৪র্থ সংস্করণে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অতিরিক্ত ৩০টী পদ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া কঠিন কঠিন শব্দ ও পদের অর্থ এবং ব্যাখ্যা পাদটীকায় প্রদত্ত হইল। এই সংস্করণে একটী নূতন পালা নিমাই সন্ন্যাস এবং সমগ্র পদের একটী পদসূচীও নূতন সন্নিবেশিত করা হইল। ইহাতে গ্রন্থখানি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আনন্দবর্দ্ধন করিলেই পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সফল মনে করিব। গ্রন্থখানির কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বর্ত্তমানে কাগজের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়ায় গ্রন্থের মূল্য কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইল। ইতি।

পোঃ ও গ্রাম বুতনী, জেলা ঢাকা
১লা আশ্বিন ১৩৪৮ সাল।

ভক্তকৃপাপ্রার্থী
শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায়

MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd 1902

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূচনা	১
উপক্রমণিকা	৩
প্রথম অধ্যায়।	
মঙ্গলাচরণ	১৯
গৌরাঙ্গ বন্দনা	১৯
নিত্যানন্দ বন্দনা	২০
অদ্বৈত বন্দনা	২১
গদাধর বন্দনা	২২
হরিদাস বন্দনা	২৩
সহচর সহ গৌরাঙ্গ বন্দনা	২৩
জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বন্দনা	২৭
শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা	২৭
শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনা	২৯
শ্রীরাধিকা বন্দনা	২৯
শ্রীসংকীর্ত্তন অধিবাস	৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়।	
শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মলীলা	৩৬
শ্রীনিত্যানন্দ জন্মলীলা	৪০
শ্রীঅদ্বৈত জন্মলীলা	৪৩
শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা	৪৬
শ্রীরাধিকার জন্মলীলা	৪৯
শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা	৫৩
শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা	৫৩
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা	৫৪
তৃতীয় অধ্যায়।	
শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক	৬০
শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক	৬২
শ্রীরাধিকার অভিষেক	৬৪
শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ	৬৭
শ্রীগৌরাঙ্গের মঙ্গল আরতি	৬৯
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মঙ্গল আরতি	৬৯
ভোজন কালোচিত শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যাহ্ন আরতি	৭০
সায়ংকালোচিত শ্রীগৌরাঙ্গের আরতি	৭২
সায়ংকালোচিত শ্রীরাধিকার আরতি	৭২
সায়ংকালোচিত শ্রীকৃষ্ণের আরতি	৭৩
তুলসী আরতি	৭৪
চতুর্থ অধ্যায়।	
শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ	৭৬
স্বপ্ন দর্শন	৭৯
সাক্ষাৎ দর্শন	৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা
চিত্রপট দর্শন	৮৫
সংক্ষিপ্ত নবোঢ়া	৮৮
পূর্ব্বরাগ দশ দশা	৯০
সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ	১১৩
শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগ (প্রকারান্তর)	১১৫
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ	১২৫
সখি শিক্ষা	১৩৪
অভিসার	১৩৬
পঞ্চম অধ্যায়।	
রূপানুরাগ	১৪১
আক্ষেপানুরাগ	১৬৭
বংশীধ্বনি প্রতি আক্ষেপ	১৭৩
আক্ষেপানুরাগ (প্রকারান্তর)	১৭৬
ষষ্ঠ অধ্যায়।	
অভিসার	১৮৫
সর্ব্বকালোচিত অভিসার	১৮৭
দিবা অভিসার	১৮৮
বসন্ত কালোচিত শুক্লাভিসার	১৮৯
বর্ষাকালোচিত অভিসার	১৯০
বর্ষাকালোচিত কৃষ্ণাভিসার	১৯০
হিমকালোচিত অভিসার	১৯২
কুজ্ঝটিকা অভিসার	১৯৩
সঞ্চার অভিসার	১৯৫
তীর্থযাত্রা অভিসার	১৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তম অধ্যায়।	
প্রার্থনা ও নিবেদন	১৯৬
অষ্টম অধ্যায়।	
প্রেম-বৈচিত্র্য	২১৪
শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-বৈচিত্র্য	২১৫
শ্রীমতীর প্রেম-বৈচিত্র্য	২১৬
রসোদ্গার	২১৯
রসোদ্গারানুরাগ	২২১
রসালস	২২৮
নবম অধ্যায়।	
কুঞ্জভঙ্গ	২৩৭
গোষ্ঠ	২৫০
যাবট মিলন	২৬৩
শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে মিলন	২৬৪
তুলসী মিলন	২৬৯
অভিসার (প্রকারান্তর)	২৭৩
দেবগোষ্ঠ	২৭৫
রাই-রাখাল	২৮০
নিবেদন	২৮৭
দশম অধ্যায়।	
দান-লীলা	২৯৩
দানলীলা (প্রকারান্তর)	৩০৭
শ্রীযমুনায় নৌকাবিলাস	৩১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
মানস গঙ্গায় নৌকাবিলাস	৩২৪
সুবল-মিলন	৩২৯
উত্তর গোষ্ঠ	৩৩৭
একাদশ অধ্যায়	
বাসক সজ্জা	৩৪৩
উৎকণ্ঠিতা	৩৪৯
দ্বাদশ অধ্যায়।	
খণ্ডিতা	৩৫৪
মান খণ্ডিতা (প্রকারান্তর)	৩৫৯
মান কলহান্তরিতা	৩৬৭
কলহান্তরিতা (প্রকারান্তর)	৩৮৪
দুর্জ্জয় মান	৩৯২
বিদেশিনী মিলন	৩৯৯
নাপিতানীবেশে স্বয়ং দৌত্য	৪০২
মালিনী বেশে স্বয়ং দৌত্য	৪০৪
ত্রয়োদশ অধ্যায়।	
ঝুলন যাত্রা	৪০৫
রাস লীলা	৪১০
দোল লীলা	৪২০
চতুর্দ্দশ অধ্যায়।	
মাথুর	৪২৪
দূতী প্রেরণ	৪৪৪
স্বপ্ন সম্মিলন	৪৫৩
ভাব সম্মিলন	৪৫৩
পঞ্চদশ অধ্যায়।	
নিমাই সন্ন্যাস	৪৫৯
মহান্তবিদায়	৪৬৫
দধিমঙ্গল	৪৬৭
পরিশিষ্ট	
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী	৪৬৮

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

পদ-সূচী।

পদ	পৃষ্ঠা
অ	
অপরূপ তুয়া মুরলী ধ্বনি	১০৭
অনুক্ষণ হেরিয়ে তোহে	১২৫
অপরূপ পেখলু রামা	১৩০
অলখিতে সহচরী মিলল	১৩১
অতুল অতুল গৌরাঙ্গের রূপ	১৪৪
অলপ বয়সে মোর	১৭১
অম্বরে ডম্বরু ভরু	১৯০
অক্রোধ পরমানন্দ	১৯৭
অলসে আকুল ভেল	২২৯
অট্টালিকাপরি বসিয়া কিশোরী	২৮০
অপরূপ ধনী অভিলাষ	৩৪৭
অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ	৩৫৮
অখিল লোচনতম তাপবিমোচন	৩৯৪
অপরূপ রাধামাধব রঙ্গ	৪০১
অতিশয় নটনে পরিশ্রমে ভৈগেল	৪১৮
অলসে শুতল দোঁহে মদন শয়ানে	৪১৯
অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব	৪৩৬
অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ হে	৪৩৮
অতি শীতল মলয়ানিল	৪৩৯
আ	
আজানুলম্বিত ভুজৌ	১৯
আগে রম্ভা আরোপণ	৩২
আহা মরি আজু কি আনন্দ	৪২
আজ কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া	৫১
আজি শচীনন্দন বর	৬০
আনন্দে ভকতগণ	৬০
আকাশ ভরিয়া উঠে	৬২
আরতি বৃষভানু জয় কুমারী	৭৫
আজু হাম নবদ্বীপ দ্বিজরাজ	৯৭
আজু হাম পেখলু নবদ্বীপচন্দ্র	১১৬
আজ বড় শোভারে মধুর বৃন্দাবনে	১২৪
আরে মোর গোরা দ্বিজমণি	১২৫
আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর	১৪৭
আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি	১৬৬
আপন জানি বনায়লু বেশ	১৮৬
আলিকুল জাগল অলিকুল গানে	২৪১
আজুরে গৌরাঙ্গের মনে	২৫০
আভরণ পরাইতে	২৫৬
আনন্দিত হৈয়া সবে	২৮৪
আর এক বাণী শুন বিনোদিনি	২৯১
আরে মোর আরে মোর	৩১৭
আজি কেন গোরাচাঁদের	৩৫৪
আজু কেন গোরাচাঁদের বিরস	৩৫৯
আওত পর বঞ্চক শঠ	৩৫৯
আরে মোর আরে মোর সোনার	৩৬২
আঁধল প্রেম পহিল নাহি হেরলু	৩৬৯
আরে মোর গৌরকিশোর	৪৩১
আওব কানু শুনই ধনী বিরহিনী	৪৫৩
আজু পরভাতে কাক কলকলি	৪৫৩
আচার্য্য মন্দিরে ভিক্ষা করিয়া	৪৬৪
উ	
উজোর হার উর পীতবসন ধর	১৫৮
উদিতারুণ হসিত নলিন	২৩৫

পদ	পৃষ্ঠা
উঠিয়া সে বিনোদিনী হেরি শেষ	২৪৩
উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী	২৮৮

এ

একদিন পহুঁ হাসি অদ্বৈত মন্দিরে	৩১
এ তিন ভুবন মাঝে	৪৩
এ তোর বালিকা চাঁদের কলিকা	৫২
একমুখে কি কহব গোরাচাঁদের লীলা	৫৪
একদিন সুন্দরী রাই সুনাগরী	৬৪
এ দুহুঁ মঙ্গল আরতি কী জে	৬৯
এমন মূরতি কেমন করি	৮৬
এ ধনি কমলিনী শুন হিতবাণী	১৩৩
একে ধনী পদ্মিনী সহজেই ছোটি	১৩৮
এমন কালিয়া চাঁদ কে আনিল	১৬১
এই মোর মনে হয় রা ত দিনে	১৮১
এক পয়োধর চন্দন লেপিত	১৯৪
একলি যাইতে যমুনার ঘাটে	২২৬
এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি	২৪৩
এই মনে বনে দানী হইয়াছ	২৯৭
এত ছান্দে কে না বান্ধে চুল	৩১৩
এস রে সুবল পরাণের ভাই	৩৩২
একদিন বর নাগর শেখর	৩৪৪
এহেন সুন্দর বেশ কেন বনাইনু	৩৪৯
এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত	৩৬৪
একদিন মনে রভস কাজ	৪০৪
এই না মাধবীতলে আমার লাগিয়া	৪৪৩
এথা বিষ্ণুপ্রিয়া চমকি উঠিয়া	৪৫৯

ঐ

ঐ কি ঘাটের নেয়ে	৩১৮
ঐ না বেশে এস আমার ঘরে	৩৩৯
ঐছন সঙ্কেত ভাবিয়া রাই	৩৪৫
ঐছন বচন যব কহল কান	৪১৪

ও

ওগো মা আজি আমি চরাব বাছুর	২৫১
ওগো বড়ি মাই কহিতে ডরাই	২৯৪
ওহে নাগর ঘনাঞা আইস কাছে	২৯৯
ওহে নাগর কেমনে তোমার	৩০৫
ওহে কানাই এ বুদ্ধি শিখিলি	৩১০
ওহে নাগর বর শুনহে মুরলীধর	৩১৫

ক

কলি তিমিরাকুল অখিল লোক দেখি	৩৮
কুবের পণ্ডিত অতি হরষিত	৪৪
কোলে করিয়া রাণী নিরখয়ে মুখ	৫৬
কহ কহ সুবদনি রাধে	৭৮
কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম	৮০
কি রূপ হেরিনু মধুর মূরতি	৮২
কি পেখলু যমুনার তীরে	৮৩
কালিয়ার রূপ মরমে লাগিয়া	৮৫
কুসুমিত কানন হেরি শচীনন্দন	৯০
কানড় কুসুম হেরি শচীনন্দন	৯২
কাহে পুনঃ গৌর কিশোর	৯৪
কাঞ্চন কমল নিন্দ মুখ সুন্দর	৯৯
কানুক নিঠুর বচন শুনি সো সখী	১০৮
কি রূপ হেরিনু কালিন্দি কূলে	১১৯
কালি দমন দিন মাহ	১২৬
কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল	১২৮
কুন্দন কনক কমল রুচি নিন্দিত	১৪৩

পদ	পৃষ্ঠা
কি হেরিলাম অপরূপ গোরা	১৪৫
কি হেরিলাম গোরারূপ	১৪৭
কানু সে বিনোদ রায়	১৫১
কুটিল কুন্তল কুসুম কাঁচনি	১৫৭
কাহ্ন কি ভূষণে আমার	১৬২
করিবর রাজহংস জিনি গামিনী	১৬৩
কি ক্ষণে দেখিনু গোরা	১৬৭
কেন গেলাম যমুনার জলে	১৬৯
কানু অনুরাগ বাঘ যব বৈঠল	১৭০
কিরূপ দেখিনু কদম্বের তলে	১৭৬
কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ	১৮২
কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন	১৮২
কানু অনুরাগে ঘরে রহিতে	১৮৪
কাঁচা কাঞ্চন কান্তি কলেবর	১৮৬
কুন্দ কুসুম কবরীক ভার	১৮৯
কুঞ্জ-ভবনে নব কিশলয় জানি	২০৫
কহ না উপায় সখি কহ না উপায়	২২০
কহ কহ সুন্দরী রজনী বিলাস	২২১
কহিতে কানুর বিলাস কথা	২২৭
কুসুম শেজ পর কিশোরী কিশোর	২৩০
কানন দেবতী হেরি নিশি অবসান	২৩৮
কতহু দুলহ সঙ্গ ভৈগল বিচ্ছেদ	২৪৯
কান্দিয়া সাজায় নন্দরাণী	২৫৫
কানুক গোঠে গমনে বিরহাতুর	২৬৯
কোন গুণে তোমায় দানী করেছে	৩০২
কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে	৩০৮
কপট দানীর ছলে বসিয়া রৈয়াছে	৩০৮
কোথা যাও গোয়ালিনী	৩০৯
কবরী ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে	৩০৯
কি কহিলে বিধুমুখি	৩১১
কি লাগিয়া আইলা দূরদেশে	৩১২
কেগো তোরা খঞ্জন নয়ানী	৩২০
কানু মরকত তরণী হয়ে	৩২৩
কহ সখি কি করি উপায়	৩২৭
কি জানি কি ভাবে গোরা	৩২৯
কি লাগি আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর	৩৪৩
করে ধরে রাই মন্দির মাহা আনল	৩৪৮
কানুর লাগিয়া জাগি পোহাইনু	৩৫০
কো ইহ পুনঃ করত হুঙ্কার	৩৫২
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কান্দে ঘন ঘন	৩৫৪
কত রূপে মিনতি করল বর	৩৫৮
কুঞ্জসঁ নিকসই মানিনী রাই	৩৬৭
কানু উপেখি ধনী ভাবই একাকিনী	৩৬৮
কি কহবি মাধব তুরিতহি কহ কহ	৩৭৫
কানু কহে রাই কহিতে ডরাই	৩৮০
কি কহলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি	৩৮৭
কাঞ্চনমণিগণ জনু নিরমায়ল	৪১৫
কাহে পুনঃ গৌরকিশোর	৪২৫
কি লাগি ধূলায় ধূসর সোনার বরণ	৪২৮
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন	৪৩৭
কহিতে কহিতে ধনী মূরছিত ভেল	৪৪২
কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে	৪৪৪
কহিও নিঠুর আগে	৪৪৫
কুর্ব্বতি কিল কোকিল কুল	৪৫১
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর	৪৫৭
কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনে হার	৪৬১
খ	
খেলারসে ছিলা কানাই	২৯৩
খেলাতে হারিয়া শ্যাম পলাইতে চায়	৪২২
গ	
গেলি কামিনী, গজহুঁ গামিনী	১২৬

পদ	পৃষ্ঠা
গৌরাঙ্গ লাবণ্য রূপের	১৪৬
গৌর প্রেয়সী একটী নারী	১৪৮
গৌরাঙ্গ আমার ধরম করম	১৬৭
গোরাচাঁদ রাধার ভাবেতে ভোরা	১৮৫
গৌরাঙ্গ না হ'ত কেমন হইত	২০০
গৌরাঙ্গের দুটি পদ	২০১
গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর	২০২
গোবর্দ্ধন গিরিবর পরম নির্জ্জন স্থল	২০৩
গোপাল সাজাইতে নন্দরাণী	২৫৬
গোঠে চলে যাদুমণি উঠিল মঙ্গল	২৬৩
গৌরাঙ্গ চরিত কিছু কহনে না যায়	২৭৩
গৌরী আরাধন ছল করি সুন্দরী	২৭৪
গায়ে রাঙ্গামাটী কটিতটে ধটি	২৮৪
গৌরাঙ্গ চাঁদের মনে কি ভাব উঠিল	২৯৩
গরজয়ে গগনে সঘনে ঘন ঘোর	৩৫১
গোরা পহু বিরলে বসিয়া	৩৮৪

ঘ

পদ	পৃষ্ঠা
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার	৭৭
ঘন ঘন চুম্বন ঘন পরিরম্ভন	২৬৭
ঘরে গিয়ে যশোমতী অতি ব্যস্ত হয়ে	২৭৯
ঘামিয়াছে চাঁদমুখ খানি	৩০৬

চ

পদ	পৃষ্ঠা
চৈতন্য কল্পতরু অদ্বৈত যে শাখাগুরু	২৬
চূড়ক চূড় ময়ূর শিখণ্ডক	১৮১
চিকণ কালিয়ারূপ মরমে লাগিয়াছে	১৫২
চলু চলু সুন্দরি হরি অভিসার	১৬২
চাঁদবদনী ধনী চলু অভিসার	১৮৭
চান্দগহণ গগনে লাগি গেল	১৯৫
চলে সারী সারী দেবের কুমারী	২৭৮
চাঁদমুখে বেণু দিয়া সব ধেনু	৩৩৮
চাঁদবদনী ধনী	৩৪৫
চন্দ্রাবলী রতি ছরমে ঘুমাওলু	৩৫৫
চন্দ্রাবলী সনে কুসুম শয়নে	৩৬০
চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি	৩৭৯
চাঁদবদনি নাচত দেখি	৪১৬
চির দিবস ভেল হরি রহল	৪৩৪
চল চল মাধব মোহে সঙ্গে করি	৪৪৮
চিরদিনে মিলল রাইক পাশ	৪৫৬

ছ

পদ	পৃষ্ঠা
ছুঁইও না ছুঁইও না নিলাজ কানাই	২৯৭

জ

পদ	পৃষ্ঠা
জয় নন্দ-নন্দন, গোপীজন বল্লভ	২০
জগজন তারণ কারণ ধাম	২০
জয় অদভূত সো পহুঁ অদ্বৈত	২১
জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত	২২
জয় জয় প্রভু মোর ঠাকুর হরিদাস	২৩
জয় জয় নিত্যানন্দ, অদ্বৈত গৌরাঙ্গ	২৫
জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি	২৭
জয় জয় যদুকুল জলনিধি চন্দ	২৭
জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন	৩০
জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ	৩৩
জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে	৩৬
জয় জয় রব ভেল নদীয়া নগরে	৩৬
জগন্নাথ মিশ্রের সুকৃতি বীজ হৈতে	৩৯
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয়	৪৬
জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে	৪৭
জয় জয় রাধে জি শরণ তোঁহারি	৭২
জাগহু বৃষভানুনন্দিনী	২৩৪

পদ	পৃষ্ঠা
জল যুদ্ধ দুহেঁ দুহুঁ করি	৩২৩
জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর	৩৭৩
ড	
ডুবল ডুবল ছলনা করি	৩২২
ত	
তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরি	৬১
তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী	৭৯
তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে	৯৩
তুহু মনোমোহন কি কহব তোয়	৯৫
তুয়া রূপ জগজন করত ধেয়ান	১০০
তাতল সৈকত বারি বিন্দু সম	২০৮
তোমার গরবে গরবিনী হাম	২১৩
তনু তনু মিলল উপজল প্রেম	২২০
তুঙ্গমণি মন্দিরে ঘন বিজুরী সঞ্চরে	২৬২
তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল	২৬৪
তুলসী চতুর কহয়ে মধুর	২৭১
তুলসী কহল কানুর কথা	২৭১
তোহারি হৃদয়ে বেণী বদরিকাশ্রমে	২৯৮
তুহুঁ সে অতি বর্ব্বর	৩৭৫
তুহুঁ যদি মাধব চাহসি নেহ	৩৮০
তিল এক শয়নে স্বপনে	৩৮৬
তুহুঁ সে রহলি মধুপুর	৪৫০
তখন নাপিত আসি প্রভুর সম্মুখে	৪৬১
থ	
থরথরি কাঁপয়ে গদগদ ভাষ	৮৮
থোরি বয়স ধনী ভালমন্দ নাহি জানি	৯৮
দ	
দেখ দেখ আসি যত নৈদাবাসী	৫৩
দধি মন্থন ধ্বনি শুনইতে নীলমণি	৫৭
দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব উপমা	৮৯
দেখ দেখ গৌর বরণ গুণধাম	৯৫
দাঁড়াইল শ্যামের বামে	১১৪
দূতীমুখে শুনইতে ঐছন রীত	১২৩
দামিনী দাম দমন রুচি দরশনে	১৫৫
দেখে এলাম তারে সই	১৬০
দৃঢ় বিশোয়াসে তুয়া পন্থ নেহারি	১৮৮
দশ দিশ নিরমল ভেল পরকাশ	২৩৯
দুহুঁ রূপলাবণী মনমথ মোহিনী	২৪৬
দিনমণি কিরণে মলিন মুখমণ্ডল	২৬৬
দূরহিঁ দুহুঁ হেরি দুহুঁ পুলকাইত	২৬৬
দানী দেখি কাঁপছে শরীর	৩০৩
দধি ঘৃতপসরা লেই সব রঙ্গিনী	৩১৯
দূরে হেরি নাগর চতুরা সহচরা	৩৭৪
দূতিক বচন শুনি নাগর রাজ	৩৭৬
দেখি সব সখিগণ দুহুঁ জন প্রেম	৩৮১
দূতিক বচন শুনি রসিক	৩৯৩
দেখ সখি গৌরচন্দ্র বড় রঙ্গী	৪০৫
দেখ সখি ঝুলত রাধাশ্যাম	৪০৬
দেখ সখি ঝুলত যুগল কিশোর	৪০৮
দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা	৪২০
ধ	
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতং	২৯
ধনী ধনী বনি অভিসার	১৩৬
ধরি নাপিতানী বেশ মহলেতে	৪০২
ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং রাধে	৪৭৬
ধিক্ ধিক্ তোরে রে কালিয়া	৪৪৯
ন	
নানা দ্রব্য আয়োজন	৩২

পদ	পৃষ্ঠা
নদীয়া আকাশে সংকীর্ত্তন মেঘ সাজে	৩৪
নাচরে নাচরে মোর রাম দামোদর	৫৮
নব নীরদ নীল সুঠাম তনু	৫৮
নাচত মোহন নন্দদুলাল	৫৯
নমঃ নমঃ তুলসী মহারাণী	৭৪
নিরমল গোরাতনু কষিত কাঞ্চন জনু	৭৬
নিরমল কুল কাঞ্চন গোরী	১০১
নীরদ নয়ানে নবঘন সিঞ্চনে	১১৫
নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব	১১৭
নন্দসুত সনে যোষিত দূষিতরে	১১৯
না জানি প্রেমরস নাহি রতি রঙ্গ	১৩৪
নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর	১৩৯
নবহু রুচি দেহু সখি	১৫৯
নব অনুরাগ ভরে রহিতে না পারে	১৬৫
নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন	১৯১
নিতাই পদকমল কোটিচন্দ্র সুশীতল	১৯৬
নিতাই মোর জীবন ধন	১৯৭
নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই	২১৭
নবকুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপ	২২০
নিশি অবশেষে কোকিল ঘন	২৪২
নিজ নিজ মন্দিরে যাইতে পুনঃপুনঃ	২৪৬
নন্দরাণিগো মনে কিছু না ভাবিহ	২৫৪
নাচে পঁহু শচীর অঙ্গনে	২৭৫
নন্দগৃহে আজি কিবা আনন্দ	২৭৬
নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে	২৯৬
না যাইহ না যাইহ রাহ বৈস	৩০৪
না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন ভাব	৩২৪
নায়্যা হে এখন লইয়া চল পার	৩২৭
না যাও নবীন কাণ্ডারী	৩২৮
নিজ মন্দির ত্যজি গতং ঝটকং	৩৩৪
নাগর কহেন সুবল কহত বচন	৩৩৫
নন্দদুলাল বাছা যশোদাদুলাল	৩৪১
না কর না কর ধনি এত অপমান	৩৫৭
নয়ানের দাগ বয়ানে লেগেছে	৩৬১
নীলোৎপল শ্রীমুখ মণ্ডল	৩৬৩
নাপিতানী কহে শুনলো সই	৪০৩
নাচত ঘন নন্দলাল রসবতী	৪১৭
নিধুবনে মাধব খেলত রঙ্গে	৪২১
নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গ	৪২৪
নবদ্বীপ চাঁদ চাঁদ যিনি সুন্দর	৪৩২
নিবান্ধব হৈল পুরী	৪৩৩
নিতাই করিয়া আগে চলি গেলা	৪৬৩

প

পদ	পৃষ্ঠা
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র	২৩
প্রভুর আদেশ পাঞা ভকত সকল	৩৪
প্রেমসিন্ধু গোরা রায়	৩৫
পূরব জনম দিবস দেখিয়া	৪৬
পুত্রমুদারম সুত যশোদা	৪৯
প্রিয়ার জনম দিবস আবেশে	৪৯
পা খানি নাচাইয়া নূপুর বাজাইয়া	৫৩
পহিলে শুনলু অপরূপ ধ্বনি	৮১
পহিলহি রাধামাধব মেলি	৮৯
পুরবহি শচীসুত তাবহি উনমত	১০৪
পশ্য শচীসুত মনুপরূপং	১৪১
পিরীতি মুরতি কভু না হেরিব	১৭৬
পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া	১৭৭
পিরীতি পিরীতি কি রীতি মুরতি	১৭৯
পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ	১৯২
প্রথম জননী কোলে স্তনপান	২০১

পদ	পৃষ্ঠা
প্রাণনাথ কেমন করিব আমি	২১২
পরশিতে রাই তনু আপনে ভুলল	২১৫
পরশ মাণিক সনে কি দিব তুলনা	২১৯
পিয়াক পিরীতি হাম কহই না পার	২২১
পদ আধ চলত খলত পুনঃ বেরি	২৪৮
প্রণতি করিয়া মায় চলিল যাদব রায়	২৫৯
পুছত গোপালে যশোদা মাই	২৭৫
পথ ছাড় ওহে কানাই কিবা রঙ্গ	২৯৬
প্রথম যৌবন ভার তাহে লহ	৩২৬
পরিবার তরে শাড়ী দিল	৩৩৩
পাল জয় কর শ্রীদাম সান দাও	৩৩৮
পঞ্চদীপে নিরমঞ্জন কেল	৩৪১
পালঙ্ক উপরে গৌরাঙ্গ-সুন্দর	৩৪৩
প্রভাতে পরের বাড়ী	৩৫৭
প্রেম কারিকর মোরা যত সখীগণ	৩৭১
পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল	৩৭২
প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল	৪৩৩
প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া	৪৬৩
ফ	
ফুল্লেন্দিবর কান্তি মনোহর	২৮
ব	
বন্দে বিশ্বম্ভর পদ কমলং	১৯
বন্দে শ্রীবৃষভানু সুতা পদম্	২৯
বাল গোপাল রঙ্গে সমবায় বেশ রঙ্গে	৫৫
বদন মেলিয়া রাণী গোপাল পানে	৫৬
বসিল গৌরাঙ্গচাঁদ রত্ন সিংহাসনে	৬১
বীণা উপাঙ্গ ডমক কত বাজত	৬৫
বনোদ ফুলের বিনোদ মালা	১৪২
বিকচ সরোজ ভাণ মুখমণ্ডল	১৫৬
বাঁশীরব লাগিল কাণে	১৭৪
বন্ধু কি আর বলিব আমি	২১০
বহুক্ষণে পরিচয় ভেল	২১৮
বিনোদিনী বিনোদ নাগর	২৩৩
বলরাম তুমি নাকি আমার	২৫৪
বিপিন গমন দেখি	২৫৭
ব্রজনন্দ কি নন্দন নীলমণি	২৫৮
বৃন্দাবন রম্য স্থান	২৬৮
বাসনা নাই স্বর্গবাসে	২৭৭
বন্ধু যদি গেল বনে শুন ওগো	২৮১
বঁধু কি আর বলিব তোরে	২৮৭
বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ	২৯০
বাঁধিয়া চিকণ চূড়া বনফুল তাহে	৩১০
বেলি উজর ভেল বিকি গেল	৩২০
বেলি অবসান হেরি শচীনন্দন	৩৩৭
বন সঞে আওত নন্দদুলাল	৩৪০
বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু	৩৪৬
বন্ধুরে লইয়া কোরে	৩৪৯
বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি	৩৭৭
বরণ কাঞ্চন দশবাণ	৩৯২
বর নাগর সাজই নাগরী বেশ	৩৯৯
বিপিন বিহার করত নন্দ-নন্দন	৪০৬
বৃন্দাবন-লীলা গোরার মনেতে	৪১০
বিপিনে মিলল গোপনারী	৪১৩
বৃন্দার রচিত কত পরকার	৪২০
বলনারে সখি কহনারে সখি	৪৩৮
বিরহ অনলে যদি দেহ উপেখবি	৪৪০
ব্রজপুর মনে করি	৪৪৭
বাঁধিতে বাঁধিতে চূড়া	৪৫১
বামভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে	৪৫৫
বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে	৪৫৬
ভ	
ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি	৫০

পদ	পৃষ্ঠা
ভয় পাই অতি দেব সুরপতি	৬৩
ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি	৭০
ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি	৭২
ভাবহি গদগদ কহত শচীসুত	১০২
ভিতক চিত পুতলী প্রায় দুহুঁ জন	২৪৭
ভ্রময়ে গৌরাঙ্গ প্রভু বিরহে	৪৩০
ম	
মাঘে শুক্লাতিথি সপ্তমীতে অতি	৪৩
মঙ্গল আরতি গৌরকিশোর	৬৯
মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর	৭০
মধুর মধুর তুয়া রূপ	১১০
মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী	১২৪
মলয়জ মিলিত যমুনা জল শীতল	১৩৯
মধুকর রঞ্জিত মালতী মণ্ডিত	১৪১
মুদির মাধুরী মধুর মূরতি	১৪৩
মধুর মধুর গৌর কিশোর	১৪৫
ম'নু ম'নু শ্যাম অনুরাগে	১৫৩
মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল	১৫৯
মুরলী অতি সুমধুর তান	১৭৩
মন্দ মন্দ মধুর তান বাঁশী	৫৭৩
মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার	১৯০
মাধব বহুত মিনতি করু তোয়	২০৯
মরম কহিনু মো পুনঃ ঠেকিনু	২২২
মিটল চন্দন টুটল আভরণ	২৩০
মুদির মরকত মধুর মূরতি	২৬০
মৃগমদ কস্তুরী দিয়া অঙ্গ কৈল	২৮৩
মোহন মুরলীরবে আকুল হইল	২৯৫
মোহন বিজন বনে দূরে গেল	৩১৪
মানস গঙ্গার জল ঘন করে	৩২৫
মান বিরহ ভাবে পহুঁ ভেল	৩৬৭
মান কয়লি তো কয়লি কলহে	৩৮৮
মাধব নিপট কঠিন তনু তোর	৩৯২
মদন কুঞ্জপর বৈঠল নাগর	৩৯৩
মনের আনন্দে সখী মন্দে মন্দে	৪০৯
মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব	৪৪১
মধুপুর নাগরী হাসি কহত ফেরি	৪৪৬
মাতা যশোমতি ধাই উনমতী	৪৫৮
মুড়ায়্যা চাঁচর চুলে স্নান করি	৪৬২
মহা মহা মহোৎসব সম্পূর্ণ কারণ	৪৬৭
য	
যব তুয়া নয়ন মুরলী বিষে জারল	১০৫
যছু মুখ লাবণী কত কুল কামিনী	১০৬
যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে	১০৯
যাহা বিলপয়ে কান	১১১
যায় পদ রহিয়া রহিয়া রহিয়া গো	২৬১
যমুনা তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে	২৮৫
যাবট নিকট দিয়া যাও বেণু	২৮৬
যা কর চরণ নখর রুচি হেরইতে	৩৮৪
যামিনী জাগি জাগি জগজীবন	৪২৫
যো শচীনন্দন জীবন আনন্দন	৪২৮
যব হরি আওব গোকুলপুর	৪৫৫
র	
রাঢ় মাঝে একচাকা নামে	৪০
রাঢ়দেশে নাম একচাকা গ্রাম	৪১
রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা	৭৮
রাইক ঐছে দশা হেরি এক সখী	৮৬
রাইক রাগ লহসি বহু মোয়	১০৮
রাইক কুঞ্জ গমন শুনিয়া মাধব	১১২
রাই অঙ্গ ছটায় উদিত ভেল	১১৩

পদ	পৃষ্ঠা
রাধে নিগদ নিজংগদ মূলং	১১৬
রাই মুখে শুনলহি ঐছন বোল	১২০
রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে	১২১
রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন	১৬১
রূপ ভরল দিঠি সোঙরী পরশ	১৮৩
রাই কনক মুকুর কাঁতি	১৮৭
রাই সাজে বাঁশী বাজে না পড়িল	১৯৩
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর	২০৪
রাধাকৃষ্ণ পদ মন ভজ অনিবার	২০৫
রাই তুমি সে আমার গতি	২১১
রাধামাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝ	২১৫
রসবতী ঠিক রসিকবর পাশ	২১৭
রজনী কাহিনী কহিতে রমণী	২২৬
রতিরস অবশ অলস অতি ঘূর্ণিত	২৩১
রতিরস শ্রমযুত নাগরী নাগর	২৩২
রজনীক শেষ জাগি শচীনন্দন	২৩৭
রাই জাগ রাই জাগ শারীশুক	২৪০
রাইক বেশ বানাইয়া কান	২৪৫
রাধিকা রূপসী লইয়া তুলসী	২৬৯
রাই মুখ হেরি মুখরা কহে	৩ ৬
রাধামাধব নীপ মূলে	৩১৪
রসিক নাগর বিরহে কাতর	৩৩০
রন্ধনশালাতে সুবল ভাবে	৩৩৬
রাণী ভাসে আনন্দ সাগরে	৩৪২
রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব	৩৬৫
রাই অনাদর হেরি রসিকবর	৩৬৫
রাইক বিনয় বচন শুনি সহচরী	৩৮৮
রাই হেরল যব সো মুখ ইন্দু	৩৯১
রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরী	৩৯৭
রাই করল যব গাঢ়হি মান	৪ ৪
রমণীমোহন বিলসিতে মন	৪১১
রাস জাগরণে নিকুঞ্জ-ভবনে	৪১৯
রাধা প্যারীসহ খেলত নন্দদুলাল	৪২১
রাইক দশমী দশা নিজ সখী মুখে	৪৪২
রাইক দশা সখীর মুখে	৪৫১
রাইক শেষ দশা শুনি	৪৫২

ল

পদ	পৃষ্ঠা
লাখবাণ হেম জিতি অপরূপ	১০০
লুঠতি ধরণী ধরি শোয়	১০৭
ললিতা উল্লাস প্রাণী	১৩৫
লাখবাণ হেম জিতি বরণ গৌর	২৫০
ললিতা গো কেমন উপায় করি	২৮২

শ

পদ	পৃষ্ঠা
শচীগর্ভ-সিন্ধুমাঝে গৌরাঙ্গ রতন	৩৭
শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব	৯১
শুন শুন সুন্দর নাগর রাজ	১৩১
শুনলো রাজার ঝি	১৩২
শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ	১৩৪
শুন শুন সুন্দর কানাই	১৩৮
শ্যামরূপ হেরি সখি প্রাণ মোর	১৫৪
শ্যাম অভিসারে চলে বিনোদিনী	১৭৫
শুন সহচরি না কর চাতুরী	১৭৮
শুনি সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারি	২০৯
শ্যামক কোরে যতনে ধনী শুতল	২১৬
শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে	২২৪
শেষ রজনী শুতল শচীসুত	২২৮
শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন মন্দিরে	২২৯
সারীশুক দোহজনে উঠিয়া বিহানে	২৩৯
শুন সুখ যামিনী ইহ কুলকামিনী	২৪০
শ্রীদাম যাইয়া কহে নন্দের নন্দনা	২৫১

পদ	পৃষ্ঠা
শ্রীদাম কহিছে বাণী শুন ওগো	২৫২
শ্রুতিপাশ বিলাস মণি মকরাকৃতি	২৫৯
শিখিপুচ্ছ শিরোনব মেঘ-রুচিং	২৬০
শুনিয়া মোহন বেণু অবশ হইল	২৭৫
শ্যামসুন্দর স্মরণ আমার	২৮৭
শুনহে চিকণ কালা	২৮৯
শুন শুন ওহে সুজন কানাই	৩০১
শুনলো বড়াই বুড়ী	৩২১
শুন বিনোদিনী ধনি	৩২৭
শুনরে সুবল ভাই নিবেদন করি	৩৩১
শুন শুন নাগর সব গুণ আগর	৩৪৭
শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ	৩৫১
শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে মোর নিবেদন	৩৫৩
শুন শুন সুন্দরী কর অবধান	৩৬৩
শুনইতে কানু মুরলী রব মাধুরী	৩৭০
শুন শুনহে রসিক রায়	৩৮২
শুন রাই বিনোদিনী	৩৮৩
শরদ চন্দ পবন মন্দ	৪১০
শ্যাম তোমাকে নাচতে হবে	৪১৬
শীতল তছু অঙ্গ হেরি	৪৩৯
শ্যাম শুকপাখী সুন্দর নিরখি	৪৪৮
শয়ন মন্দিরে গৌরাঙ্গ সুন্দর	৪৫৯
শচীর মন্দিরে আসি	৪৬০
শ্রীহরি বাসর সমাধি কাঁদে প্রভু	৪৬৫

স

পদ	পৃষ্ঠা
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ	৪৮
সিনান সমাধান মুছল অঙ্গ	৬৬
সোঙর নব গৌর সুন্দর	৬৭
সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম	৮১
সজনি ! ও কে নাগর তরুমূলে	৮৪
সখীগণ সঙ্গে নাহি হাস পরিহাস	৯১
সহজে সুনিক পুতলি গৌরী	৯৬
সুরত তিয়াসে ধরল পহুঁ পাণি	১১৩
সুন্দরি তুহ বড়ি হৃদয় পাষাণ	১২১
সুবলে নাগরে কহিছে কথা	১২৭
সজনি ও ধনী কে কহ বটে	১২৮
সখীগণ বচনে বাওল বেশ	১৩৫
সখীর বচনে ধনী থির করি চিত	১৩৭
সুন্দর সুন্দর গৌরাঙ্গ সুন্দর	১৪৫
সই কে বলে গৌরাঙ্গ ভাল	১৪৯
সো বর নাগর রাজ	১৫২
সখিহে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও	১৭২
সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু	১৮০
সই বিনা সে বন্ধুর প্রেম	২২৩
সিনান দোপর সময় জানি	২২৬
সুরত সমাপি শুতল বর নাগর	২৩৮
সখীগণ কহে শুন নাগর কান	২৪৪
সহচর সঙ্গে রঙ্গে ব্রজনন্দন	২৬৫
সখীগণ সঙ্গে চলল বর রঙ্গিনী	২৭২
সবহু বঁধুজন চলু বৃন্দাবন	২৭৩
সুন্দরি শুনিয়া না শুন মোর বাণী	৩০০
সোঙরি পূরবলীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া	৩০৭
সখাগণ সঙ্গ ছোড়ি যদুনন্দন	৩১৭
সবহু সখীগণ চলু ঘর যাই	৩২৪
সুবল করিয়া সঙ্গে বিপিন বিহার	৩২৯
সুচতুর সুবল পবন গতি ধাওল	৩৩১
সুবলে রাখিয়া ঘরে চলিল রাধিকা	৩৩৩
সুবলের বেশে গৌরী উদ্দেশ	৩৫৪
সুবলের ধরা চূড়া সুবলেরে দিল	৩৩৬

পদ	পৃষ্ঠা
সো হেন রসিক নাগরের সনে	৩৬৮
সীদতি সখি মম হৃদয়মধিরং	৩৭১
স্বর্ণবর্ণ বিবর্ণ ভৈ গেও পূর্ণ	৩৮৫
সখিহে কাহে কহসি কটুভাষা	৩৯৫
সোণার গৌরাঙ্গ চাঁদে	৪২৬
সহচর সঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া	৪২৭
সোণার বরণ গৌরাঙ্গ সুন্দর	৪২৯
সজনি কো কহ আওব মাধাই	৪৩৫
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু গুরু নমস্কারি	৪৬২
হ	
হের দেখসিয়া নয়ান ভরিয়া	৩৯
হরত সকল সন্তাপ জনমকো	৭৩
হরষিত অন্তর চলু বর নাগর	৮৭
হামারি নিঠুরপানা শুনই ইন্দুমুখী	১১০
হাদেলো সুন্দরি প্রেমের আগোরি	১৩২
হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়া	১৬৮
হরি রহু কাননে কামিনী লাগি	১৯৩
হরি হরি বিফলে জনম গোয়াইনু	১৯৮
হরি হরি বড় দুঃখ রহিল মনে	১৯৮
হরি হরি কি মোর করম অতি	১৯৯
হরি হরি নিতাই কবে করুণা	২০৩
হরি হরি আর কি এমন দয়া হব	২০৬
হরি হরি আর কি এমন দিন হব	২০৭
হরি হরি গোরা কেনে কান্দে	২১৪
হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিতে	২২৫
হরি নিজ আঁচরে রাইমুখ মোছই	২৪৪
হেদে হে নন্দের সুত কে তোমায়	৩০১
হেদেলো বিনোদিনী এ পথে	৩১২
হাসিয়া সুবল কহে শুন	৩৩২
হেদে হে নিলাজ বন্ধু লাজ নাহি	৩৫৬
হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা	৪৩২
হরি কর চিহ্ন পদাম্বুজে যাবক	৩৩৬
ক্ষ	
ক্ষণে হাসয়ে রোয়	১০৩
ক্ষীর সর মাখন সহচ দেল	৩২৩

পদসূচী সম্পূর্ণ

MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd 1902
MAJU. HOWRAH.

সূচনা।

—:*:—

ব্রজলীলা ও গৌরাঙ্গলীলার সংক্ষিপ্ত সম্বন্ধ নির্ণয়।

ব্রজলীলায়	গৌরাঙ্গলীলায়	ব্রজলীলায়	গৌরাঙ্গলীলায়
শ্রীরাধাকৃষ্ণ	শ্রীগৌরাঙ্গ।	নন্দ	জগন্নাথ মিশ্র।
বলরাম	নিত্যানন্দ।	বাসুদেব	হারাই পণ্ডিত।
শিব	অদ্বৈত।	অক্রুর	কেশব ভারতী।
ব্রহ্মা	হরিদাস।	বেদব্যাস	বৃন্দাবন দাস।
নারদ	শ্রীবাস।	শুকদেব	কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

প্রধানা রমণীগণ

যশোদা	শচীদেবী।	রাধিকা	গদাধর।
রোহিণী	পদ্মাবতী।	বারুণী	বসুধা।
রেবতী	জাহ্নবী।	ভগবতী	সীতা ঠাকুরাণী।

অষ্ট সখীগণ।

ললিতা	শ্রীরূপ গোস্বামী	রঙ্গদেবী	শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
বিশাখা	শ্রীরামানন্দ রায়।	সুন্দরী	শ্রীবাসুঘোষ।
সুমিত্রা	শ্রীশিবানন্দ সেন।	ইন্দুরেখা	শ্রীগোবিন্দানন্দ।
চম্পকলতা	শ্রীরাঘব পণ্ডিত।	তুঙ্গদেবী	শ্রীমাধব ঘোষ।

নব মঞ্জরীগণ।

রূপ মঞ্জরী রূপ গোস্বামী। বিলাস মঞ্জরী জীব গোস্বামী।
নব মঞ্জরী সনাতন গোস্বামী। প্রেম মঞ্জরী ভূগর্ভ গোস্বামী।
অনঙ্গ মঞ্জরী গোপাল ভট্ট। রাগ মঞ্জরী রঘুনাথ গোস্বামী।
রস মঞ্জরী রঘুনাথ গোস্বামী। লীলা মঞ্জরী লোকনাথ গোস্বামী।
কস্তুরী মঞ্জরী কৃষ্ণদাস গোস্বামী।

দ্বাদশ গোপাল।

শ্রীদাম	অভিরাম ঠাকুর।
সুদাম	সুন্দর ঠাকুর।
দাম	পুরুষোত্তম নাগর।
বসুদাম	ধনঞ্জয় পণ্ডিত।
সুবল	গৌরীদাস পণ্ডিত।
মহাবল	কমলাকর পিপলাই।
সুবাহু	উদ্ধারণ দত্ত।
মহাবাহু	মহেশ পণ্ডিত।
অর্জ্জুন	পরমেশ্বর দাস।
লবঙ্গ	কালাকৃষ্ণ দাস।
মধুমঙ্গল	শ্রীধর পণ্ডিত।
প্রবাল	হলায়ুধ ঠাকুর।

উপক্রমণিকা।

—)*(—

শ্রীশ্রীপদকীর্ত্তনের বিষয়গুলি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দানুভব করিতে হইলে শব্দবিশেষের সংজ্ঞা ও ভাবার্থ সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য কতিপয় শব্দের সংজ্ঞা ও মর্ম্মার্থ এইস্থানে সন্নিবেশ করা হইল।

ভক্তি।

"সা কস্মৈচিৎ পরম প্রেমরূপা"

নারদ ভক্তিসূত্রে।

মহর্ষি নারদ কাহারও প্রতি পরম প্রেম ভাবকেই "ভক্তি" আখ্যা দিয়াছেন।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। শাণ্ডিল্য সূত্রে।

মহর্ষি শাণ্ডিল্য "ভগবানে একান্ত অনুরক্তিকে" ভক্তি বলিয়াছেন।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাএরাগাত্মিকোদিতা॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

ইষ্ট অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুতে যে স্বরসপূর্ণ অত্যন্ত আবেগ বা প্রাণের ব্যাকুলতা তাহার নাম রাগ। সেই রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা ভক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

নববিধা ভক্তি।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোস্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৭ম অধ্যায়।

প্রেম।

সম্যঙ মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিত।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমানিগদ্যতে॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

যাহা দ্বারা হৃদয় সম্যকরূপে নির্ম্মল হয় যাহা অত্যন্ত মমতাযুক্ত যাহা অত্যন্ত ঘনীভূত, এইরূপ যে ভাব তাহাকেই পণ্ডিতগণ "প্রেম" বলিয়া থাকেন।

কবিরাজ গোস্বামী নিম্নলিখিত ভাবে প্রেমের সংজ্ঞা ও অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য প্রেম মহাবল॥

প্রেম লক্ষণ।

অনেক বিপদে মন কিঞ্চিত না টলে।
প্রেমের লক্ষণ সেই সাধু শাস্ত্রে বলে॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

স্নেহের লক্ষণ।

সেই প্রেম পরিপাকে হৃদয়েতে হয়।
স্নেহ নাম ধরি সুখ অধিক বাড়য়॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

মান লক্ষণ।

স্নেহ পরিণামে তবে মান নাম হয়।
বক্রগতি শোভা হয় রস সুখময়।

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

প্রণয় লক্ষণ।

মান পরিপাকেতে বিশ্বাস মিত্র বৃত্তি।
সখ্য দুই ভাঁতি হয় সুখের উন্নতি॥
প্রণয় বলিয়া তবে হয়তো আখ্যান।
প্রণয়ের পরিপাকে রাগের লক্ষণ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

রাগ লক্ষণ।

বহু যে দুঃখেতে সুখ করিয়া মানয়।
ঈষৎ না টলে মন রাগ সেই হয়॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

দর্শনে শ্রবণে রাগ দুইত প্রকার।
সাক্ষাৎ দর্শন এক চিত্রপটে আর॥

রসকল্পবল্লী গ্রন্থ।

অনুরাগ লক্ষণ।

প্রিয় মুখ কমল যে যখন দেখয়ে।
নূতন নূতন বুদ্ধি প্রতিক্ষণে হয়ে॥
দেখিয়াও দেখি নাই মনে উপজয়ে।
তৃপ্তি নাহি হয় অনুরাগের বিষয়ে॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আদি রস দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রসকল্পবল্লীর গ্রন্থকার নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ দুই করিয়ে গণন।
উজ্জ্বল মধুর রসে দুই প্রয়োজন॥
এই বিপ্রলম্ভ তবে চতুর্ব্বিধাখ্যান।
পূর্ব্বরাগ প্রবাস, প্রেম-বৈচিত্র্য আর মান॥

বিপ্রলম্ভের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্ব রাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্র্য, প্রবাস।
চারি ভেদ হয় বিপ্রলম্ভের প্রকাশ॥

পূর্ব্বরাগ লক্ষণ।

সঙ্গমের পূর্ব্বে যেই দেখিয়া শুনিয়া।
জনময়ে রাগ লোভ হৃদয়ে পশিয়া॥
সেই পূর্ব্বরাগ তার বিষয় যে শুন!
দর্শন শ্রবণ বহু ভেদ কহি পুনঃ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূর্ব্বরাগ।

রসকল্পবল্লী গ্রন্থ।

অষ্ট নায়িকা।

১। অভিসারিকা, ২। বাসকসজ্জা, ৩। উৎকণ্ঠিতা, ৪। বিপ্রলব্ধা, ৫। খণ্ডিতা ৬। কলহান্তরিতা, ৭। স্বাধীন ভর্ত্তৃকা, ৮। প্রোষিত ভর্ত্তৃকা।

(১) অভিসারিকা লক্ষণ।

"কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা"

অভিসারের আগে হয় দুইত ধরণ।

নায়ক গমন কিম্বা নায়িকা গমন ॥

রসকল্পবল্লী গ্রন্থ।

এই অভিসারিকা নায়িকাও রসমঞ্জরী গ্রন্থে অষ্ট প্রকার নামে অভিহিতা। যথা :—

(১) জোৎস্নী, (২) তামলী, (৩) বর্ষা, (৪) দিবা, (৫) কুজ্‌ঝটিকা, (৬) তীর্থযাত্রা, (৭) উন্মত্তা, (৮) সঞ্চারা।

প্রথম হইতে ছয় প্রকার অভিসারিকার লক্ষণ শব্দ দ্বারাই অনুভব হয়। উন্মত্তা ও সঞ্চারার লক্ষণ নিম্নে দেওয়া গেল।

মুরলীক নাদ যব শুনই শ্রবণে।

উন্মত্ত হইয়া চলে নায়ক মিলনে ॥

রসমঞ্জরী গ্রন্থ।

সঞ্চারাভিসারিকার লক্ষণ :—

অনঙ্গ রসে মহাপীড়া অশঙ্কিত মন।

নিজগৃহে স্থির নহে মন উচাটন ॥

নিজ অঙ্গের বেশ করিতে না পারে।

ভুজে নূপুর দেই কঙ্কণ পদে ধরে ॥

অঞ্জন কপালে দেই সিন্দুর অধরে।

উন্মত্তা হয় সেই মুরলীর স্বরে ॥

(২) বাসকসজ্জা নায়িকার লক্ষণ :

প্রিয়ের সহিত বিলাসের আশা করি।

গৃহ শয্যা মাল্য তাম্বুল স্নিগ্ধ বারি ॥

চন্দনাদি নানা গন্ধ বসন ভূষণ।
সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ের কারণ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

এই বাসকসজ্জা নায়িকা আট প্রকার।

(১) মোহিনী (২) জাগর্ত্তিকা (৩) রোদিতা (৪) মধ্যোক্তিকা (৫) সুপ্তিকা (৬) প্রগল্‌ভা (৭) সুরসা (৮) উদ্দেশা।

মোহিনী নায়িকার লক্ষণ :—

সজ্জা করি মোহিনী রহে সখীর সহিতে।
কৃষ্ণকে করিবে মোহ অনুমান চিতে॥

জাগর্ত্তিকা নায়িকার লক্ষণ :—

নিজ অঙ্গের ভূষা করি করে জাগরণ।
উঠি বসি দ্বারে যাই করে নিরীক্ষণ॥

রোদিতা নায়িকার লক্ষণ :—

বিলাপ করিয়া ধনী করয়ে রোদন।
অন্তরে হরষ হয় নায়ক মিলন॥

মধ্যোক্তিকা নায়িকার লক্ষণ :—

নিকুঞ্জ কানন ধনী করে পরিষ্কার।
নিজগুণ গরিমা কিছু করয়ে বিস্তার॥
নায়ক আইলে যে মতে করিবে মিলন।
মনে কত আশা করে কেলি সোঙরণ॥

সুপ্তিকার লক্ষণ :—

কুসুম শয়ানে সদা শয়নে উল্লাস।
সখী সঙ্গে করে সদা হাস পরিহাস॥

প্রগল্‌ভা নায়িকার লক্ষণ :—

প্রগল্‌ভা একাকী রহে কুঞ্জেতে বসিয়া।
নায়ক আসিবে বলি উলসিত হিয়া॥
কিশলয় শেজ করে বকুল বিছায়।
দূতীকে তর্জ্জন করি সঘনে পাঠায়॥

সুরসার লক্ষণ :—

নিজ মন্দিরেতে রহে নির্ভর হইয়া।
বস্ত্র আভরণ পরে শেজ বিছাইয়া॥
দূত পাঠাইয়া জানে নায়ক সংবাদ।
বিলম্ব দেখিয়া কিছু করে অনুবাদ॥

উদ্দেশার লক্ষণ :—

নানা বেশ করি রহে সঙ্কেতে যাইয়া।
নায়ক আসিবে মনে উলসিত হিয়া॥
নায়ক উদ্দেশে নিজ সখীরে পাঠায়।
নানা উপচার করি মঙ্গল গায়॥

(৩) উৎকণ্ঠিতা।

প্রিয় আগমন যবে শীঘ্র না করয়।
পথপানে চাহি রহে উৎকণ্ঠা হৃদয়॥
বিরহ তাপিত অতি করয়ে বিলাপ।
নয়নে গলয় বারি কহয়ে প্রলাপ॥
সখীগণ আশ্বাস করয়ে কত মত।
এখনি আসিবে প্রিয় স্থির কর চিত॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

উৎকণ্ঠিতা কান্ত পথ করে নিরীক্ষণ।
কতক্ষণ হইবেক নায়ক মিলন॥

রসমঞ্জরী গ্রন্থ।

এই উৎকণ্ঠিতা নায়িকা ৮ প্রকার যথা :—

(১) উন্মত্তা, (২) বিকলা, (৩) স্তব্ধা, (৪) চকিতা, (৫) অচেতনা, (৬) সুখোৎকণ্ঠা, (৭) প্রগল্‌ভা (৮) নির্ব্বন্ধা।

উন্মত্তা :— পাগলিনী।

বিকলা :—

নায়ক না দেখি ধনী হয়ত বিকলা।
পথপানে চাহে ধনী হইয়া চঞ্চলা॥

স্তব্ধা :—

ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে কাতর বদনী।
নায়ক বিলম্বে নখে লিখয়ে ধরণী॥
শয্যায় শয়ন ক্ষণে কামাতুরা হয়ে।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে ধায় তমাল দেখিয়ে॥

চকিতা :—

ক্ষণেক বিরহ করে নানা অনুতাপ।
ক্ষণে ক্ষণে কহে ধনী বচন প্রলাপ॥

অচেতনা :— অচেতন অবস্থা প্রাপ্তা।

সুখোৎকণ্ঠিতা :—

পুরবে মুগধা যেন করয়ে বিলাস।
সেই কথা মনে গুণি করয়ে উল্লাস॥

প্রগল্‌ভা :—

শয্যা ত্যজিয়া রামা ক্ষণে বাহিরায়।
ক্ষণে মূরছিত তনু কান্দে উভরায় ॥
ক্ষণে বাহিরায় ক্ষণে চলে আধ পথ।
দূতি সহ কলহ করয়ে অনুরত ॥

নির্ব্বন্ধা :—

কেলি শয্যাতলে রহে রজনী বঞ্চিয়া।
সঙ্কেতে বসিয়া রহে নির্ব্বন্ধ করিয়া ॥
দৈব নির্ব্বন্ধে কান্ত আসিতে না পায়।
সকল রজনী ধনী কান্দিয়া পোহায় ॥

(৪) বিপ্রলব্ধা।

সখীর আশ্বাসে ধনী স্থির করি মন।
প্রিয় আগমন পথ করে নিরীক্ষণ ॥
বৃক্ষের যে পত্রে পত্রে শব্দ যদি হয়।
ঐ আইল প্রিয় বলি উঠিয়া বৈঠয় ॥
দূতি পাঠাইয়া দিল প্রিয়ার কারণে।
ফিরিয়া আইসে দূতি বজ্র হেন মানে ॥
এইরূপ বিচ্ছেদ বিষাদে নিশি যায়।
না আইল যবে তবে মানবতী হয় ॥

এই বিপ্রলব্ধা আট প্রকার :—

(১) নির্ব্বন্ধা, (২) প্রেমমত্তা, (৩) ক্লেশা, (৪) বিনীতা, (৫) নিন্দয়া, (৬) প্রখরা, (৭) দূত্যাদরী ; (৮) চর্চ্চিতা।

নির্ব্বন্ধার লক্ষণ :— এই পৃষ্ঠার দ্বিতীয় শ্লোক দ্রষ্টব্য।

প্রেমমত্তার লক্ষণ :—

নানা আভরণ পরি রহয়ে সঙ্কেতে।
জাগিয়া পোহায় নিশি কান্দিতে কান্দিতে॥
আপন যৌবন দেখি কান্দিয়া বিকল।
নিশি পরভাত হৈল নহিল সফল।

ক্লেশার লক্ষণ :—

নায়ক আইল ঘরে জানিয়া নিশ্চয়।
সহচরী সঙ্গে সব দুঃখ কথা কয়॥

বিনীতার লক্ষণ :—

বিরহে বিনয় বাক্যে কহয়ে সখীরে।
ঝাঁপ দিব আজি আমি যমুনার নীরে॥

নিন্দযার লক্ষণ :—

সখী মুখে শুনি আজি নায়ক না আইল।
মিথ্যা সঙ্কেত মানি রজনী পোহাল॥
হার মালা আভরণ ছিড়িয়া ফেলায়॥
পুষ্পমালা আদি সব জলেতে ভাসায়।

প্রখরার লক্ষণ :—

জাগিয়া নয়নের জল নিরবধি ঝরে।
বিরহে বিলাপ করি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥

দূত্যাদরী লক্ষণ :—

নায়ক আসিবে স্বরে সঙ্কেত জানিল।
কোকিলের ধ্বনি হেন শবদ শুনিল॥

গুরুজন জাগি ঘরে উঠিল সত্বরে।
নায়ক বিমুখ হৈয়া গেল নিজ ঘরে॥

চর্চ্চিতার লক্ষণ ঃ—

চর্চ্চিতা অর্থে—রাগান্বিতা।

(৫) খণ্ডিতা।

অন্য নায়িকা ভোগ করিয়া নায়ক।
আইসে অঙ্গতে নখ-চিহ্নাদি যাবক॥
দেখিয়া কোপিতা মনে ভর্ৎসনাদি করি।
উপেক্ষা করয়ে যে খণ্ডিতাবতী নারী॥

খণ্ডিতা নায়িকা আট প্রকার যথা ঃ—

১। ধীরা, ২। বিদগ্ধিকা, ৩। ক্রোধা, ৪। প্রগল্ভা, ৫। মধ্যা, ৬। মুগ্ধা, ৭। রোদিতা, ৮। প্রেমমত্তা।

(৬) কলহান্তরিতা।

মান অন্তে প্রিয়ার বিচ্ছেদ সূচন।
অনুতাপ সেই কলহান্তরিতা লক্ষণ॥

এই কলহান্তরিতা নায়িকা আট প্রকার ঃ—

১। আগ্রহ, ২। বিকলা, ৩। ধীরা, ৪। অধীরা, ৫। কোপনবতী, ৬। মন্থরা, ৭। সমাদরা, ৮। মুগ্ধা।

এই সমস্ত লক্ষণগুলির অর্থ শব্দ দ্বারাই অনুভব করিতে পারা যায় বলিয়া ইহার জন্য আর শ্লোক উল্লেখ করা হইল না।

(৭) স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা।

নায়িকার অধীনমতে বেশাদি রচন।
নায়ক করয়ে স্বাধীন ভর্ত্তৃকা লক্ষণ॥

আলুয়াইয়া কেশ করে বেণীর রচন।
কুচযুগে করে পত্রাবলীর লিখন ॥
চিবুকে কস্তুরী বিন্দু নাশায় তিলক।
গলে মণিহার দেয় চরণে যাবক ॥
চুম্ব আলিঙ্গন করে আনন্দিত হিয়া।
আজ্ঞা করিতে থাকে কর পরশিয়া ॥

এই স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকা আট প্রকার :—

স্বাধীন ভর্ত্তৃকা কথা শুন দিয়া মন।
কোপনা মানিনী মুগ্ধা মধ্যা বিচক্ষণ ॥
উক্তকা উল্লাসা অনুকূলা অভিষেকা।
স্বাধীনভর্ত্তৃক এই অষ্ট কৈল লেখা ॥

রসমঞ্জরী গ্রন্থ।

১। কোপনা, ২। মানিনী, ৩। মুগ্ধা, ৪। মধ্যা, ৫। উক্তকা ৬। উল্লাসা ৭। অনুকূলা ৮। অভিষেকা।

প্রেম-বৈচিত্র্য লক্ষণ।

দম্পতির পরস্পর প্রেমোৎকর্ষ হয়।
অধিকীত্তিরত্যা সেই বিচারি না লয় ॥
অঞ্চলে বান্ধিয়া রত্ন চাহি ফিরে ঘরে।
কোলেতে থাকিয়া হয় বিচ্ছেদ অন্তরে ॥

প্রবাস লক্ষণ।

সাধারণতঃ প্রবাসকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। দূর প্রবাস, ২। নিকট প্রবাস।

নায়ক প্রবাসে থাকিলে নায়িকার বিরহ উপস্থিত হয়, সেই বিরহিনী নায়িকাকে "প্রোষিতভর্ত্তৃকা" বলা হইয়া থাকে।

প্রোষিতভর্ত্তৃকা যার প্রিয় দূর দেশ।
বিরহিনী অঙ্গ মলিন নাহি বান্ধে কেশ॥
চিন্তিয়া আকুল দীন মন অঙ্গ ক্ষীণ॥
হায় হায় হুতাশ করয়ে রাত্রি দিন॥

প্রোষিতভর্ত্তৃকা নায়িকার বিরহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা:—

১। ভাবী বিরহ, ২। ভবন বিরহ, ৩। ভূত বিরহ।

এই তিন প্রকার বিরহে দশ প্রকার অবস্থার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা:—

লালাসোদ্বেগ জাগার্য্যাস্তানবংজড়িমাএতু।
বৈয়গ্রংব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যু-র্দ্দশাদশ॥

১। চিন্তা, ২। জাগরণ, ৩। উদ্বেগ, ৪। ক্ষীণ, ৫। মলিন, ৬। প্রলাপ, ৭। ব্যাধি, ৮। উন্মাদ, ৯। মূর্চ্ছা, ১০। মৃত্যু।

সম্ভোগ লক্ষণ।

দরশন আলিঙ্গন চুম্বনাদি করি।
তাহে যে উপজে সুখ সম্ভোগ বিচারি॥
তাহাতে যে ভেদ দুই মুখ্য আর গৌণ।
মুখ্য চেতন আর গউণ স্বপন॥

মুখ্য সম্ভোগ।

মুখ্য পুনঃ চারিভেদ সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ।
সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান চারি মুখ্য গণ্য॥

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

পূর্ব্বরাগ পরে কৃষ্ণ সঙ্গে যে মিলন।
সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলি তাহার গণন॥

সংকীর্ণ সম্ভোগ।

মানের পশ্চাতে যে সম্ভোগ উপজয়।
সংকীর্ণ সম্ভোগ বলি গণন তাহার॥

সম্পন্ন সম্ভোগ।

প্রবাস হইতে প্রিয় আসিয়া সম্ভোগ।
সম্পন্ন যে সেই যাতে সর্ব্ব উপভোগ॥

সমৃদ্ধমান সম্ভোগ।

পরবশ বাধা হইতে ছুটিয়া দর্শন।
দুর্লভ দর্শন সম্ভোগ বিচক্ষণ॥
রসময় সর্ব্ব উপচয় তাহে হয়।
সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান করিয়া কহয়॥

গৌণ সম্ভোগ।

স্বপনেতে নানারঙ্গ রসের সংযোগ।
তাহাতে যে সুখ সেই গউণ সম্ভোগ॥
স্বপন দেখিয়া ধনী অতি প্রমোদিত।
সখির সহিত কহে করিয়া বিদিত॥

দূতি।

দূতি দুই প্রকার—স্বয়ং দূতি ও আপ্ত দূতি।

অতি অনুরাগে লাজ ত্যজি প্রিয় সনে।
মিলিবারে চাহে স্বাভিযোগের কারণে॥

স্বয়ং দূতি সেই স্বয়ং দূতি পানা করি।
প্রিয়সনে মিলে গিয়া আপনি সুন্দরী॥
তাহাতে যে তিন ভেদ বাক্য কায় নয়ন।
বাক্যের অনেক ভেদ না যায় বর্ণন॥

আঙ্গিক।

অঙ্গুলির ধ্বনি করি মুখে দেই হাত।
অন্যমনে ভুল বাক্য কহে সখী সাথ॥
চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলে ধরণী খোদয়।
কর্ণকণ্ডুয়ণ করি স্তন দরশয়॥
সখীর কণ্ঠেতে ধরি করে আলিঙ্গন।
পুনর্ব্বার ছাড়ি করে তাড়ন ভৎ´সন॥
চঞ্চল নয়ানে পুনঃ ইথি উথি চাহে।
স্তম্ভ প্রায় রহে অকারণ বাক্য কহে॥
অধর দংশন করে সখীর কর্ণেতে।
মিছামিছি কহে কথা ধরিয়া কণ্ঠেতে॥

চাক্ষুষ।

ঈষত নয়ানে হরি বদন ফিরায়।
হাসি হাসি চাহি পুনঃ নয়ন ঢুলায়॥
মুদিত নয়ান পুনঃ আধ আধ হেরি।
কটাক্ষ করয়ে বাম নয়ান পশারি॥

অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব।

তে স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেথুপঃ।
বৈবর্ণমশ্রু প্রলয় ইত্যাষ্টৌ সাত্ত্বিকং স্মৃতাঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ।

স্তম্ভ, স্বেদ রোমাঞ্চ স্বরভেদ, কম্পন, বৈবর্ণ, অশ্রু এবং প্রলয় এই আট প্রকার ভাবই অষ্টকসাত্ত্বিকভাব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে অষ্টসাত্ত্বিক ভাববোধক নিম্নলিখিত শ্লোকও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্তম্ভো হর্ষ ভয়াশ্চর্য্য বিষাদমর্ষ সম্ভবঃ।
তত্র বাগাদি রাহিত্যং নৈশ্চল শূন্যতাদয়ঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ।

বৈষ্ণব লক্ষণ।

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"

কীর্ত্তন।

"নামরূপগুণাদিনামুচ্চৈর্ভাসতু কীর্ত্তনম্।"

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা উচ্চস্বরে উচ্চারণ কীর্ত্তননামে অভিহিত হইয়া থাকে।

"বহু মিলিত্বা কীর্ত্তনং সংকীর্ত্তনমিত্যুচ্যতে।"

শ্রীশ্রীভাগবত সন্দর্ভ।

বহুজন মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিলে তাহাকে সংকীর্ত্তন বলা হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীপদ-রত্ন-মালা

প্রথম অধ্যায়।

মঙ্গলাচরণম্।

আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ,
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ,
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ,
বন্দে জগৎ প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥১॥

শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা।

বিভাষ।

বন্দে বিশম্ভর পদ কমলং।
খণ্ডিত কলিযুগ জনমলসমলং॥
সৌরভ কর্ষিত নিজজন মধুপং।
করুণ খণ্ডিত বিরহ বিতাপং॥
নাশিত হৃদ্গত মায়া তিমিরং।
বর নিজ কান্তা জগতামচিরং॥
সতত বিরাজিতং নিরুপম শোভং।
রাধামোহন কলিত বিলোভং॥ ২ ॥

গৌরী।

জয় নন্দ নন্দন, গোপীজন বল্লভ,
রাধা নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন, নদীয়া পুরন্দর,
সুরগণ মনোমোহন ধাম॥
জয় নিজ কান্তা- কান্তিকলেবর,
জয় জয় প্রেয়সী ভাব বিনোদ।
জয় ব্রজ সহচরী লোচন মঙ্গল,
নদীয়া বধূজন নয়ন আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম, সুদাম সুবলার্জ্জুন,
প্রেম প্রবর্দ্ধন নবঘন রূপ।
জয় রামাদি সুন্দর, প্রিয় সহচর,
জয় জয় মোহন গৌর অনুপ॥
জয় অতি বল, বলরাম প্রিয়ানুজ,
জয় জয় নিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন- গণভয় ভঞ্জন,
গোবিন্দ দাস আশ অনুবন্দ॥ ৩॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বন্দনা।

বেলোয়ার।

জগজন তারণ কারণ ধাম।
আনন্দ কন্দ শ্রীনিত্যানন্দ রাম॥ ধ্রু॥
ডগমগ লোচন কমল ফিরায়ত,
সহজে অথির গতি দিঠী মাতোয়ার॥

ভাইয়া অভিরাম বলি, ঘন ঘন গরজই,
গোরা প্রেমের ভরে চলই না পার ॥
গদ গদ আধ আধ মধুর বচনামৃত,
লহু লহু হাস-বিকশিত গণ্ড,
পাষণ্ড খণ্ডন শ্রীভুজ মণ্ডন,
কনক-খচিত অবলম্বন দণ্ড,
কলিযুগ কাল ভুজঙ্গম দংশল,
স্থাবর জঙ্গম পেখি।
প্রেম সুধারস, জগভরি বরিখত,
গোবিন্দ দাসকে কাঁহে উপেখি ॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত বন্দনা।

ধানশী।

জয় অদভুত সো পহু অদ্বৈত,
সুরধুনী সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে,
বসন তিতিল ঘামে ॥
নিজ পহু মনে, ঘন গরজনে,
উঠি জোরে জোরে লম্ফ।
কান্দে ফুলি ফুলি, ডাকে বাহু তুলি,
দেহে বিপরীত কম্প ॥
অদ্বৈত হুঙ্কারে, সুরধুনী তীরে,
আইলা নাগর রাজ।

তাহার পিরীতে আইলা তুরিতে,
উদয় নদীয়া মাঝ ॥
জয় সীতানাথ, করল বেকত,
নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন, অদ্বৈত চরণ,
হিয়ার মাঝারে ধরি ॥ ৫ ॥

শ্রীশ্রীগদাধর বন্দনা।

বেলোয়ার।

জয় জয় শ্রীল, গদাধর পণ্ডিত,
মণ্ডিত ভাব-ভূষণে অনুপাম।
চৈতন্য অভিন্ন, শকতি গুণ,
ধন্য সুদুর্গম যছু রস ধাম ॥
কিয়ে বিধি জগজন দুরগতি জানি ॥
শ্রীবৃন্দাবন, মধুর ভজন ধন,
সম্পদ সার মিলায়ল আনি ॥ ধ্রু ॥
গর গর গৌর- প্রেমভরে ঝর ঝর,
অরুণ করুণ বরুণালয় আঁখি।
ক্ষণেক স্তবধ- শব্দ ক্ষণে গদ গদ,
আধ আধ পদ গোপীনাথ ভাখি ॥
নব অনুরাগী লাগি রহু অন্তর,
উথলয়ে ক্ষণে নব জলধি তরঙ্গ,
দাস শিবাই, আই ক্ষীণ দীন জন,
না পাওল সতত অসত পরসঙ্গ ॥ ৬ ॥

শ্রীশ্রীহরিদাস বন্দনা।

শ্রীরাগ।

জয় জয় প্রভু মোর ঠাকুর হরিদাস।
যে করিলা হরিনামের মহিমা প্রকাশ॥
গৌর ভক্তগণ মধ্যে সর্ব্ব অগ্রগণ্য।
যার গুণ গাই কান্দে আপনে চৈতন্য॥
অদ্বৈত সে জানেন হরিদাসের মহিমা।
তেঁহো সে জানেন হরিদাসের মহিমা॥
নিত্যানন্দ চাঁদ যারে প্রাণ হেন জানে।
চরণ পরশে মহী দেহ ধন্য মানে॥ ৭॥

সহচর সহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা।

প্রভু মোর গৌরচন্দ্র, প্রভু মোর নিত্যানন্দ,
প্রভু সীতানাথ আর।
পণ্ডিত গোসাঞি, শ্রীবাস রামাই,
ঠাকুর শ্রীসরকার॥
মুরারী মুকুন্দ, শ্রীজগদানন্দ,
দামোদর বক্রেশ্বর।
সেন শিবানন্দ, বসু রামানন্দ,
সদাশিব পুরন্দর॥
আচার্য্য নন্দন, বুদ্ধিমন্ত খাঁন,
ছোট বড় হরিদাস।
বাসুদেব দত্ত, রাঘব পণ্ডিত,
জগদীশ তার পাশ॥

আচার্য্য রতন, গুপ্ত নারায়ণ
বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর।
শ্রীধর বিজয়, শ্রীমান সঞ্জয়,
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর॥
পণ্ডিত গরুড় শ্রীচন্দ্রশেখর,
হলায়ুধ গোপীনাথ।
গোবিন্দ মাধব, ঘোষ বাসুদেব,
সুধানিধি আদি সাথ॥
পণ্ডিত ঠাকুর দাস গদাধর,
উদ্ধারণ অভিরাম।
রামাই মহেশ, ধনঞ্জয় দাস
বৃন্দাবন অনুপম॥
ঠাকুর মুকুন্দ, শ্রীরঘু নন্দন,
চিরঞ্জীব সুলোচন।
বৈদ্য বিষ্ণুদাস দ্বিজ হরিদাস
গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
গোবিন্দ শঙ্কর আর কাশীশ্বর,
রামাই নন্দাই সাথ।
রায় ভবানন্দ, সুত রামানন্দ,
গোপীনাথ বাণীনাথ॥
নীলাচল বাসী, সার্ব্বভৌম কাশী,
মিশ্র জনার্দ্দন আর।

শ্রীশিখী মাহাতি, রুদ্র গজপতি,
ক্ষেত্র সেবা অধিকার ॥
গোসাঞি স্বরূপ, সনাতন রূপ,
ভট্ট যুগ রঘুনাথ।
শ্রীজীব ভূগর্ভ, গোসাঞি রাঘব,
লোকনাথ আদি সাথ ॥
যতেক মহান্ত, কে করিবে অন্ত,
গৌরাঙ্গ সবার প্রাণ ॥
গোরাচাঁদ হেন সবে কৃপাবশ,
প্রেম ভক্তি কর দান ॥
ইহা সবাকার, যত পরিবার,
সন্তান আছয়ে যার।
গৌর ভকত, আর যত যত,
সবে কর অঙ্গীকার ॥
অধম দেখিয়া, করুণা করিয়া,
সবে পূর মোর আশ।
কাতর হইয়া, গুণ সোঙরিয়া,
কান্দয়ে বৈষ্ণব দাস ॥ ৮ ॥

সহচর সহ শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা (প্রকারান্তর)

যথারাগ।

জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র ॥
জয় জয় রোহিণী নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।
জয় জয় মহা বিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র ॥

জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ।
জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ ॥
জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারী মুকন্দ।
জয় জয় দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত ॥
জয় জয় তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ।
জয় জয় পঞ্চ পুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ ॥
জয় জয় উড়িয়া গৌড়িয়া আদি গৌর ভক্ত বৃন্দ।
আকুল প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই গৌরাঙ্গ ॥
সবে মিলে কর দয়া আমি অতি মন্দ
কৃপা করি দেহ মোরে চরণার বৃন্দ ॥ ৯॥ *

ধানশী

চৈতন্য কল্পতরু, অদ্বৈত যে শাখা গুরু,
কীর্ত্তন কুসুম পরকাশ।
কত ভ্রমরগণ, মধুলোভে অনুক্ষণ,
হরি বলি ফিরে চারি পাশ ॥
গদাধর মহাপাত্র, শীতল অভয় ছত্র,
গোলক অধিক সুখ তায়।
তিন যুগে জীব যত, প্রেম বিনু তাপিত,
তার তলে বসিয়া জুড়ায় ॥
নিত্যানন্দ নাম ফল, প্রেম রসে ঢল ঢল,
খাইতে অধিক লাগে মিঠা।
শ্রীশুকদেবের মনে, মরম ফলের জানে,
উদ্ধব দাস তার কীট ॥ ১০ ॥

জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বন্দনা।

জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি,
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডী- দাস রস শেখর,
অখিল ভুবনে অনুপম॥
যা কর রচিত, মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্য ময় গীত।
প্রভু মোর গৌর চন্দ্র আস্বাদিলা,
রস যার স্বরূপ সহিত॥
যবহু যে ভাব, উদয় করু অন্তরে,
তব গাওই দুহু মেলি।
শুনইতে দারু, পাষাণ গলি যায়ত,
ঐছন সুমধুর কেলি॥
আছিল গোপত, যতন করি পহু মোর,
জগতে করল পরকাশ।
সো রস শ্রবণে, পরশ নাহি হোয়ল,
রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥ ১১॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বন্দনা।

যথারাগ।

জয় জয় যদুকুল জলনিধি চন্দ।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দ কন্দ॥
জয় জয় জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥

শুধই সুধাময় মুরলী-বিলাস।
জগজন-মোহন মধুরিম হাস॥
অবনী-বিলম্বিত বনি বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততহি রসাল॥
তরুণ-অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥ ১২॥

সিন্ধুড়া।

ফুল্লেন্দীবর- কান্তি-মনোহর
মুখ-বর শারদ চাঁদ।
কৃত অবতংস প্রশংস সুমাধুরী
শিখণ্ডি-শিখণ্ড-সুছান্দ॥
ভজ মন পরমানন্দ।
নিজ নিজ অভিমত গো গোপাবৃত
অ রূপ নাম গোবিন্দ॥
শ্রীবৎসাঙ্ক বক্ষকৌস্তুভ ধর
পীতাম্বর পহিরণ।
ত্রিভুবন সুন্দর অদভুত বেণুকর
মনোহর সুললিত গান॥
গোপী-নয়নোৎ- পল-দল-পূজিত
বৃন্দাবন নব কাম।
ক্ষোভিত-মানস রাধামোহন
পুরব অভিমত কাম॥ ১৩॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনা।

শ্রীরাগ।

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতং
ব্রজবনিতা-কুচ কুঙ্কুম ললিতং ॥
বন্দে গিরিবর ধর পদ কমলং।
কমলা-কর কমলাঞ্চিত মলং ॥ ধ্রু ॥
মঞ্জুল মণি নূপুর-রমণীয়ং।
অচপল কুল রমণী কমনীয়ং ॥
অতি লোহিতং-মতি রোহিত ভাষং।
মধু মধুপীকৃত-গোবিন্দ দাসং ॥ ১৪ ॥

শ্রীশ্রীরাধিকা বন্দনা

কাণাড়া।

বৃন্দে শ্রীবৃষভানু সুতা পদম্।
কমল নয়ন লোচন সুখ সম্পদম্।
কমলান্বিত সৌভগ-রেখাঞ্চিতম্।
ললিতাদি-কর-যাবক রঞ্জিতম্ ॥
বৎসেবয় গিরিধরমতিমণ্ডিত।
রাস-বিলাস নটরসপণ্ডিত ॥
নখর-মুকুর-জিতি-কোটি-সুধাকরম্।
মাধব-হৃদয়-চকোর মনোহরম ॥ ১৫ ॥

———

শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তন-অধিবাস।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ।

জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন
মঙ্গল নটন সুঠান।
কীর্ত্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দ
মুকুন্দ বাসু গুণগান॥
দ্রাং দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজত
মধুর মঞ্জির রসাল।
শঙ্খ করতাল ঘণ্টা রব ভেল
মিলন পদতলে তাল॥
কোই দেই গোরা অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন
কোই দেই মালতিক মালা।
পিরীতি ফুলশরে মরম ভেদল
ভাবে সহচর ভোলা॥
কোই (১) কহত গোরা জানকী বল্লভ
শ্রীরাধার প্রিয় পাঁচ বান (২)।
নয়নানন্দের মনে আন নাহি জানত
আমার গদাধরের প্রাণ॥ ১৬॥ *

---

(১) মুরারীগুপ্ত পূর্ব্বলীলায় হনুমান ছিলেন। তিনি গৌরাঙ্গে রামমূর্ত্তি দর্শনে মহাপ্রভুকে জানকীবল্লভ কহিতেছেন।

(২) পাঁচবান—মদন, মাদন শোষন স্তম্ভন মোহন।
প্রিয় পাঁচবান = অপ্রাকৃত মদন।

ধানশী।

একদিন পহুঁ হাসি অদ্বৈত মন্দিরে আসি,
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে
মহোৎসবের করিলা বিচার॥

শুনিয়া আনন্দে হাসি, সীতা ঠাকুরাণী আসি,
কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দ মনে, মহোৎসবের বিধানে,
কহে কিছু শচীর নন্দন॥

শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়া হেথা,
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যে বা গায় যে বাজায়, আমন্ত্রণ করি তায়,
পৃথক পৃথক জনে জনে॥

এত কহি গোরা রায়, আজ্ঞা দিল সবাকায়,
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণে।
খোল করতাল লৈয়া, গন্ধ চন্দনাদি দিয়া,
পূর্ণঘট করহ স্থাপনে॥

আরোপণ কর কলা তাহে বান্ধ ফুল মালা,
কীর্ত্তন মণ্ডলী কুতূহলে।
মাল্য চন্দন গুয়া, ঘৃত মধু দধি দিয়া,
খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥

শুনি মহাপ্রভুর কথা, প্রীতে বিধি কৈল যথা,
নানা উপহার গন্ধ বাসে।
সবে হরি হরি বলে, খোল মঙ্গল করে,
পরমেশ্বর দাস রসভাষে ॥ ১৭ ॥

মঙ্গল।

নানা দ্রব্য আয়োজন, করি করে নিমন্ত্রণ,
কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,
দৃষ্টি করি কর সমাপন ॥
করি এত নিবেদন, আনিল মহান্তগণ,
কীর্ত্তনের কর অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের ফলে, বৈষ্ণব আসিয়া মিলে,
কালি হবে মহোৎসব বিলাস ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান, করিবেন আস্বাদন,
পুরিবে সবার অভিলাস।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র, সকল ভকত বৃন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥ ১৮ ॥

বরাড়ী।

আগে রম্ভা আরোপণ, পূর্ণঘট সংস্থাপন,
আম্রপল্লব সারি সারি।
দ্বিজ বেদধ্বনি পড়ে, নারীগণ জয় করে,
আর সব বলে হরি হরি ॥

দধি ঘৃত মঙ্গল, করি সবে উতরোল,
করয়ে আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মাল্য চন্দন,
কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস॥
সবার আনন্দ মন, বৈষ্ণবের আগমন,
কালি হবে চৈতন্য কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, শ্রীনিত্যানন্দ ধাম,
গুণ গায় দাস বৃন্দাবন॥ ১৯॥

কামোদ।

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গের আজ্ঞা পাঞা, ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা,
করে খোল মঙ্গলের সাজ॥ ধ্রু॥
আনিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব,
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনি নিতাই ধন, দেই মালা চন্দন,
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া, বাজে তা তা থৈয়া থৈয়া,
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান,
নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল।
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ, হরিবোল ঘনে ঘন,
কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।
আজি খোল মঙ্গলি, রাখিয়া আনন্দ করি,
বংশী বলে দেহ জয় রব॥ ২০॥

ধানশী।

প্রভুর আদেশ পাঞা ভকত সকল।
সাত ভাগ করিয়া গঠিল সাত দল॥
এক দলের অধিপতি হৈলা নিত্যানন্দ।
দ্বিতীয়ের মূল-গায়ান হইয়া মুকুন্দ॥
তৃতীয়ের কর্ত্তা হৈলা নিজে সীতাপতি।
গদাধর চতুর্থের হৈলা অধিপতি॥
পঞ্চমের বাসুঘোষ ষষ্ঠের মুরারি।
সপ্তম দলের নেতা হৈল নরহরি॥
একত্রে বাজিয়া উঠে চৌদ্দমাদল।
চৌদ্দ জড়া করতাল মহা কোলাহল॥
আম্রসার সহ দধি পাত্রেতে রাখিয়া।
অঙ্গনে ভাঙ্গিল হরিদ্রা মিশাইয়া॥
হরিদ্রা মিশ্রিত দধি লইয়া সকলে।
প্রেমানন্দে দেয় ফোঁটা এ উহার ভালে॥
এইরূপে কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস।
প্রেমানন্দে গায় পরমেশ্বরী দাস॥ ২১॥

তুড়ী।

নদীয়া আকাশে সংকীর্ত্তন মেঘ সাজে।
খোল করতাল মুখে গভীর গরজে॥
হুহুঙ্কার বজ্রধ্বনি হয় মুহুর্মুহু।
বরিখয়ে নাম-নীর ঘন দুই পহু॥

নাচে গায় পারিষদ থমকে থমকে।
ভাবের বিজুলী তায় সঘনে চমকে ॥
প্রেমের বাদলে নৈদা শান্তিপুর ভাসে।
রায় অনন্তের হিয়া না ভুলিল রসে ॥ ২২ ॥

বাসনী।

প্রেম সিন্ধু গোরা রায়, নিতাই তরঙ্গ তায়,
করুণা বাতাস চারি পাশে।
প্রেম উথলিয়া পড়ে জগত হাকাল ছাড়ে,
তাপ তৃষ্ণা সবাকার নাশে ॥
দেখ দেখ নিতাই চৈতন্য দয়াময়।
ভক্ত হংস চন্দ্রমাকে, পিবি পিবি বলি ডাকে,
পাইয়া বঞ্চিত কেন হয় ॥ ধ্রু ॥
ডুবি রূপ সনাতন, তোলে নানা রত্ন ধন,
যতনে গাঁথিয়া তার মালা।
ভক্তি লতা সূত্র করি, লহ জীবে কণ্ঠ ভরি,
দূরে যাবে আপনার জ্বালা।
লীলারস সংকীর্ত্তন, বিকসিত পদ্মবন,
জগত ভরিল যার বাসে।
ফুটিল কুসুম বন, মাতিল ভ্রমরগণ,
পাইয়া বঞ্চিত কৃষ্ণদাসে ॥ ২৩ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জন্ম ও বাল্যলীলা।

শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মলীলা।

(করুণা)

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে ॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ ॥
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার।
যশোদা উদরে জন্ম বিদিত সংসার ॥
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌরপদদ্বন্দ্ব মমে করিয়া ভরসা ॥ ২৪ ॥

ধানশী।

জয় জয় রব ভেল নদীয়া নগরে।
জন্মিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ জগন্নাথ ঘরে ॥

জগন্মাতা শচীদেবী মিশ্র জগন্নাথ।
মহানন্দে প্রাণ পাওল জনু হাত ॥
গ্রহণ সময়ে পহুঁ আইলা অবনী।
শঙ্খনাদ হরিধ্বনি চারিভিতে শুনি ॥
নদীয়া নাগরীগণ দেয় জয় কার।
হুলুধ্বনি হরিধ্বনি আনন্দ অপার ॥
পাপ রাহু অবনী করিয়াছিল গ্রাস।
পূর্ণশশী গৌর পহুঁ তে ভেল প্রকাশ।
গৌরচন্দ্র চন্দ্র প্রেম-অমৃত সিঞ্চিবে।
বৃন্দাবন দাস কহে পাপতম যাবে ॥ ২৫ ॥

বেলোয়াব।

শচী গর্ভ-সিন্ধুমাঝে, গৌরাঙ্গ-রতন রাজে,
প্রকট হইলা অবনীতে।
হেরি সে রতন আভা, জগত হইল লোভা,
পাপ-তম লুকাইল তুরিতে ॥
আয় দেখি গিয়া গোরাচাঁদে।
এ চাঁদ বদনের আগে, গগনের চাঁদ কি লাগে,
চাঁদ হেরি চাঁদ লাজে কাঁদে ॥ ধ্রু ॥
পিয়িলে চাঁদের সুধা, দূরে নাকি যায় ক্ষুধা,
তাই তারে বলে সুধাকর।
এ চাঁদের নাম সুধা, পানে যায় ভব ক্ষুধা,
হয় জীব অজর অমর ॥

গোরা-মুখ সুধাকরে, হরিনাম-সুধা ঝরে
জ্ঞানদাসে সে অমৃত চাকি
এড়াবে সংসার শঙ্কা, গোরা নামে মারি ডঙ্কা.
শমন কিঙ্করে দিবে ফাঁকি ॥ ২৬ ॥

সিন্ধু ।

কলি তিমিরাকুল অখিল লোক দেখি
বদন চাঁদ পরকাশ ।
লোচনে প্রেম, সুধারস বরিখয়ে.
জগজনে তাপ বিনাশ ॥
গৌর করুণাসিন্ধু অবতার ।
নিজ নাম গাথিয়া, নাম চিন্তামণি
জগতে পরায়ল হার ॥ ধ্রু ॥
ভকত কল্পতরু অন্তরে অন্তর
রোপাই ঠামই ঠাম ।
তছু পদতলে অবলম্বন পথিক
পূরয়ে নিজ নিজ কাম ॥
ভাব গজেন্দ্র চড়ায়ল অকিঞ্চনে
ঐছন পন্থক বিলাস ।
সংসার কালকূট বিষে দগধল
একলে গোবিন্দ দাস ॥ ২৭ ॥

বিভাস।

হের দেখসিয়া নয়ান ভরিয়া
কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া নগরে শচীর মন্দিরে
চাঁদের উদয় দিনে॥
কিয়ে লাখবান কষিল কাঞ্চণ
রূপের নিছনি গোরা।
শচীর উদর জলদে নিকশল
স্থির বিজুরী পারা॥
কত বিধুবর বদন উজোর
নিশি দিশি সম শোভে।
নয়ন ভ্রমর শ্রুতি-সরোরুহে
ধায় মকরন্দ লোভে।
আজানুলম্বিত ভুজ সুবলিত
নাভি হেম সরোবর।
কটি করি অরি উরু হেমগিরি
এ লোচন মনোহর॥ ২৮॥

ধানশী।

জগন্নাথ মিশ্রের সুকৃতি বীজ হৈতে।
জনমিল গৌর কল্পতরু নদীয়াতে॥
যতনে নিতাই মালী সে তরু সেবিল।
নানা শাখা উপশাখা তাহার হইল॥

ধরিল তাহাতে অদভুত প্রেমফল।
রসে পরিপূর্ণ তাহা মাদক কেবল ॥
আনন্দে নিতাই মালী সে ফল লইয়া।
দীন দুঃখীজনে দেয় দুহাতে বিলাঞা ॥
সে ফলের রস যেন সুধাকর সুধা।
যে জন চুষিয়া খায় যায় ভবক্ষুধা ॥
আপনি সে ফল খাইয়া নিতাই মালী।
উনমত হৈয়া নাচে মাথে করে ডালি ॥
ধর নেও নেও বলি সে ফল বিলায়।
কেবল বঞ্চিত তাহে এ শেখর রায় ॥ ২৯ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মলীলা।

সুহই।

রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তাহে অবতীর্ণ নিত্যানন্দ বলরাম ॥
হারাই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বেপিতা ভানে কৈল পিতা ব্যাজ ॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সঙ্গোপে দেবতাগণ করিল তখন ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব ধাম।
অবতীর্ণ হইল রাঢ়ে নিত্যানন্দ রাম ॥

সেই দিন হৈতে রাঢ়-মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাঢ়িতে লাগিল সুমঙ্গল ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগ গান ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাগ।

রাঢ়দেশে নাম একচাকা গ্রাম
হারাই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘ মাসি শুক্লা ত্রয়োদশী,
জনমিলা হলধর ॥
হারাই পণ্ডিত অতি হরষিত,
পুত্র মহোৎসব করে।
ধরণী মণ্ডল করে টলমল,
আনন্দ নাহিক ধরে ॥
শান্তিপুর নাথ, মনে হরষিত,
করি কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা,
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম ॥
বৈষ্ণবের মন হইল প্রসন্ন
আনন্দ সাগরে ভাসে।
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার
কহে দীন কৃষ্ণদাসে ॥ ৩১ ॥

কামোদ।

আহা মরি আজু কি আনন্দ।
কিবা একচক্রা পুরে, হারাই পণ্ডিত ঘরে,
অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ।
অতি সুকোমল তনু হেম নবনীত জনু
শোভায় ভুবন বিমোহিত।
চন্দ্রমুখ নিরখিয়া উল্লাসে না ধরে হিয়া
পদ্মাবতী হারাই পণ্ডিত ॥
শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে গর্জ্জয়ে আনন্দ ভরে
তিলেক হইতে নারে থির।
নাচে পহুঁ ঊর্দ্ধবাহে, কাখতালি দিয়া কহে
আনিলু আনিলু বলবীর ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ
জয় জয় ধ্বনি অনিবার ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত জয় বাদ্য শত শত
গায় গুণ সুখের পাথার ॥
ওঝা মহাভাগ্যবান পুত্রের কল্যাণে দান
করে যত লেখা নাই দিতে।
কত না কৌতুক লৈঞা লোক সব আসে ধাঞা
মহাভীড় গৃহে প্রবেশিতে ॥
ধন্য রাঢ় মহী আর ধন্য সে নক্ষত্র বার
ধন্য মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী।
নরহরি কহে ভাল, ধন্য ধন্য কলিকাল,
প্রকটে খণ্ডিল দুঃখ রাশি ॥ ৩২ ॥

শ্রীঅদ্বৈত জন্মলীলা।

মায়র

মাঘে শুক্লা তিথি সপ্তমীতে অতি
উথলয়ে মহা আনন্দ সিন্ধু।
নাভা গর্ভ ধন্য করি অবতীর্ণ
হৈল শুভক্ষণে অদ্বৈত ইন্দু॥
কুবের পণ্ডিত হৈয়া হরষিত
নানা দান দ্বিজ দরিদ্রে দিয়া।
সুতিকা মন্দিরে গিয়া ধীরে ধীরে
দেখি পুত্রমুখ জুড়ায় হিয়া॥
নবগ্রামবাসী লোক ধাঞা আসি
পরস্পরে কহে না দেখি হেন।
কিবা পুণ্যফলে মিশ্র বৃদ্ধকালে
পাইলেন পুত্র রতন যেন।
পুষ্প বরিষণ করে সুরগণ
অলখিত রীতি উপমা নহু।
জয় জয় ধ্বনি ভরল অবনী
ভণে ঘনশ্যাম মঙ্গল বহু॥ ৩৩॥

সিন্ধুড়া।

এ তিন ভূবন মাঝে অবনী মণ্ডল সাজে
তাহে পুন অতি অনুপাম।
শোক দুঃখ তাপত্রয় যার নামে শান্ত হয়
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম॥

কুবের পণ্ডিত তায় শুদ্ধ তত্ত্ব দ্বিজরায়
নাভা দেবী তাহার গৃহিণী।
শান্তিপুরে করে স্থিতি কৃষ্ণপূজা করে নিতি
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী ॥
কলি হত জীব দেখি মনোদুঃখ পায় অতি
ভক্তে আরাধিয়া ভগবান।
সেই আরাধন কাজে নাভা-দেবী গর্ভমাঝে
মহাবিষ্ণু কৈলা আধিষ্ঠান ॥
মাঘমাসে শুভক্ষণে শুক্লা সপ্তমী দিনে
অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়।
দেখিয়া পণ্ডিত অতি হৈলা হরষিত মতি
নয়নে আনন্দ ধারা বয় ॥
আচম্বিতে জগজ্জনে আনন্দ পাইয়া মনে
কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে।
এ বৈষ্ণব দাস বলে উদ্ধার হইবে হেলে
পতিত পাষণ্ডী দীন হীনে ॥ ৩৪ ॥

কল্যাণ।

কুবের পণ্ডিত অতি হরষিত
দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাত কর্ম্ম যেবা ছিল ধর্ম্ম
বাড়য়ে মনের সুখ ॥

সব সুলক্ষণ বরণ কাঞ্চণ
কণক-কমল শোভা।
আজানুলম্বিত বাহু সুবলিত
জগজন মনলোভা॥
নাভি সুগভীর, পরম সুন্দর,
নয়ন কমল জিনি।
অরুণ চরণ, নখ দরপণ,
জিনি কত বিধুমণি॥
মহাপুরুষের, চিহ্ন মনোহর,
দেখিয়া বিস্মিত সবে॥
বুঝি ইহা হৈতে, জগত তরিবে,
এই করে অনুভবে॥
যত পুর নারী, শিশু মুখ হেরি,
আনন্দ-সাগরে ভাসে।
না ধরয়ে হিয়া, পুনঃ পুনঃ গিয়া,
নিরখয়ে অনিমিখে।
তাহার মাতারে, কহে পরিহারে.
কহে হেন সুত যার।
তার ভাগ্য সীমা, কি দিব উপমা,
ভুবনে কে সম তার॥
এতেক বচন, সব নারীগণ,
কহে গদ গদ ভাষা।
জগত তারণ বুঝল কারণ
দাস বৈষ্ণবের আশা॥ ৩৫॥

ভাটিয়ার।

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয়।
অবতীর্ণ হৈলা জীবে হইয়া সদয়॥
মাঘ মাস শুক্ল পক্ষ সপ্তমী দিবসে।
শান্তিপুরে আসি প্রভু হইলা প্রকাশে॥
সকল মহান্ত মাঝে আগে আগুয়ান।
শিশুকালে থুইলা পিতা কমলাক্ষ নাম॥
কলি-কাল-সাপে জীবে করিল গরাস।
দেখি বিষ-বৈদ্যরূপে হইলা প্রকাশ॥
যাহার হুঙ্কারে গোরা আইলা আপনি।
বৈষ্ণব মরিবে তার লইয়া নিছনি॥ ৩৬।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

কল্যাণী।

পূরব জনম দিবস দেখিয়া
আবেশে গৌর রায়।
নিজগণ লৈয়া হরষিত হৈয়া
নন্দ মহোৎসব গায়॥
খোল করতাল বাজয়ে রসাল
কীর্ত্তন জনম লীলা।
আবেশে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর
গোপ বেশ নিরমিলা।

ঘৃত ঘোল দধি গো-রস হলদি
অবনী মাঝারে ঢালি।
কান্ধে ভার করি তাহার উপরি
নাচে গোরা বনমালী ॥
করেতে লগুড় নিতাই সুন্দর।
আনন্দে আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ রাম গৌরীদাস
নাচে তার পাছে পাছে ॥
হেরিয়া যতেক নীলাচল লোক
প্রেমের পাথারে ভাসে।
দেখিয়া বিভোর আনন্দ সাগর
এ জগমোহন দাসে ॥ ৩৭ ॥

তুড়ি।

জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে।
উপনন্দ অভিনন্দ সুনন্দ নন্দন নন্দ
সবে মিলি নাচে বাহু তুলিয়া রে ॥
যশোধর যশোদেব সুদেবাদি গোপ সব
নাচে নাচে আনন্দে মাতিয়া রে।
নাচেরে নাচেরে নন্দ সঙ্গে লৈয়া গোপবৃন্দ
হাতে লাঠী কান্ধে ভার করিয়ারে।
খেনে নাচে খেনে গায় সুতিকা গৃহেতে ধায়।
ফিরয়ে বালক মুখ হেরিয়া রে

দধি দুগ্ধ ভারে ভারে ঢালয়ে অবনীপরে
কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়া রে ॥
লগুর লইয়া করে আওল ধীরে ধীরে
নন্দের জননী নাচে বর্ষীয়সী বুড়ী রে।
যত বৃদ্ধ গোপনারী জয়কার ধ্বনি করি
আশীষ করয়ে শিশু বেড়িয়া রে ॥
নর্ত্তক বাদক কত নাচে গায় শত শত
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে।
ভোর হৈল গোপ সব অপরূপ নন্দোৎসব
এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে ॥ ৩৮ ॥

যথারাগ।

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন ॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ।
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইঞা।
হাতে লাঠি কান্দে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া
নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া ॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল ॥ ৩৯ ॥

ভৈরবী।

পুত্রমুদারমসুত যশোদা।*
সমজনি বল্লব ততিরতি মোদা॥
কাপ্যুপনয়তি বিবিধ মুপহারং।
নৃত্যতি কোঽপি জনোবহুবারং॥
কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতং।
বিকরতি কোঽপি সদধি নবনীতং॥
কোঽপি তনোতি মনোরথ-পূর্ত্তিং।
পশ্যতি কোঽপি সনাতন মূর্ত্তিং॥ ৪০॥

শ্রীরাধিকার জন্মলীলা।

ভস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধলা

প্রিয়ার জনম, দিবস আবেশে
আনন্দে ভরল তনু।
নদীয়া নগরে, বৃষভানু পুরে,
উদয় হইল জনু।

---

* অসুত—পুত্রহীন। উদার—ভাগ্যবান। সমজনি—জন্মিল। বল্লব—গোপ। মোদা—আনন্দ। সদধি—দধিসহ। পূর্ত্তি—পূর্ণ।

(৪০) পুত্রহীনা যশোদার ভাগ্যবান পুত্র হইল। তাহা দেখিয়া গোপগণের আনন্দ হইল। কোন গোপী নানা প্রকার উপহার আনিল। কেহ পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে লাগিল। কেহবা মধুর গান গাইতে লাগিল। কেহ বা দধি সহ ননী ঢালিল। যাহাতে সকলের মনোরথ পূর্ণ হয় কেহ বা তাহাই করিল। কেহ বা সনাতন মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল।

গদাধর মুখ, হেরি পুনঃ পুনঃ
নাচে গোরা নট রায়
ভাব অনুভব, করি সঙ্গী সব
মহা মহোৎসব গায় ॥
দধির সহিত, হলদি মিলিত,
কলসে কলসে ঢালি।
প্রিয়গণ নচে, নানা কাচ কাচে,
ঘন দিয়া হুলাহুলি ॥
গৌরাঙ্গ নাগর, রসের সাগর,
ভাবের তরঙ্গ তায়।
জগত ভাসিল এ হেন আনন্দে
এ দাস বল্লভী গায় ॥ ৪১ ॥

কল্যাণী

ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি বিশাখা নক্ষত্র তিথি,
শ্রীমতি জনম সেই কালে ॥
মধ্য দিন গত রবি, দেখিয়া বালিকা ছবি,
জয় জয় দেই কুতুহলে ॥
বৃষভানু পুরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে।
কন্যার চাঁদ মুখ দেখি, রাজা হৈল মহাসুখী
দান দেই ব্রাহ্মণ সকলে ॥ ধ্রু ॥
নানা দ্রব্য হাতে করি, নগরের যত নারী,
আইল সবে কৃত্তিকা মন্দিরে।

অনেক পুণ্যের ফলে, দৈব কৈলা অনুকূলে,
এ হেন বালিকা মিলে কোরে ॥
মোদের মনে হেন লয়, এহত মানুষ নয়,
কোন ছলে কেবা জনমিলা।
ঘনশ্যাম দাস কয়, না করিহ সংশয়,
কৃষ্ণ প্রিয়া সদয় হইলা ॥ ৪২ ॥

কল্যাণী

আজ কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া রে।
বনবাস ভূষা পরি, ধাওত গোপনারী
রহিতে না রহে ধৃতি ধরিয়ারে ॥ ধ্রু ॥
কিবা অপরূপ সাজে, প্রবেশে ভবন মাঝে,
গোপগণ কাঁধে ভার করিয়া রে।
বৃষভানু নৃপমণি, আপনারে মানে ধনি,
বালিকা বদন বিধু হেরিয়া রে ॥
শুভানু সুচন্দ্রভানু, ধরিতে নারয় তনু
নাচে তায় গোপসব ঘেরিয়া রে।
বাজে বাদ্য নানা ভাঁতি, গীত গায় প্রেমে মাতি,
বসন উড়ায় ফিরি ফিরিয়া রে ॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ সহ, হরিদ্রা-সলিল কেহ,
ঢালে কারু মাথে ছল করিয়া রে।
মুখরার সাথ কত, করয়ে মঙ্গল যত,
কৌতুকে দেখয়ে নরহরিয়া রে ॥ ৪৩ ॥

তুড়ী।

এ তোর বালিকা চাঁদের কলিকা,
দেখিয়া জুড়াল আঁখি।
হেন মনে লয়ে, সদাই হৃদয়ে,
পসরা করিয়া রাখি॥

শুন বৃষভানু প্রিয়ে।
কি হেন করিয়া, কোলেতে রেখেছ,
এ হেন সোণার ঝিএ॥ ধ্রু॥

তড়িত জিতিয়া, বদন সুন্দর,
হাসি আছে আধা।
গণকে যে নাম, সে নাম রাখুক,
আমারা রাখিলাম রাধা॥

স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিচক্ষণ,
তুলনা দিব বা কিএ।
মহাপুরুষের প্রিয়সী হইবে
সঙরিবে যদি জীএ॥

দুহিতা বলিয়া, দুঃখ না ভাবিহ,
ইহ উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাসে কহে, শুনেছি কমলা,
ইহার অংশের অংশ॥ ৪৪॥

শ্রীকৃষ্ণের শৈশব-লীলা।

পা খানি নাচাইয়া নূপুর বাজাইয়া
বসিয়া মায়ের কোলে।
ঈষৎ হাসিয়া মাখন তুলিয়া
আধ আধ বাণী বলে॥

কাঁচা মরকত নবনী জড়িত
মনোহর তনুখানি।
হাসিয়া হাসিয়া অমিয় সিঞ্চিয়া
বোলে আধ আধ বাণী॥

যাহা লাগি শিব ছাড়ি নিজ বৈভব
বিরিঞ্চি ধ্যানে না পায়।
দ্বিজ শ্যামদাসে বলে গোপাল কুতুহলে
নন্দগৃহে ধুলায় লোটায়॥ ৪৫॥

শ্রীগৌরাঙ্গ বাল্যলীলা।

বিভাস

দেখ দেখ আসি যত নৈদাবাসী
আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
প্রভাতে উঠিয়া অঞ্চল ধরিয়া
ননী দে বলিয়া কাঁদে॥

নহি গোয়ালিনী কোথা পাব ননী
একি বিষম হৈল মোরে।
শুনেছি পুরাণে নন্দের ভবনে
সেই সে আমার ঘরে॥
একি অদভুত অতি বিপরীত
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
আঙ্গিনায় দাঁড়াঞা হইয়া ত্রিভঙ্গ
মধুর মুরলী বায়॥
আর এক দিন খেলে শিশুগণে,
নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে, শচীর অঙ্গনে
বাসনা পূরল মোর॥ ৪৬॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের-বাল্যলীলা।

তস্য শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র।

একমুখে কি কহব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীর বালা॥
নালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর॥
অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড় বাঘনখ গলে॥

সোণার শিকলী পিঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা ॥ ৪৭ ॥

বিভাস।

বাল গোপাল রঙ্গে, সমবায় বেশ সঙ্গে,
হামাগুড়ি আঙ্গিনায় খেলায়।
তেজিয়া মাখন সরে, তুলিয়া কোমল করে,
মৃত্তিকা মনের সুখে খায় ॥
বলরাম তা দেখিয়া, যশোদা নিকটে যাঞা,
কহিলা ভাইয়ের এই কথা।
শুনি তবে যশোমতী, আইলা তুরিত গতি,
গোপাল খাইছে মাটি যথা ॥
মায়ে দেখে মাটী ফেলে, না খাই না খাই বলে,
আধ আধ বদন ঢুলায়।
মুখ নিরখিয়া রাণী, ধরিয়া তাহার পানি,
মন দুঃখে করে হায় হায় ॥
এ ক্ষীর নবনী সর, কিবা নাহি মোর ঘর,
মৃত্তিকা খাইছ কিবা সুখে।
পিতা যার ব্রজরাজ, কি তার এমন কাজ,
শুনিলে হইবে মন দুঃখে ॥
এতেক বলিয়া রাণী, কোলে করি নীলমনি,
ছল ছল ভেল দু নয়ন।

এ উদ্ধব দাস গীতে যশোমতী হরষিতে,
অনিমিখে নেহারে বয়ান ॥ ৪৮ ॥

মধ্যরাগ।

বদন মেলিয়া রাণী গোপাল পানে চায়।
মুখমাঝে অপরূপ দেখিবারে পায় ॥
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন।
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ ॥
অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ড গোলক আদি যত ধাম।
মুখের ভিতর সব দেখে নিরমাণ ॥
শেষ মহেশ ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে।
নন্দ যশোমতী আর মুখের ভিতরে ॥
দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে।
স্বপ্ন প্রায় কি দেখিনু হেন মনে করে ॥
নিজ-প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে ॥
ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান ॥
এ দাস উদ্ধবে কহে ব্রজে শুদ্ধ প্রেম।
কিছু নাহি সীমা যেন জাম্বুনদ হেম ॥ ৪৯ ॥

বিভাস।

কোলে করিয়া রাণী নিরখয়ে মুখ।
সুখের সাগরে ডুবে পাসরে সব দুঃখ ॥

মায়ের কোলেতে গোপাল মুখ পসারিল।
এ ভব সংসারে সব তাহাতে দেখিল॥
ই কি ই কি বলি রাণী হিয়ায় লইল।
স্বপন হেরিনু কিবা বুঝিতে নারিল॥
থুতু নুতু দেয় রাণী বসনের দশি।
দেখিয়া মায়ের রীত ও না মুখে হাসি॥
ঘনশ্যাম দাস আশা করে এই মনে।
কবে বা সেবিব আমি যশোদা চরণে॥ ৫০॥

মায়ুর।

দধি মন্থন ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চান্দ বয়ান॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে।
রাণী দিল পুরি কর খাইতে রঙ্গি মাধব
অতি সুশোভিত ভেল রায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায়॥

নন্দ দুলাল নাচে ভালি।
ছাড়ি মন্থন দণ্ড উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেয় করতালি ॥
দেখ দেখ রোহিণী গদ গদ কহে রাণী
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।
ঘনরাম দাস কয় রোহিণী আনন্দময়
দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর ॥ ৫১ ॥

পাঠমঞ্জরী

নাচরে নাচরে মোর রাম দামোদর।
যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সর ॥
আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আর বার।
গলায় গাঁথিয়া দিব মণিময় হার ॥
তা তা থৈয়া থৈ বলয়ে নন্দ-রাণী।
করতালি দিয়ে নাচে রাম যাদুমণি ॥
রাম কানু ওরে মোর ওরে রাম কানু।
মণিময় ঝুরি মাথে ঝলমল তনু ॥ ৫২ ॥

সুহিনী।

নব নীরদ-নীল সুঠাম তনু।
মুখ মণ্ডল ঝলমল চান্দ জনু ॥
শিরে কুঞ্চিত কুণ্ডল-বন্ধ ঝুটা।
ভালে শোভিত গোময়-চিত্র ফোঁটা ॥
অধরোজ্জ্বল রঙ্গিম বিম্ব জনি।
গলে শোভিত মোতিম-হার মণি ॥

ভুজ-অন্বিত অঙ্গদ মণ্ডলয়া।
নখ চন্দ্রক গর্ব্ব বিখণ্ডনয়া॥
হিয়ে হার রুরু-নখ রত্নে জড়া।
কটি কিঙ্কিণী-ঘাঁঘর তাহে মোড়া॥
পদ নূপুর বঙ্করাজ সুশোভে।
থল-পঙ্কজ-বিভ্রমে ভৃঙ্গ লোভে॥
ব্রজ বালক মাখন লেই করে।
সবে খাওত দেওত শ্যাম করে॥
বিহরে নন্দ-নন্দন এ ভবনে।
পদ সেবক দেব নৃসিংহ ভনে॥ ৫৩॥

ভাটিয়ারী।

নাচত মোহন নন্দ দুলাল।
রঙ্গিম চরণে মঞ্জির ঘন বাজত
কিঙ্কিণী তাহি রসাল।
স্থল-পঙ্কজ দল জিনিয়া চরণ তল
অরুণ-কিরণ কিয়ে আভা।
তাহার উপরে নখ চাঁদ সুশোভিত
হেরইতে জগ-মন লোভা॥
মণি-আভরণ কত অঙ্গহি ঝলকত
নাশায় মুকুতা কিবা দোলে।
মা মা মা বলি চাঁদ-বদন তুলি
নবীন কোকিল যেন বোলে॥ ৫৪॥

———

তৃতীয় অধ্যায়।

অভিষেক ও আরতি।

শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক।

আজু শচীনন্দন নব অভিষেক।
আনন্দ কন্দ নয়ন ভরি দেখ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি রঙ্গে।
গাওত উনমত ভকতহি সঙ্গে॥
হেরইতে নিরুপম কাঞ্চন দেহা।
বরিখয়ে সবহুঁ নয়নে ঘন লেহা॥
পুনঃ পুনঃ নিরখিতে গোরামুখ ইন্দু।
উছলল প্রেম সুধা-রস-সিন্ধু॥
জগভরি পুরল প্রেম তরঙ্গে।
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস পরসঙ্গে॥ ৫৫॥

সুহই।

আনন্দ ভকতগণ দেই জয়রব।
শ্রীবাস পণ্ডিত ঘরে মহা মহোৎসব॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত শত ঘট জলে।
গৌরাঙ্গের অভিষেক করে কুতুহলে॥
রতন বেদীর পর বসি গোরাচাঁদ।
অপরূপ রূপ সে রমণী-মন ফাঁদ॥

শান্তিপুর নাথ আর নিত্যানন্দ রায়।
হেরিয়া গৌরাঙ্গ মুখ প্রেমে ভাসি যায়॥
মুকুন্দ মুরারি আদি সুমধুর গায়।
হরি বলি হরিদাস নাচিয়া বেড়ায়॥
কহে কৃষ্ণদাস গোরা চাঁদের অভিষেক।
নদীয়ার নরনারী দেখে পরত্যেক॥ ৫৬॥

বরাড়ী।

তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরি।
গোরা অঙ্গে লেপন করে নব নব নারী।
সুবাসিত জল আনি কলসী পুরিয়া।
সুগন্ধি চন্দন তাহে মিশাইয়া॥
জয় জয় ধ্বনি দিয়া ঢালে গোরা গায়।
শ্রীঅঙ্গ মুছাঞা কেহ বসন পরায়॥
সিনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়।
মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষ গায়॥ ৫৭॥

বরাড়।

বসিলা গৌরাঙ্গ চাঁদ রত্ন সিংহাসনে।
শ্রীবাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে॥
গদাধর দিল গলে মালতীর মালা।
রূপের ছটায় হইল দশদিক আলা॥
বহু উপহার যত মিষ্টান্ন পক্কান্ন।
নিত্যানন্দ সহ বসি করিলা ভোজন॥

তাম্বুল ভক্ষণ করি বসিলা আসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর(১) সনে ॥
পঞ্চদীপ জ্বালি তেঁই আরতি করিলা।
নীরাজন করি শিরে ধান্য দূর্ব্বা দিলা ॥
ভক্তগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন।
দেখিয়া আইসে দেব নরে এক সঙ্গে।
নিত্যানন্দ দাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে ॥
গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা।
গোবিন্দ মাধব বসু প্রেমেতে ভাসিলা ॥৫৮॥

———

শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক

ভৈরবী।

আকাশ ভরিয়া উঠে জয় জয় ধ্বনি।
নাচে শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র দিনমণি।
জন্ম তিথি পূজা কৃষ্ণচন্দ্র অভিষেক।
সুর নর দেবগণ দেখে পরতেক ॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত শত ঘট জলে।
জয় জয় দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র শিরে ঢালে ॥

(১) মালিনী—শ্রীবাসের পত্নী।

নানা যন্ত্র বাদ্য গীত দুন্দুভির রোল ।
এ তিন ভুবনের লোক বলে হরিবোল ॥
কলরব মহোৎসব জগত বেড়িয়া ।
কান্দে হাসে প্রেমে ভাসে ভূমেতে পড়িয়া ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথ নন্দের নন্দন ।
নরসিংহ দেব মাগে চরণে শরণ ॥ ৫৯ ॥

কল্যাণী ।

ভয় পাই অতি দেব সুরপতি
আসিয়া গোকুল পুরা ।
নিভৃতে পাইয়া হরষিত হৈয়া
পড়ে কৃষ্ণ পদ ধরি ॥
স্তুতি নতি করি পুনঃ পুনঃ পড়ি
অপরাধ ক্ষমাইল ।
দেবগণ লৈয়া একত্র হইয়া
কৃষ্ণ অভিষেক কৈল ।
আসিয়া সুরভি কৃষ্ণ শিরোপরি
ঢালয়ে স্তনের ক্ষীর ।
দেবগণ মেলি শিরোপর ঢালি
আকাশ গঙ্গার নীর ॥
দুন্দুভি বাজে বিদ্যাধর নাচে
গন্ধর্ব্বে মধুর গায় ।

পড়ে স্তুতি বাণী জয় জয় ধ্বনি
আকাশ ভেদিয়া যায়।
দেব কলরব মহা মহোৎসব
নানামতে পূজা কৈল ॥
হৈয়া দণ্ডবতে পড়িয়া ভূমিতে
চরণ শরণ লৈল ॥
তুষ্ট হৈয়া হরি শুভদৃষ্টি করি
স ঃ দেবগণ গানে।
অভয় পাইয়া পদরজ লৈয়া
গেলা সব দেবগণে ॥
নন্দের নন্দন আইলা ভবন
লোকে কেহ না জানিল।
গাইল মাধব কৃষ্ণ অভিষেক
দেবগণে যেবা কৈল ॥ ৬০ ॥

শ্রীরাধিকার অভিষেক।

কামোদ।

একদিন সুন্দরী রাই সুনাগরী
সব সহচরীগণ সঙ্গ।
শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ নিকেতনে
বৈঠল কৌতুক রঙ্গ ॥

তহিঁ পুন ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী
ব্রজ-বনদেবী কি সাথ।
রাইক শুভ অভি- ষেক কারণ লাগি
আওল উলসিত গাত॥
কত শত ঘট ভরি বারি সুবাসিত
তাহে করিল উপনীত।
দধি ঘৃত গো রস কুঙ্কুম চন্দন
কুসুম হার সুললিত॥
বসন ভূষণ উপ- হার রসায়ণ
আনল কত পরকার॥
রতন বেদীপর বৈঠল শশিমুখী
সখীগণ দেয় জয়কার॥
শ্রীবৃন্দাবন ভূমীশ্বরী করি
ভগবতী করু অভিষেক।
চৌদিকে জয় জয় মঙ্গল কলরব
আনন্দে মোহন দেখ॥ ৬১॥

বেলোয়ার।

বীণা উপাঙ্গ ডমক কত বাজত
মধুর মৃদঙ্গ সঙ্গে করতাল।
চৌদিকে সহচরী জয় জয় রব করি
নাচত গাওত পরম রসাল॥

দেখ দেখ রাইক শুভ অভিষেক।
কনক মুকুর তনু বদন চাঁদ জনু
নীরে নিরমল ঝলকে পরতেক ॥
ভগবতী কতহুঁ যতন করি রাইক
শিরোপরি ঢালই বাসিত বারি।
সুমেরু শিখরে জনু শতমুখী সুরধুনী
বেগে গিরয়ে মহী ঐছে নেহারি ॥
কুঞ্চিত কুন্তল বহি পড়য়ে জল
চামরে মোতিম ঢরকে জনু।
হেরইতে অখিল নয়ন মন ভুলয়ে
আনন্দে মোহন অবশ তনু ॥ ৬২ ॥

যথারাগ।

সিনান সমাধান মুছল অঙ্গ।
পহিরণ নীলিম বসন সুরঙ্গ ॥
মণিময় আভরণ ভগবতী দেল।
যাহা যেই শোভল পহিরণ কেল ॥
মণি-মন্দির মাহা আওল রাই।
রতন সিংহাসন বৈঠল যাই ॥
নব ফুলমালা দেওল বনদেবী।
ঐছন চন্দনে বহুমত সেবি ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী করি ভেল নাম।
ডাইনে ললিতা বিশাখা বৈসে বাম ॥

মধুমতী ছত্র ধরিল ধনী মাথ।
চিত্রা বিচিত্র দণ্ড করু হাত॥
চম্পকলতিকা চামর করু বায়।
শশি-কলা শশী সম বীজন বায়॥
ভগবতী পঞ্চদীপ করে নিল।
আরতি করি নিরমঞ্জন কৈল॥
আর সব সহচরী মঙ্গল গায়।
মোহন দূরহি নেহারই তায়॥ ৬৩॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মরণ।

ভৈরবী।

সোঙর নব গৌর সুন্দর
নাগর বনোয়ারী।
নবদ্বীপ ইন্দু করুণাসিন্ধু
ভক্ত-বৎসলকারী॥
বদন-চন্দ অধর রঙ্গ
নয়নে গলত প্রেমতরঙ্গ
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি
মুখশোভা নিছয়ারি।
কুসুম-শোভিত চাঁচর চিকুর
ললাটে তিলক নাসিকা উজর
দশন মোতিম অমিয়া হাস
দামিনী ঘনয়ারী॥

মকর কুণ্ডল ঝলকে গণ্ড
মণি-কৌস্তুভ দীপ্ত কণ্ঠ
অরুণ বসন করুণ বচন
শোভা অতি ভারি।

মাল্য-চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ।
লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ
চন্দন বলয়া রতন নুপুর
যজ্ঞ সূত্র ধারী॥

ছত্র ধরত ধরণী ধরেন্দ্র
গাওত যশ ভক্তবৃন্দ
কমলা সেবিত পাদদ্বন্দ্ব
বলিয়া বলিহারী।

কহত দীন কৃষ্ণদাস
গৌরাঙ্গ-চরণে করত আশ
পতিত পাবন নিতাইচাঁদ
প্রেমদান কারী॥ ৬৪॥

মঙ্গল আরতি।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের মঙ্গল আরতি।

বিভাস।

মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর।
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর॥
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে।
মঙ্গল গায়ত প্রেম তরঙ্গে॥
মঙ্গল বাজত খোল করতাল
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল॥
মঙ্গল আরতি করে অনুরূপ
মঙ্গল গদাধর হেরি পহুঁ হাস।
মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস॥ ৬৫॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মঙ্গল আরতি।

ভৈরবী।

এ দুহুঁ মঙ্গল আরতি কী জে॥
মঙ্গল নয়নে নিরখি মুখ নী জে॥
মঙ্গল আরতি মঙ্গল থাল
মঙ্গল রাধা মদন গোপাল॥
শাম গৌরী দুহুঁ মঙ্গল রাশি।
মঙ্গল জ্যোতি মঙ্গল পরকাশি॥
মঙ্গল শঙ্খহি মঙ্গল নিসান।
সহচরী করু মঙ্গল গান॥

মঙ্গল চামর মঙ্গল উদ্গার।
মঙ্গল শবদে করয়ে জয়কার॥
মঙ্গল মুখে কেহু কাহে বাধান।
কহ রাম রায় তহি ভগবান॥ ৬৬॥

ভৈরবী।

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর।
জয় জয় করতহিঁ সখীগণ ভোর॥
রতন প্রদীপ করে টলমল থোর।
নিরখত মুখ বিধু শ্যাম সুগৌর॥
ললিতা বিশাখা সখী প্রেম আগোর।
করত নিরমঞ্ছন দোহে দুহু ভোর॥
বৃন্দাবন কুঞ্জ ভবন উজোর॥
নিরূপম যুগল মূরতি বনি জোর।
গাওত শুক পিক নাচত ময়ূর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজয়ে জয় তোর॥ ৬৭॥

ভোজনকালোচিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যাহ্ন আরতি।

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌর হরি, নবদ্বীপ বিহারী॥
জয় জয় দীন দয়াময় হিতকারী॥ ধ্রু॥

শুন শুন শচীসূত কর অবধান।
ভোগ মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান॥
বামেতে অদ্বৈত প্রভু দক্ষিণে নিতাই।
মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোসাঞি॥
অদ্বৈত ঘরণী আর শান্তিপুর নারী।
হুলু হুলু দেই সবে গোরামুখ হেরি॥
চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ॥
শাক শুকুতা নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা আর লুচী পুরী।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া বিহারী॥
ভোজন করিয়া প্রভু কৈল আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় কৈল দন্তের শোধন॥
বসিতে আসন দিল রত্ন সিংহাসনে।
কর্পূর তাম্বুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে॥
ফুলের চৌআরি ঘর ফুলের কেয়ারী।
ফুলের রত্ন সিংহাসনে চাঁদুয়া মশারি॥
ফুলের মন্দিরে প্রভু করিলা শয়ন।
গোবিন্দ দাস করে পাদ সম্ভাষণ॥
ফুলের পাপড়ী প্রভুর উড়ি পড়ে গায়।
তার মাঝে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস॥ ৬৮॥

সায়ংকালোচিত শ্রীগৌরাঙ্গের আরতি।

গৌরী।

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
উঠে সংকীর্ত্তনানন্দ মধুর ধ্বনি॥

শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥

বিবিধ কুসুম ফুলে গলে বনমালা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা॥

ব্রহ্মা আদি দেব যাকো কর-জোড় করে।
সহস্র বদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে॥

শিব নারদ শুক ব্যাস বিসারে (১)।
নাহি পরাৎপর ভাব-ভরে॥

শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে।
গদাধর নরহরি চামর ঢ়লাওয়ে॥

বীর বল্লভ দাস গৌর চরণে আশ।
জগভরি রহল মহিমা পরকাশ॥ ৬৯॥

সায়ংকালোচিত শ্রীরাধিকার আরতি।

গৌরী।

জয় জয় রাধে জি শরণ তোঁহারি।
ঐছন আরতি যাঙ বলিহারী॥

পাট পট্টাম্বর ওঢ়ে নীল শাড়ী।
সীথক সিন্দূর যাঙ বলিহারী॥

---

(১) বিসারে—বিচারে (পাঠান্তর)।

বেশ বনাওল প্রিয় সহচরী।
রতন সিংহাসনে বৈঠল গৌরী॥
চৌদিকে সখীগণ দেই করতালি
আরতি করতহি ললিতা পিয়ারী॥
রতন জড়িত মণি মাণিক্য-মতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতি॥
চৌদিকে সহচরী মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নর্ম্ম সখীগণ চামর ঢুলায়ে॥
ও পদ পঙ্কজ সেবন কি আশা।
দাস মনোহার করত ভরসা॥ ৭০॥

সায়ংকালোচিত শ্রীকৃষ্ণের আরতি।

গৌরী।

হরত সকল, সন্তাপ জনমকো,
মিটত তলপ যম কাল কি॥
আরতি কিয়ে জয় জয় মদন গোপাল কি॥
গো-ঘৃত রচিত কর্পূরকি বাতি।
ঝলকত কাঞ্চন থারি কি।
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঝরি।
বাজত বেণু বিষাণ কি॥
চন্দ্র কোটি জ্যোতি ভানু কোটি ছবি
মুখ শোভা নন্দলাল কি।

মধুর মুকুট পীতাম্বর শোহে
উড়ে বৈজয়ন্তি মালকি ॥
চরণ-কমল পর নূপুর বাজে
উরপর আজরি কুসুম গুলাব কি।
সুন্দর লোল কপাল ছবি
নিরখত মদনগোপাল কি ॥
সুর নর মুনিগণ করতহি আরতি
ভকত বৎসল প্রতিপাল কি ॥
ঘণ্টাতাল মৃদঙ্গ ঝাঝরি
অঞ্জলী কুসুম গোলাপ কি।
হুঁ বলি বলি রঘু নাথ দাস
মোহন গোকুল বাল কি ॥ ৭১ ॥

তুলসী-আরতি।

নম নমঃ তুলসী মহারাণী।
নমরে নমরে মায়্যা নমঃ নারায়ণী ॥ ধ্রু ॥
যাকো পত্র মঞ্জরী কোমল,
শ্রীপতি চরণে লপেটানি।
যাকো নামে নিয়ত অঘনাশন,
মহিমা বেদ পুরাণে বাখানি ॥
ধন্য তুলসী পুনঃ তপ কি এ
শালগ্রাম মহাপাটরাণী।

ধূপ দীপ নৈবেদ্য আরতি পুষ্প
নখত বরখে বরখানি ॥
ছাপান্ন তোগ, ছত্রিশ ব্যঞ্জন,
বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি।
শিব সনকাদি আউর ব্রহ্মাদিক,
ঢূরত ফিরত মহামুনি গুণী ॥
চন্দ্রশেখর মায়্যা তেরি যশ গাওয়ে
ভক্তি-দান দিজিএ মহারাণী॥ ৭২ ॥

গৌরী।

আরতি জয় বৃষভানু কুমারী।
ঝলকত মুখ-শোভা উজিয়ারি ॥
কর্পূর যাতি রতন কেয়ারি।
করে লই ললিতা প্রাণ-পিয়ারী ॥
বদন কমল সঞ্জে করু নিছয়ারি।
সহচরীগণ করু জয় জয় কারি ॥
মঙ্গল গাওয়ে দেই করতালি।
বরিখে কুসুম সব নবীন কুমারী ॥
চরণ কমল নখ চাঁদ নেহারি।
পরমানন্দ জীবন বলিহারি ॥ ৭৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

—:০:—

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ।

নিরমল গোরা তনু, কষিত কাঞ্চন
হেরইতে পড়ি গেনু ভোর।
ভাঙ (১) ভুজঙ্গম (২), দংশল মঝু মন,
অন্তরে কাঁপয়ে মোর॥

সজনি যব হাম পেখলু গোরা
আকুল দিগ- বিদিগ নাহি পাইয়ে
মদন লালসে মন ভোরা॥ ধ্রু॥
অরুণিত লোচনে তেরছ অবলোকনে
বরিখে কুসুম-শর সাধে
জীবইতে জীবনে, থেহ (৩) নাহি পায়লু
ডুবলু গঙ্গা অগাধে।
মন্ত্র মহৌষধি তুহুঁ জানসি যদি
মঝু লাগি করবি উপায়।

(১) ভাঙ—ভ্রূ। (২) ভুজঙ্গম—সর্প। (৩) থেহ—স্থির।

বাসুদেব ঘোষে কহে, শুন শুন এ সখি
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায় ॥ ৭৪ ॥

ধানশী ।

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায় ।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব কাননে চায় ।
রাই এমন কেন বা হৈল ।
গুরু দুরু জন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল ॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে ।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসাঞা পরে ॥
বয়সে কিশোর, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধূ বালা ।
কিবা অভিলাসে, আছয়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা ॥
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে,
হাত বাড়াইল চাঁদে ।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়,
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁন্দে ॥ ৭৫ ॥

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে,
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে,
যেমত যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি,
দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বদনে, চাহে মেঘ পানে,
কি কহে দু'হাত তুলি॥
এক দিঠ করি, ময়ূর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বঁধুর সনে॥ ৭৬॥

আড়ানা-সুহিনী।

কহ কহ সুবদনি রাধে।
কি তোর হইল বিয়াধে॥
কেন তোরে আন মন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতি তলে লেখি॥

হেমকান্তি ঝামর হইল ॥
রাঙ্গাবাস খসিঞা পড়িল ॥
আঁখি যুগ অরুণ হইল।
মুখপদ্ম শুখাইয়া গেল ॥
এমন হইলা কি লাগিয়া।
না কহিলে ফাটি যায় হিয়া ॥
এত শুনি কহে ধনি রাই।
এ যদু-নন্দন মুখ চাই ॥ ৭৬ ॥

স্বপ্ন দর্শন।

তুড়ী।

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী।
পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি ॥ ধ্রু ॥
শাঙন মাসের দে রিমি রিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যাম বরণ এক পুরুষ আসিয়া গো,
মুখে ধরি করয়ে চুম্বন ॥
বলি সুমধুর বোল পুনঃ পুনঃ দেই কোল
লাজে মুখ রহিনু মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগি প্রেমধন
বলে ধনি যাচিয়া বিকাই ॥

চমকি উঠিনু জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিনু সেই নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর দু নয়নে ঝরে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি ॥
কিবা সে মধুর বাণী আমি যার তরঙ্গিনী
কতরঙ্গ ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দ আনন্দে আছিনু নিদে
কেন বিধি চিয়াইল তায় ॥ ৭৮ ॥

মল্লার।

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম।
মূরতি মরকত অভিনব কাম ॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥
মনু মনু কিবা রূপ দেখিনু স্বপন।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন কোণে জাতি কুল নাশে ॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভূরু-ভঙ্গী ॥
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী।
মন্থর চলন খানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহব কায় ॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাস বলে অবশ পরশে। ৭৯ ॥

ধানশী।

পহিলে শুনলু অপরূপ ধ্বনি,
কদম্ব কানন হৈতে।
তার পর দিনে, ভাটের বর্ণনে,
শুনি চমকিত চিতে॥
আর একদিন মোর প্রাণসখী,
কহিল যাহার নাম।
গুণিজন গানে, শুনিলু শ্রবণে,
তাহার এ গুণ গান॥
সহজে অবলা, তাহে কুলবালা,
গুরুজন জ্বালা ঘরে।
সে হেন নাগরে, আরতি বাঢ়য়ে,
কেমনে পরাণ ধরে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে দঢ়াইনু,
পরাণ রহিবার নয়।
কহত উপায়, কৈছে মিলয়,
এ দাস উদ্ধব কয়॥ ৮০॥

কামোদ।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিলগো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥

নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়ানে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥

পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচয়॥ ৮১॥

সাক্ষাৎ দর্শন।

কি রূপ হেরিনু মধুর মুরতি,
পিরিতি রসের সার।
হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে,
তুলনা নাহিক তার॥
বড় বিনোদিয়া চূড়ার টালনী,
কপালে চন্দন চাঁদ।

জিনি বিধুবর, বদন সুন্দর,
ভুবন মোহন ফাঁদ ॥
নব জলধর, রসে ঢর ঢর,
বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গের ভূষণ, রজত কাঞ্চন,
মণি মুকুতার মালা ॥
জোড়া ভূরু যেন, কামের কামান,
কেনা কৈল নিরমাণ।
তরল নয়ানে, তেরছ চাহনি,
বিষম কুসুম বাণ ॥
সুন্দর অধরে, মধুর মুরলী,
হাসিয়া কথাটী কয়।
দ্বিজ ভীমে কহে, এরূপ নাগর,
দেখিলে পরাণ রয় ॥ ৮২ ॥

তুড়ী।

কি পেখলু যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো,
বিকাইনু তার আঁখি ঠারে ॥
নিতি নিতি আসি যাই, এমন কভু দেখি নাই,
কিক্ষণে বাড়াইলাম পা ঘরে।
গুরুয়া গরব কুল, নাশাইল কুলবতী,
কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে ॥

কামের কামান জিনি, ভূরুর ভঙ্গিমা গো,
হিঙ্গুলে বেড়িয়া দুটি আঁখি।
কালিয়ার নয়ন বাণ, মরমে হানিল গো,
কালাময় আমি সব দেখি ॥
চিকণ কালার রূপে, আকুল করিল গো,
ধরনে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গারিয়া, মুখানি মাজিল গো,
যদু কহে কত সুধা দিয়া ॥ ৮৩ ॥

সিন্ধুড়া

সজনি! ও কে নাগর তরুমূলে।
এত দিন নাহি জানি, লোক মুখে নাহি শুনি,
হেন জন আছয়ে গোকুলে ॥ ধ্রু ॥
মুরলীর আলাপনে, পবন রহিয়া শুনে,
যমুনা বহয়ে উজান।
না চলে রবির রথ, বাজী নাহি পায় পথ,
দরবয়ে (১) দারু পাষাণ ॥
রমণী রমণ বর, গতি অতি মন্থর,
মনোহরের মনোহর বেশ।
মৃগমদ চন্দন, তনু ঘন লেপন,
পরিমলে ভুলায়ল দেশ ॥
শুনিয়া মুরলী ধ্বনি, ধ্যান ছাড়ে যত মুনি,
জপ তপ কিছুই না ভায়।

(১) দরবয়ে—দ্রব হয়।

তৃণ মুখে ধেনু যত, ঊর্দ্ধমুখে রহত
বাছুরে দুগ্ধ নাহি খায় ॥
ময়ূর পাখার চূড়া, মালতীর মালে বেড়া
ভুবনমোহন তার বেশ।
অগোর চন্দন, তনু ঘন লেপন,
সৌরভে ভরল সব দেশ ॥
ব্রজরাজ নন্দন, অনন্ত জীবন ধন,
নাম তার সুন্দর কানাই।
তাহার আঁখির ঠারে, এ দেশে তাহার ডরে,
ঘরের বাহির হৈতে নাই ॥ ৮৪ ॥

চিত্রপট দর্শন।

কালিয়ার রূপ, মরমে লাগিয়া,
সোয়াথ না রহে মনে।
বিরলে বসিয়া, সখীরে কহয়ে,
দেখাইলে রহে প্রাণে ॥
এ বোল শুনিয়া, বিশাখা ধাইয়া,
শ্যাম কলেবর দেখি।
রাইয়ের গোচরে, দেখাবার তরে,
পটের উপর লেখি ॥
আনি চিত্রপটে, রাইয়ের নিকটে,
সমুখে রাখিল সখী।

সে রূপ দেখিয়া মূরছিত হঞা,
পড়িল কমলমুখী॥
মন্দাকিনী পারা, কত শত ধারা,
ও দুটী নয়ানে বহে।
করহ চেতন, পাবে দরশন,
এ দাস উদ্ধব কহে॥ ৮৫॥

সুহই।

এমন মূরতি কেমন করি।
লিখিলে বিশাখা ধৈরজ ধরি॥
দেখি দেখি পট আনহ কাছে।
এমন পুরুষ কি জগতে আছে॥
দেখিতে দেখিতে পটের লেখা।
পরাণ হরিল বিষম ডাকা॥
মোহন কহয়ে লিখিল যে।
পরাণ নিছনি তাহারে দে॥ ৮৬॥

ধানশী।

রাইক ঐছে, দশা হেরি এক সখী.
তুরিতহি করল পয়াণ।
নিরজনে নিজ সখি সঞে যাঁহা মাধব,
যাই মিলিল সোই ঠাম॥
শুন মাধব আর হাম কি বোলব তোয়।
সো বৃষভানু কুমারী বর সুন্দরী,
অহর্নিশি তুয়া লাগি রোয়॥ ধ্রু॥

তুয়া অনুরূপ, এক পট লেখিয়া,
দেয়লু তাকর আগে।
সো রূপ হেরি, মুরছি পড়ু ভূতলে,
মানই করম অভাগে॥
অম্বরে নব জলধর, হেরি সো ধনি,
কাতরে করু পরলাপ।
নীলাম্বর অব, সহই না পারই,
অরুণাম্বরে তনু ঝাঁপ॥
ঐছে দশা হেরি, সকল সখীগণ,
রোয়ত যামিনী জাগি।
কহ যদুনন্দন, শুন নন্দনন্দন,
মিলহ সবজন ভাগী॥ ৮৭॥

নায়কের অভিসার।

গুর্জ্জরী।

হরষিত অন্তর, চলু বর নাগর,
হেরইতে রঙ্গিনী রাধা।
সুন্দরী পাশ যব, সুন্দর মিলল,
পূরল সব মন সাধা॥
দোঁহে দোঁহো হেরি বিভোর।
দুঁহু জন বয়ানে, বাত নাহি ফুরই,
ঢরকই নঅল কিশোর॥ ধ্রু॥

বৈঠলি সুবদনি, নোরে মহী পূরল,
কান বৈঠল তছু পাশ।
ধরইতে করহি, করে ধনী বারই,
লাজে কহত নাহি ভাষ ॥
পিবইতে চকোর, সুধারস মাধুরী,
মেঘে ঝাপিল জনু চন্দ।
ভণয়ে মুরারী প্রাণপতি সঙ্গিনী,
দিনে দিনে ভাঙ্গব ধন্দ ॥ ৮৮ ॥

সংক্ষিপ্ত নবোঢ়া।

কেদার।

থরথরি কাঁপয়ে গদ গদ ভাষ।
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ ॥
শুন শুন কানু করয়ে ধনী ভীত।
কবহু না জানই সুরতিকি রীত ॥
তুহুঁ হোয়বি চন্দন সম শীত।
তোহে সোঁপল ইহ বাল চরিত ॥
রভস করবি বুঝি বিদগধ রায়।
যৈছনে সুকুমারী দুঃখ নাহি পায় ॥
নিয়ড়ে রাখি ইহ হাম সব যাই।
এত কহি সব সখী রহল ছাপাই ॥
তুহুঁক কেলি দরশক পাশে।
কব হেরব রাধামোহন দাসে ॥ ৮৯ ॥

সংক্ষিপ্ত নবোঢ়া।

ভূপালী।

পহিলহি রাধা মাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥
অনুনয় করইতে অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কাম।
রাই করল পদ আধ পয়াণ॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
করে কর বারাইতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥
হাসি দরশি মুখ আগোরল গোরী।
দেই রতন পুনঃ লেয়ল চোরি॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস॥ ৯০॥

ধানশী।

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব উপমা।
কানু মরকত-মণি রাই কাঁচা সোণা॥
নব গোরোচনা গৌরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥
কনকের তরু যেন তমালে বেড়িল।
নবঘন মাঝে যেন বিজুরী পশিল॥

রাই কানু রূপের নাহিক উপাম।
কুবলয় চাঁদ মিলন একঠাম ॥
রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর।
দাস অনন্ত পহুঁ না পাওল ওর ॥ ৯১ ॥

পূর্ব্বরাগ দশ দশা।

(১) লালসা দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

কুসুমিত কানন হেরি শচীনন্দন
ডারত কাঁহে ঘনশ্বাস।
ক্ষণে করতাল অব- লম্বন মুখশশী
ক্ষণে ক্ষণে রহত উদাস ॥
দেখ নব ভাব তরঙ্গ।
যো অভিলাষহি প্রকট নবদ্বীপে
তাক নাহিক ভঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল নয়নে চাহে চপল মতি
জিতি গতি মত্ত গজরাজ।
পুনঃ পুনঃ ঐছন হেরত ফুলবন
কিছু নাহি বুঝয়ে কাজ ॥
ঐছন ভাঁতি করি তারল ত্রিভুবন
ভাসাওল প্রেমামৃত দানে।
রাধামোহন বিন্দু না পাওল
আপন করম বিধানে ॥ ৯২ ॥

শ্রীমতীর লালসা দশা।

ধানশী।

সখীগণ সঙ্গে নাহি হাস পরিহাস।
অনুক্ষণ ধরণী শয়নে অভিলাষ॥
এ হরি যব ধরি পেখল তোয়।
তব ধরি দিনে দিনে ঐছন হোয়॥ ধ্রু॥
নয়ান কমলে জল গলয়ে সদায়।
বিরলে বসিয়া সে তোহারি গুণ গায়॥
তহি যদি প্রিয়সখী আওত কোই।
চরণে লিখত মহী নিশবদ হোই॥
যতনে পুছিয়ে যব মরমক বোল।
উতর না দেই রোয়ে উতরোল॥
কিয়ে পুনঃ আছয়ে হিয়া অভিলাষ।
না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ৯৩॥

লালসা মিশ্রিত উদ্বেগ দশা।

বরাড়।

শুনইতে চমকই গৃহ পতি রাব।
তুয়া মঞ্জীর রথে উনমতি যাব॥
নাহ না চিহ্নই কালা কি গৌর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
কাহাঁ তুহু গৌরী আরাধলি কান।
জানলু রাই তোহে মন মান॥

স্বামীক শয়ন মন্দিরে নাহি উঠই।
একলি গহন-কুঞ্জ মাহা লুঠই॥
পতি-কর পরশে মানয়ে জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥
মুরলী নিসান শ্রবণ ভরি পিবই।
গুরুজন বচন শুনই নাহি শুনই॥
ঐছন মরম যতহু অভিলাষ।
কতহু নিবেদিব গোবিন্দ দাস॥ ৯৪॥

পূর্ব্বরাগ :

(২) উদ্বেগ দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

সিন্ধুড়া।

কানড় কুসুম হেরি শচীনন্দন
করতলে মুখশশী আপি।
অনুভাবে বেকত করত নব অনুরাগ
তনু মন দুহুঁ উঠে কাঁপি॥
অপরূপ গৌর বিলাস।
যো বর ভাব বিভাবিত অন্তর
সোই রতিক পরকাশ॥
ঘামহি ভিগল সকল কলেবর
বি-বরণ দীশই কাঁতি।

নয়নক নীরহি সিচত ভূতল
শাওণ মেঘক ভাঁতি ॥
গদ গদ কণ্ঠে করত হরি কীর্ত্তন
অদভুত সো পুনঃ অঙ্গ ।
রাধামোহন কহ কুহকে নাচিয়া জনু
না বুঝিয়ে ও নব রঙ্গ ॥ ৯৫ ॥

শ্রীমতীর উদ্বেগ দশা ।

ধানশী ।

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে
লোচন মন দুহুঁ ধাব ।
পরশক লাগি আগি জনু অন্তরে
জীবন রহ কিয়ে যাব ॥
মাধব তোহে কি কহব করি ভঙ্গী ।
প্রেম অগেয়ান দহনে ধনী পৈঠলি
জনু তনু দহত পতঙ্গী ॥ ধ্রু ॥
কহত সংবাদ কহই না পারই
কাহে বিশয়াসব বালা ।
অনুক্ষণ ধরণী শয়নে কত মিটব
সুতনু অ-তনু (১) শর জ্বালা ॥

---

(১) অ-তনু—মদন

কালিন্দী কূল কদম্বক কানন
নামে নয়নে ঝরু বারি।
গোবিন্দ দাস কহই অব মাধব
কৈছে জীয়ব বরনারী॥ ৯৬॥

পূর্ব্বরাগ।

(৩) জাগরণ দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

কাহে পুনঃ গৌর কিশোর।
জাগত যামিনী জনু ব্রজ কামিনী
নব নব ভাবে বিভোর॥ ধ্রু॥

কাঞ্চন বরণ ভেল পুনঃ বি-বরণ
গদ গদ হরি হরি বোল।
সুখ অতি নীরস শবদহি বুঝিয়ে
মনমথ মনহি হিলোল॥

স্তম্ভ কম্প অরু অঙ্গে পুলক ভরু
উৎপত সকল শরীর।
ঘন ঘন শ্বাস বহত লুঠত মহী
নয়নহি বহ ঘন নীর॥

ঐছন ভাতি করত কত বিতরণ
প্রেম রতন বর দীনে।
আপন করম দোষে ও ধনে বঞ্চিত
রাধামোহন দাস হীনে॥ ৯৭॥

শ্রীমতীর জাগরণ দশা।

ধানশী।

তুহু মনমোহন কি কহব তোয়।
মুগধিনী রমণী তোহারি লাগি রোয়॥
নিশি দিশি জাগি জপত তুয়া নাম।
থরহরি কাঁপি পড়ত সোই ঠাম॥
যামিনী আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত লাজে উঠই তব রোয়॥
সখীগণ যত পরবোধয়ে তায়।
তাপিনী তাপে ততহি নাহি ভায়॥
ইহ কবি শেখর তাক উপায়।
রচইতে তবহি রজনী বহি যায়॥ ৯৮॥

পূর্ব্বরাগ।

(৪) তানব দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

কেদার।

দেখ দেখ গৌরবরণ গুণধাম।
যে রূপ লাবণী দেহ সুগঠনি
দেখি ঝুরে কোটি কাম॥ ধ্রু॥
সেই ভাবভরে ক্ষীণ দীশই
পরম দূবর দেহ।

তবহুঁ দীপতি উজর ঐছন
যৈছন চান্দক রেহ।
শ্যাম নব রস করত কীর্ত্তন
স্মরই ও নব রূপ।
তেঞি অহর্নিশি ভ্রমই দশ দিশি
স্নাত নবরস কূপ॥
ঐছে নিতি নিতি বিহর দ্বিজপতি
জাগু পূরবক প্রেম।
রাধা মোহন চিতহি অনুমান
ও রূপ জগজন ক্ষেম॥ ৯৯॥

শ্রীমতীর তানব দশা।

গান্ধার।

সহজে নুনিক পুতলি গৌরী।
জারল বিরহ আনলে তোরি॥
বরণ কাঞ্চন এ দশ বাণ।
সোঙরি সোঙরি তোহার নাম॥
শুনহ মাধব কহিনু তোয়।
সুমতি না দেই দিন রজনী রোয়॥ ধ্রু॥
অরুণ অধর বান্ধুলী ফুল।
পাণ্ডুর ভৈগেল ধুতুর তুল॥

ফুয়ল কবরী উরই লোল।
সুমেরু উপরে চামর ডোল॥
গলায় এ গজমতিম হার।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার॥
অঙ্গুল অঙ্গুরী বলয়া ভেল।
জ্ঞান দাস কহে দুঃখ মদনে দেল॥ ১০০॥

পূর্ব্বরাগ।

(৫) জড়িমা দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

বেলাবলী।

আজু হাম নবদ্বীপ দ্বিজরাজ পেখলু
নব নব ভাবে বিভোর।
দিন রজনী কিয়ে কিছু নাহি জানত
নয়নহি অবিরত নোর॥
সজনি হেরইতে লাগয়ে ধন্দ।
ঐছন প্রেম কথিহুঁ নাহি হেরিয়ে
নিরুপম নব রস কন্দ॥ধ্রু॥
শত শত ভকত উচ করি বোলত
কিছুই না শুনয়ে বাত।
হুঙ্কৃতি শব্দে করত পুনঃ ঘন ঘন
প্রেমবতী নারীক জাত॥

হরি হরি শব্দ কাণহি যব পৈঠত
তবহি ডারত ঘন শ্বাস।
ভ্রমময় বাত কহত ইহ না বুঝিয়ে
কহ রাধামে

শ্রীমতীর জড়িমাদশা।

ধানশী।

থোরি বয়স ধনী ভাল মন্দ নাহি জানি
খেলই সখীগণ সাথ।
বাট ঘটীত তুয়া কামদ রূপ হেরি
দৈবে পড়ল পরমাদ॥
শুন মাধব ইথে কাহে বোলসি আন।
ও অচপল মতি পুনঃ তাহে কুলবতী
নিচয়ে তুহুঁ সে নিদান॥ ধ্রু॥
তাহে তুহু সুমধুর মুরলী আলাপনি
মুনিজন-মোহন সোয়।
মুরলী নিসান শ্রবণে যব পৈঠল
তব হি চঞ্চল ভই রোয়॥
তব ধনী জাগর ক্ষীণ কলেবর
দিবস রজনী নাহি জান।
তুয়া প্রেম বিষ সে জড়িত ভেল অন্তর
কিছুই না শুনই কাণ॥

বরজ সুধাকর বোলই সব জন
তাহে কাহে অকরুণ ভেল।
রাধামোহন কহ সব যাই মিলহ
মরমে রহয়ে জানি শেল ॥ ১০২ ॥

পূর্ব্বরাগ।

(৬) বৈয়গ্র দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীরাগ।

কাঞ্চন কমল নিন্দ মুখ সুন্দর
কাহে পুনঃ ঝামর ভেল।
করতল সতত করই অবলম্বন
ছোড়ল কৌতুক কেল ॥
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস।
অভিনব ভাব বেকত কিয়ে করতহি
কিয়ে ইহ সহজ প্রকাশ ॥ ধ্রু ॥
কহতহি গদ গদ কৈছনে বিছুরব
ভেল মুঝে শ্যামর দায়।
ইহ দুঃখ হাম কহই না পারিয়ে
হৃদি সঞে কৈছে বাহিরায় ॥

ক্ষণে ক্ষণে করু খেদ ক্ষণে ক্ষণে নিরবেদ
অসূয়াদি কতহু সঞ্চারি।
রাধা মোহন পাপী কছু নাহি বুঝল
ও রূপ জগমনোহারী ॥ ১০৩ ॥

শ্রীমতীর বৈয়গ্র দশা।

সুহই।

তুয়ারূপ জগজন করত ধেয়ান।
সো অব বিছুরব ধনী মন মান ॥
মাধব তুয়া খেদ সহই না পার।
মানই সো নিজ জীবন ভার ॥
তুয়া বিসরণ লাগি করত সঞ্চার।
আন জন যাহা লাগি করে পরকার ॥
মন অবধারি কহ সুসংবাদ।
ভণ রাধামোহন যাউক বিবাদ ॥ ১০৪ ॥

(৭) ব্যাধি দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

বরাড়ী।

লাখ বাণ হেম জিতি অপরূপ গোরা জ্যোতি
দীশই পাণ্ডুর-কাঁতি।

অভিনব প্রেম তপনে তপত তনু
নব অনুরাগিনী ভাঁতি
ইহ দুঃখ বড়ই হামারি।
ও সুখময় তনু মদন মথন জনু
তাহে এত কো সহুঁ পারি ॥ ধ্রু ॥
কোই জন মুখ ভরি যব কহ হরি হরি
তব বহ শ্বাস-তরঙ্গ।
সজল কমল দল পরশে ভসম তুল
দেখি মঝু কাঁপই অঙ্গ ॥
ঐছন ভাঁখি ভকতগণ তছু গুণ
অহর্নিশি করত আলাপ।
রাধামোহন পুনঃ ও রস না বুঝিয়ে
মনহি করয়ে অনুতাপ ॥ ১০৫ ॥

শ্রীমতীর ব্যাধি দশা।

বরাড়ী।

নিরমল কুল কাঞ্চন গোরী।
পাণ্ডুর কয়ল বিরহ জ্বর তোরি ॥
অনুক্ষণ খল খল নিগদই রাই।
নিশি দিশি রোয়ই সখীমুখ চাই ॥
শুন শুন গোকুল-মঙ্গল শ্যাম।
কথি লাগি তাক হৃদয়ে ভেলি বাম ॥ ধ্রু ॥

তুয়ারূপ জগজন লোচন শোহ।
একলি তাক নয়ন মন মোহ॥
রসবতী নিরখয়ে নয়ন পসারি।
সোঙরিতে তাক নয়নে ঝরু বারি॥
আন বিছুরী করত আন কাম।
তাকর মনহি না ভাসই আন॥
তুহুঁ বর নাগর রসিক সুজান।
যদুনন্দন তোরে কি কহব আন॥ ১০৬॥

পূর্ব্বরাগ।

(৮) উন্মাদ দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

মল্লার।

ভাবহি গদ গদ কহত শচী সুত
কো হই আনন্দ ধাম।
নীল উতপল দল নিন্দি কলেবর
অপরূপ মোহন শ্যাম॥
সজনি অদভুত প্রেম-উনমাদ।
ঐছন নব ভাব দেখি ভকত কত
ভাবহ করত বিষাদ॥ ধ্রু॥

ক্ষণে ক্ষণে রোয়ত, ক্ষণে ক্ষণে হাসত
বিপুল পুলক ভরু অঙ্গ।
নয়নক নীর, ঢরকত ঝর ঝর
যৈছন গঙ্গা তরঙ্গ॥
অনিমিখ নয়নহি নিরখই দশ দিশ,
ছোড়ত দীরঘ নিশ্বাস।
যাচে রাধামোহন সো পদ অনুক্ষণ
হোয় জনু বর অভিলাষ॥ ১০৭॥

শ্রীমতীর উন্মাদ দশা।

সুহই।

ক্ষণে হাসয়ে রোয়।
দিশি হেরই তোয়॥
ক্ষণে আকুল ক্ষণে থির।
ক্ষণে ধাবই ক্ষণে গির॥
ক্ষণে ক্ষণে হরি হরি বোল।
সহচরী ধরি করু কোল॥
ঐছন হেরি অগেয়ান।
সবহুঁ দগধ করু প্রাণ॥
গুরু জন ভয়ে সখী মেল।
মন্দির মাঝহি নেল॥
তাহি সোয়াথ নাহি পায়।
যদুনন্দন মুখ চায়॥ ১০৮॥

পূর্ব্বরাগ।

(৯) মোহদশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই।

পুরবহি শচীসুত ভাবহি উনমত
পেখলু কত শত বেরি।
এবে দিন দিন পুনঃ নব নব শত গুণ
বাঢ়ল অব হাম হেরি॥

সজনি কোই না পাওই ওর।
হেরি দেখ শ্যাম কহই পুনঃ তৈখনে
ভূতলে পড়লহি ভোর॥

মধুর ভকত কুল কান্দি বেয়াকুল
যব হরি বোলল কাণে।
তবহি পুলক কুল তনু মাহা উয়ল
থির ভেল সকল পরাণে॥

ঐছন ভাব রতন পরিপুরল
কাহুক কঁহি নাহি দেখি।
কাঠ পুতলী জনু কুহুকে নাচায়ত
ঐছে রাধামোহন লেখি॥ ১০৯॥

———

শ্রীমতীর মোহদশা।

ধানশী।

যব তুয়া নয়ন মুরলী বিষে জারল
তব মন মোহন ভেল।
নিচল কলেবর পড়ল ধরণী তল
পরিজন লাগল শেল ॥
আন উপদেশ তোহারি নাম তৈখনে
দৈবহি উপনীত কেল।
সোই শব্দ পুনঃ কাণে সান্ধায়ল
ঐছন চেতন ভেল ॥
মাধব কি কহব সো অনুরাগ।
ঐছন ভাঁতি দিশই মোহ পুনঃ পুনঃ
না বুঝিয়ে জাগ না জাগ ॥ ধ্রু ॥
কিয়ে জানি দশমী দশা যদি নিচয়
ইছয়ে তুয়া অভিলাষে।
আশা পরম দুখদ পুন মেট
নহ কহ সুখদ নৈরাশে ॥
যাচিতে লছমী উপেখয়ে যো জন
কভু নহে তাক কল্যাণ।
অত এ তুরিতে চল রমণী রতনে মিল
রাধা মোহন রস গান ॥ ১১০ ॥

পূর্ব্বরাগ।

(১০) দশম দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

গুর্জ্জরী।

যছু মুখ লাবণী কত কুল কামিনী
হেরইতে মদন আগোর।
সো অব বরজক রমণী শিরোমণি
নব নব ভাবে বিভোর॥
অপরূপ গোরা অবতার।
ঐছন প্রেমধন বিতরয়ে জগজনে
তারল সকল সংসার॥ ধ্রু॥
গদ গদ কহত মোহে যদি নিকরুণ
নাগর করুণা সীম।
অখিল রসামৃত সকল সুখাকর
বিদগধ গুণহি গরিম॥
এত কহি তৈখনে করল প্রিয়ক হেরি
দশমী দশা পরকাশ।
কান্দি ভকত সব উঠি হরি বোলত
কহ রাধা মোহন দাস॥ ১১১॥

———

শ্রীমতীর দশম দশা।

ধানশী।

লুঠতি ধরণী ধরি শোয়।
শ্বাস বিহীন হেরি সহচরী রোয়॥
মুরুছলি কণ্ঠে পরাণ।
ইহ পর কো গতি দৈব সে জান॥
এ হরি পেখলুঁ সো মুখ চাই।
বিনহি পরশ তুয়া ন জীবই রাই॥ ধ্রু॥
কেহ কেহ জপয়ে দেব দিঠি জানি।
কেহ নবগ্রহে পূজে জ্যোতিখ আনি॥
কেহ নাস ধরি শ্বাস বিচারি।
বিরহ বিঘিন কেহ লেখই না পারি॥
শেষ দশা সব সো সব জান।
কহই গোপাল কি ইহ পরিণাম॥ ১১২॥

সুহই।

অপরূপ তুয়া মুরলী ধ্বনি।
লালসা বাড়ল শব্দ শুনি॥
কিরূপে এরূপে দেখিয়া সেহ
উদ্বেগে ধনী না ধরে দেহ॥
জাগিয়া হইল শরীর ক্ষীণ।
অসিত চাঁদের উদয় দিন॥

জড়িত হৃদয়ে করত ভেদ।
অতি বেয়াকুল করত খেদ ॥
পাণ্ডুর বরণ বিয়াধি বাধা।
মুরছি নিশ্বাস হরল রাধা ॥
অব যদি তুহু মিলই তায়।
গোকুল মঙ্গল সবাই গায় ॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহে শ্যাম।
জীবন সুখদ তোহারি নাম ॥ ১১৩ ॥

মল্লার।

রাইক রাগ লহসি বহু মোয়।
কৈছনে ঐছন সাহস হোয় ॥
পর নারী গ্রহণ দহন সম তাপ।
ধরম মরম জ্ঞানী কে করু পাপ ॥
তাহে যদি সঙ্গী সব দেখে নব দোখ।
জাগর দূরে রহু সপনহি রোখ ॥
শুন সখি কানু বচন অনুবন্দ।
কহ রাধামোহন লাগল ধন্দ ॥ ১১৪ ॥

ধানশী।

কানুক নিঠুর বচন শুনি সো সখী
আওল রাইক পাশ।
পন্থ ঘটীত দুঃখ লোচন ছল ছল
কহতহি গদ গদ ভাষ।
সুন্দরি দূর কর কানু আশোয়াস ॥

ঐছে নিঠুর সঞে নেহ নহে সমুচিত
না পূরব তুয়া অভিলাষ ॥ ধ্রু ॥
তোহারি নিদান হাম কতয়ে শুনায়লু
তাহে যে সুকঠিন বাণী।
সো হাম তুয়া পায়ে কতহুঁ নিবেদব
কহইতে দহয়ে পরাণী ॥
ঐছন বচন রাইঁযব দূতি মুখে
শুনইতে মুরছিতা ভেল।
ইহ পরমানন্দ দাস হৃদয় মাহ
কো জানি রোপল শেল ॥ ১১৫ ॥

শ্রীমতীর আক্ষেপ।

সুহই।

যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে।
তাহাতে বা কিবা দোষ দিবেক তোমারে॥
না কান্দিও আরে সখি কহিয়ে নিশ্চয়ে।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মুঞি না রাখিব দেহে॥
উত্তর কালের এক করিহ সহায়।
এই বৃন্দাবনে জনু মোর তনু রয়॥
তমালের কাঁধে মোর ভুজলতা দিয়া।
নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখিও বান্ধিয়া॥
কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পূরিবেক আশ।
শুনিয়া কাতর যদু নন্দন দাস ॥ ১১৬ ॥

বরাড়ী।

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজন লোচন অমিয়া স্বরূপ॥
রূপ চাহি গুণ নহে ঊন।
সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শূন॥
সুন্দরি মোহে না কর আন ছন্দ।
হাম বলিহারী যাও তুয়া মুখ চন্দ॥
তবহু সফল দিন মোর।
রাই লিউ অব যব কানুক কোর॥
হাম পৈঠব কালিন্দী বারি।
তবহুঁ পূরব মনোরথ তরি॥
যতন করব হাম সোই।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই॥
গোবিন্দ দাস ভালে জান।
কানুক জ্বলত পরাণ॥ ১১৭॥

শ্রীকৃষ্ণের অনুতাপ

গান্ধার।

হামারি নিঠুর পাণা শুনই ইন্দু মুখী
ভাঙ্গই প্রেম অঙ্কুর।
দুঃখিত হৃদয়মাহা ধৈরজ ধরি পুনঃ
ও রস করয় জানি দূর॥

কিয়ে জাতি জানহি মদন কদন শরে
তেজই নিরুপম দেহ।
হা হা মনোরথ সব কৈল আন মত
কি করব অব হাম থেহ ॥
অব মঝু অন্তর জ্বলত তুষানল
সহই না পারই অঙ্গ।
হোই সমীরণ বাঢ়ই পুনঃ পুনঃ
দারুণ মদন তরঙ্গ ॥
ধিক জীবন ধন যৌবন আভরণ
ধিক মোর এ সুখ সকল।
কহ রাধা মোহন অনুগত বঞ্চিলে
পরিণাম ঐছন ফল ॥ ১১৮ ॥

সুহই।

যাহা বিলপয়ে কান। তাঁহা সখী করল পয়াণ ॥
মিলল নাগর পাশ। দীঘল তেজই নিশ্বাস ॥
নাগর হেরি বিভোর। নয়নহি আনন্দ নোর ॥
কানুক ইহ মৃদুভাস। পূরবি মঝু অভিলাষ ॥
কৈছে আছয়ে ধনি রাই। শুনইতে মঝু নিঠুরাই ॥
হাম কয়লু পরিহাস। তাকর বিরহ হুতাশ ॥
অতএব গমন করু তাই। তুরতহি আনবি রাই ॥
এত শুনি সো সখী গেল। রাইক সমুপহি ভেল ॥
কানু কহই রসভাষ। সবহু রহল ধনী পাশ ॥

চঙকিত সো বর নারী। তবহি করল অভিসারি ॥
সুভক্ষণে আওল কুঞ্জ। সখীগণ আনন্দ পুঞ্জ ॥
ইহ যদু নন্দন দাস। ধাওল কানুক পাশ ॥১১৯॥

কামোদ।

রাইক কুঞ্জ গমন শুনিয়া মাধব
অচপল প্রেম অনুহানি।
মিলইতে গমন করল বর নাগর
আনন্দে আপনা না জানি ॥
চলইতে খলই চলই নাহি পরই
কত কত ভাব বিথারি।
পদে পদে হেম কদলী হেরি আকুল
গদ গদ পুছে সোই নারী ॥
ঐছন বহুত যতনে পহুঁ মিলল
দুহুঁ হেরি দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁ মন মানস সফল ভেল জীবন
দুহুঁক গলয়ে প্রেম লোর ॥
ধৈরজ ধরি হরি অঞ্চল পরশিতে
ধনিক মুগধি প্রকাশ।
রাধামোহন পহুঁ চিতে ক্ষণে সংশয়
পিছে বুঝল পরিহাস ॥ ১২০ ॥

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

যথারাগ।

সুরত তিয়াসে ধরল পহু পাণি।
করে করু বারই তরল নয়ানী॥
হঠ পরিরম্ভনে পরশিতে গাত।
নাহি নাহি বোলি ধুনায়ত মাথ॥
অভিনব মদন তরঙ্গিনী রাই।
শ্যাম মাতঙ্গ অঙ্গ অবগাই॥
চুম্বনে সঙ্কোচ লোচন তার।
পিবইতে অধর রচই সীতকার॥
নখর পরশে ধনী চমকিত গোরী।
দশইতে চমকি উঠই তনু মোড়ি॥
কহইতে কণ্ঠ গদ গদ আধ।
আন অন মনে মনসিজ উনমাদ॥
তৈখনে রোখত তঁহি পরসাদ।
গোবিন্দ দাস কহ রস মরিজাদ॥ ১২১॥

শ্রীরাগ।

রাই অঙ্গ ছটায় উদিত ভেল দশ দিশ
শ্যাম ভেল গৌর আকার।
গৌর ভেল সখীগণ গৌর নিকুঞ্জবন
রাইরূপ চৌদিক পাথার॥

গৌর ভেল শুক সারী গৌর ভ্রমর ভ্রমরী
গৌরপাখী ডাকে ডালে ডালে
গৌর কোকিলগণ গৌর ভেল বৃন্দাবন
গৌর তরু গৌর ফল ফুলে ॥
গৌর যমুনা জল গৌর ভেল জলচর
গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি গোঁরাচাঁদ তার সাথা
গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ ॥
গৌর অবনী হৈল গৌরময় সব হৈল
রাই নামে চৌদিক ঝাঁপিত।
নরোত্তম দাস কয় অপরূপ রূপ নয়
দুহু তনু একই মিলিত ॥ ১২২ ॥

ধানশী।

দাঁড়াইল শ্যামের বামে নবীন কিশোরী।
পশুপাখী উনমত দুহু রূপ হেরি ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে দোঁহার রূপ করে নিরীক্ষণ ॥
দোঁহ কাঁধে দুহু জন ভুজ আরোপিয়া।
রাই বামে করি নাগর ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥
ডালে বসি দোঁহ রূপ দেখে শুকসারী।
আনন্দে ঘনয়া নাচে ময়ূর ময়ূরী ॥
গোবিন্দ দাস কহে রূপের মাধুরী।
নবীন জলদ কোলে থির বিজুরী ॥ ১২৩ ॥

শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগ।

(প্রকারান্তর)

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র

শ্রীরাগ।

নীরদ নয়ানে নবঘন সিঞ্চনে
পূরল মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চয়ত
বিকসিত ভাবকদম্ব॥

কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কলপ তরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর॥ ধ্রু॥

চঞ্চল চরণ কমল তলে ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত আগোর॥

অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দ দাস বহু দূর॥ ১২৪॥

কানাড়া।

আজু হাম পেখলু নবদ্বীপচন্দ্র।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব॥
পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘর পন্থ।
ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছল ছল নয়ন কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥
পুলক মুকল বর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ॥ ১২৫॥

বালা ধানশী।

রাধে নিগদ নিজংগদ মূলং। *
উদয়তি তনু মনু কিমিতি পুলক কুল
মনুকৃত বিটপ কুকূলং॥ ধ্রু॥
প্রচুর পুরন্দর গোপ বিনিন্দিত
কান্তি পটল মনু কুলং।
ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মুহুরপি
সংভৃত মুরসি দুকুলং॥
অভিনন্দসি নহি চন্দ্র রজোভব
বাসিত মপি তাম্বুলং।

* নিগদ—বল। গদমূলং—ব্যাধির মূল কারণ। বিকট—উৎকট। কুকূল—তুষানল। অনুকুল—কাচুলী। দুকুল—বস্ত্র অভিনন্দসি নহি—আদর করিতেছ না। চন্দ্ররজ—কর্পূর।

ইদমপি বিকিরসি বরচম্পককৃত
মনুপম-দাম সচুলং॥
ভজদনবস্থিতি মখিল পদে সখি
সপদি বিড়ম্বিত তুলং।
কলিত সনাতন কৌতুক মপি তব
হৃদয়ং স্ফুরতি সশূলং॥ ১২৬॥

বরাড়ী।

নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব॥
ক্ষণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক মুকুল ভরু অঙ্গ।
এ ধনি মোহে না করু অরু ছন্দ।
জানল ভেটলি শ্যামরু চন্দ॥

সচুলং—চূড়ার সঙ্গে। সপদি—একেবারে। অনবস্থিতি—অধৈর্য্য।

(১২৬) রাধে তোমার এ ব্যাধির মূল কারণ কি? বল। তোমার কুসুমের ন্যায় তনু হইতে তুষানলের ন্যায় তাপ বাহির হইতেছে। প্রচুর ইন্দ্র গোপ কীটের অরুণ কান্তি নিন্দিত তোমার অঙ্গ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কাঁচলী (অনুকুল) পুনঃপুনঃ দূরে ফেলিতেছ। কর্পূর সংযুক্ত তাম্বুল তোমার অত্যন্ত প্রিয়। তাহা তুমি আদর করিতেছ না। চম্পক মালাকে চূড়ার সঙ্গে ছড়াইয়া ফেলিতেছ। তুমি সর্ব্বগুণালংকৃতা। প্রতিপদে আজ তোমাকে অধৈর্য্য দেখিতেছি। কোন ভাবেই যেন স্থির থাকিতে পারিতেছনা। তুলার ন্যায় যেন লঘু হইয়াছ। তোমার প্রফুল্ল হৃদয় যেন আজ একেবারে শূল বিদ্ধের ন্যায় বোধ হইতেছে।

ভাব কি গোপসি (১) গোপত না রহই।
মরমক বেদন বদনে সব কহই॥
যতনে নিবারসি নয়ানক লোল।
গদ গদ শবদে কহসি আধবোল॥
আন ছলে অঙ্গ নয়ান ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত॥
দূরে রহু গুরুজন গৌরব লাজ।
গোবিন্দ দাস কহ পড়ল অকাজ॥ ১২৭॥

ধানশী।

চূড়ক চূড় ময়ূর শিখণ্ডক
মণ্ডিত মালতী মালে।
সৌরভে উনমত ভ্রমরা ভ্রমরী কত
চৌদিকে করত ঝঙ্কারে॥

সজনি কো কহে কাম অনঙ্গ (২)।
কেলি কদম্ব তলে সো রতি নায়ক
পেখলু নটবর ভঙ্গ॥

কতহুঁ বিষম শর নয়ন তূণ ভর
সঞ্চরু ভাব কামানে।
নাগরী নারী মরম যাহা হানই
লখই না পারই আনে॥

শ্রুতিমূলে (৩) চঞ্চল মণিময় কুন্তল
দোলত মকর আকার।
গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমানল
মদনমোহন অবতার॥ ১২৮॥

(১) গোপসি—গোপন করিতেছ। (২) অনঙ্গ—অঙ্গহীন।
(৩) শ্রুতিমূলে—কর্ণে।

গান্ধার।

কিরূপ হেরিনু কালিন্দি কূলে।
অতি অপরূপ কদম্ব মূলে॥

অচলা চপলা (১) সহিত তায়।
মৃগাঙ্ক রহিত শশাঙ্ক (২) উদয়॥

নাচিছে ময়ূর জলদোপরি।
অলিকুল সব চাঁদকে ঘিরি॥

বিকচ সরোজ (৩) মিলিত বিধু (৪)।
মেঘের গরজে অমৃত মধু॥

আর ও অপরূপ কহিতে নারি।
যথায় মেঘ তথায় না বহে বারি॥

হৃদি মাঝে মেঘ প্রবেশ করি।
নয়নের পথে বরিখে বারি॥

মোর মনে হয় বিজুরী হইয়া।
জড়িয়া রহিগে ও মেঘে যাঞা॥

জ্ঞানদাস কহে নহেত আন।
যে কহিলে ধনি ঐ ত প্রমাণ॥ ১২৯॥

ধানশী

নন্দসুত সনে যোষিত দূষিতরে
কে নহে গোকুল নারী।
হাম অভাগিনী হলেম কুল কলঙ্কিনী
কহিতে নয়নে বহে বারি॥

(১) অচলা চপলা—স্থির বিদ্যুত। (২) মৃগাঙ্ক রহিত শশাঙ্ক—অকলঙ্ক চাঁদ। (৩) বিকচ সরোজ—বিকশিত পদ্ম। (৪) বিধু—চাঁদ।

আমার কলঙ্ক যত গাওত ভাগবত
ফুকরত বেদ পুরাণে।
আনের যে অপযশ কহিতে শুনিতে দোষ
সে সব বিধির বিধানে
আর অপরূপ কথা কেবা শুনিয়াছে কোথা
গুরু দেয় সেবকের কাণে।
কেহ জপে ধীরি ধীরি কেহ জপে উচ্চ করি
কেহ বা জপয়ে মনে মনে॥
আমার কথার রবে যে আমার মত হবে সে
কহিলাম বসি বৃন্দাবনে।
শঙ্কর কহেন সুখে, বচন না স্ফুরে মুখে,
ধারা বহে ও দুটী নয়নে॥ ১৩০॥

ধানশী।

রাই মুখে শুনলহি ঐছন বোল।
সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল॥
তুয়া মুখ দরশন পাওল সেহ।
কৈছে আছল কছু সমঝল এহ॥
তুহু কাহে এত উৎকণ্ঠিত ভেল।
তোহে হেরি সো আকুল ভৈগল॥
ঐছে বিচার করত যাঁহা রাই।
তুরিতহি এক ধনী মিলিল তাঁই॥
এ ধনি পদুমিনী কর অবধান।
তোঁহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান॥ ১৩১॥

ধানশী।

সুন্দরি তুহ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
তুয়া লাগি মদন শরানলে পীড়িত
জীবইতে সংশয় কান ॥ ধ্রু ॥
বৈঠলি তরুতলে পন্থ নেহারই
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর।
রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি
তুয়াভাবে তরু দেই কোর ॥
শীতল নলিনী দল তাহে মলয়ানিল
আগোরে লেপই অঙ্গে।
চমকি চমকি হাসি উঠত কত বেরি
হানত মদন তরঙ্গ ॥
চলহ বিপিনে ধনি রমণী শিরোমণি
ঝাট করি ভেটহ কান।
গোবিন্দ দাসের বাণী তুরিতে চলহ ধনি
কানু ভেল বহুত নিদান ॥ ১৩২ ॥

গুর্জ্জরী।

রতি সুখ-সারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশং। ‡
ন করু নিতম্বিনি গমন বিলম্বন মনুসর তং হৃদয়েশং ॥
ধীর সমীরে যমুনা-তীরে বসতি বনে বনমালী ॥ ধ্রু ॥

‡ শ্রীকৃষ্ণ মদন সেবার উপযুক্ত মনোহর বেশভূষা পরিধান করিয়া রতি-সুখের সার অভিসারে গমন করিয়াছেন। হে নিতম্বিনি! তুমি তোমার সেই

নাম সমেতং কৃত-সংকেতং বাদয়তে মৃদু বেণুং।
বহু মনুতে ননু তে তনু সঙ্গত পবন চলিত মপিরেণুং॥
পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপ যানং।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জংশীলয় নীল নীচোলং॥
উরসি মুরারে রুপহিত হারে ঘনইব তরল বলাকে।
তড়িদিব পীতে রতি বিপরীতে রাজসি সুকৃত বিপাকে॥
বিগলিত বসনং পরিহৃত রসনং ঘটয় জঘন মপিধানং।
কিশলয় শয়নে পঙ্কজ নয়নে নিধিমিব হর্ষ নিধানং॥
হরিরভিমানী রজনীরিদানী মিয়মপি যাতি বিরামং।
কুরু মম বচনং সত্বর রচনং পূরয় মধু রিপু কামং॥
শ্রীজয়দেব কৃত হরি সেবে ভনতি পরম রমণীয়ং।
প্রমুদিত হৃদয়ং হরিমতি সদয়ং নমত সুকৃতং কমনীয়ং॥ ১৩৩।

হৃদয় বল্লভের নিকট চল। আর বিলম্ব করিও না। তিনি মলয় পবন-সেবিত যমুনা তীরে কুঞ্জ বনে বাস করিতেছেন। তোমাকে সঙ্কেত করিয়া তিনি তোমারই নাম বংশী ধ্বনিতে গান করিতেছেন। যে বালুকণা পবন দ্বারা পরিচালিত হইয়া তোমার দেহকে স্পর্শ করে তিনি তাহাকেই আপনা হইতে ধন্য বলিয়া মনে করিতেছেন। বৃক্ষপত্রের পতিত শব্দ শুনিলেই তুমি আসিতেছ মনে করিয়া আনন্দে শয্যা প্রস্তুত করেন এবং তোমার আসিবার পথ পানে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি করেন। হে সখি! তোমার অধীর নূপুর ধ্বনি করিয়া গোপন বিহারের বিঘ্ন জন্মায় অতএব শত্রু মনে করিয়া ইহাকে ত্যাগ কর। তোমার কনকবরণ এই অন্ধকারে প্রকাশ পায় এই

বালা-ধানশী।

দূতীমুখে শুনইতে ঐছন রীত।
সব অঙ্গ পুলকিত চমকিত চিত॥
কহইতে গদ গদ কণ্ঠ হি বোল।
সখীমুখ নিরখই অন্তর দোল॥
ইঙ্গিতে জানি বনাওল বেশ।
সিন্দুর দেওল বান্ধল কেশ॥
সব সখীগণ মেলি করল পয়ান।
নিশবদে চললিহ কোঁই না জান॥
চলইতে পদদুই থরহরি কাঁপ।
হেরইতে পন্থ নয়নযুগ ঝাপ॥
ঐছনে মিলল নাগর পাশ।
পাহিল মিলন কহে দ্বিজ হরিদাস॥ ১৩৪॥

জন্য নীলবসন পরিধান করিয়া অন্ধকারাবৃত নিকুঞ্জ গৃহে গমন কর। রাধে! তোমার সুকৃতির ফলে কৃষ্ণের সঙ্গে বিপরীত বিহার করিবে। কৃষ্ণের মণিময় হার সুশোভিত বকমালা বিরাজিত হৃদয় মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তুমি তাহার উপর বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশ পাইবে। হে কমল লোচনে! তুমি নবপল্লব শয্যাতে শয়ন করিয়া যখন বসন ও মেখলা বিবর্জ্জিত হইবে তাহা শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ আনন্দ প্রদান করিবে। শ্রীকৃষ্ণ কেবল তোমাকেই চিন্তা করিতেছেন। রজনী অবসান হইতেছে আমার বাক্য শ্রবণ কর। বিলম্ব করিওনা। শ্রীকৃষ্ণের কামনা পরিপূর্ণ কর। হে ভাগবতগণ শ্রীকৃষ্ণ সেবক শ্রীজয়দেব এই মধুর কথা রচনা করিলেন। যিনি সুকৃতির ফলে সকলের কামনার বিষয় হইয়াছেন সেই পরম রমণীয় শ্রীকৃষ্ণকে সকলে প্রমুদিত হৃদয়ে প্রণাম কর।

সুহই।

মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোহে দোহে পাওল পরশ মণি॥
দরশনে দুহুঁ মুখ দুহুঁ প্রেমে ভোর।
নয়নে ঝরয়ে দোঁহার আনন্দ লোর॥
সরস সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ।
উথলল দুহু মন মদন তরঙ্গ॥
সহচরীগণ সব আনন্দে ভাস।
দুহু মুখ হেরই নরোত্তম দাস॥ ১৩৫॥

শ্রীরাগ।

আজ বড় শোভারে মধুর বৃন্দাবনে।
রাই কানু বসিলা রতন সিংহাসনে॥
হেম নিরমিত বেদী মাণিকের গাঁথনি।
তার মাঝে রাইকানু চৌদিকে গোপিনী॥
একেক তরুর মুলে একেক অবলা।
মেঘে বেড়ল যেন বিজুরীক মালা॥
নব গোরাচনা গৌরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥
কাচ বেড়া কাঞ্চনে কাঞ্চন বেড়া কাচে।
রাইকনু দুহু তনু এক হৈয়া আছে॥
রস ভরে দুহু জন হইলা বিভোর।
দাস অনন্ত কহে না পাইনু ওর॥ ১৩৬॥

———

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

জয় জয়ন্তী।

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী ॥
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী ধারা বহে অরুণ নয়ানে ॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গঁড়ি যায়।
রাধা নাম জপে ক্ষণে ক্ষণে মুরু ছায় ॥
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল ॥ ১৩৭।

বালা-ধানশী।

অনুক্ষণ হেরিয়ে তোহে আন চিত।
দূরে গেও মুরলী আলাপন গীত ॥
মরম না কহ কাহে প্রাণ সাঙ্গাতি।
তুয়া মুখ হেরি জ্বলত মঝু ছাতি ॥
মরকত জিনিয়া কলেবর কাঁতি।
সো অব ঝামর কুবলয় ভাঁতি ॥
হেরইতে নিরমল লোচন জোর।
কো জানে কৈছে করত হিয়া মোর ॥
শুনইতে ঐছন সহচর বাণী।
ছোড়ি নিশ্বাস উলটায়ল পাণি ॥
দূর অবগাহ মরম অভিলাষ।
সমুঝিয়া কহ ঘন শ্যামর দাস ॥ ১৩৮ ॥

গান্ধার।

কালি দমন দিন মাহ (১)।
কালিন্দী কুল কদম্ব কি ছাহ॥

কত শত ব্রজ নব বালা।
পেখলু জনু থির বিজরিক মালা॥

তোহে কহ সুবল সাঙ্গাতি।
তব ধরি হাম না জান দিবারাতি॥ ধ্রু॥

তঁহি ধনি মণি দুই চারি।
তহি পুনঃ মনোমোহিনী এক নারী॥

সো রহু মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজ ধুমে ঘুম নাহি দীঠি॥

অনুক্ষণ তহিক সমাধি।
কো জানে কৈছন বিরহ বিয়াধি॥

দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা।
গোবিন্দ দাস কহে ঐছে নব নেহা॥ ১৩৯॥

ধানশী।

গেলি কামিনী, গজহুঁ গামিনী
বিহসী পালটি নেহারি।
ইন্দজালক, কুসুম সায়ক,
কুহকী ভেলি বরনারী॥

জোড়ি ভুজযুগ, মোড়ি বেড়ল,
ততহি বদন সুছন্দ।
দাম চম্পাকে, কাম পূজল,
যৈছে শারদ চন্দ॥

(১) কালিয় দমন দিন মাহ—কালিয় দমনের দিনে।

উরহি অঞ্চল, ঝাপি চঞ্চল,
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে শরদ ঘন জনু,
বেকত করল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে, জীবন জুড়ায়ব,
টুটত বিরহ কি ওর।
চরণে যাবক, হৃদয় পাবক,
দহই সব অঙ্গ মোর॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি, শুন হে যুবতি
চিন্তান্বিত নাহি হোয়।
সেই যে রমণী, পরম গুণমণি,
পুন কি মিলব মোয়॥ ১৪০॥

সুহই।

সুবলে নাগরে কহিছে কথা।
বিশাখা সুন্দরী আইল তথা॥
কি কথা কহিছ সুবল সনে।
কহিতে কহিতে কান্দিছ কেনে॥
কি কথা কহিছ নাগর রাজ।
আমাদের কহনা মনের কাজ॥
মনের মরম কহিবা যবে।
বেদনা বাঁটিয়া লইব তবে॥
শুনি দূতি মুখে ধরয়ে পাণি।
এ যদু নন্দন কহয়ে জানি॥ ১৪১॥

গান্ধার।

কাঞ্চন কমল, পবনে উলটায়ল,
ঐছন বদন সঞ্চারি।
সরবস লেই, পালটি পুনঃ বিন্ধল,
রঙ্গিনী বঙ্ক নেহারী॥
সজনি কো দেই দারুনক বাধা।
নয়নক সাঁধ আধ নাহি পূরল
পালটি না হেরিনু রাধা॥ ধ্রু॥
ঘন ঘন আঁচর, কুচ কনকাচল
ঝাপই হাসি হাসি হেরি।
জনু মঝু মন হরি কনয়া কুম্ভ ভরি,
মহুরি রাখল কত বেরি॥
যব মন বান্ধল, ইন্দ্রিয় ফাফর
তাহি মিলল আন আন।
কাঠক পুতলী, তাহে মন মুরছিত,
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥ ১৪২॥

বেলাবলী।

সজনি ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরী, নবীন কিশোরী,
নাহিতে দেখলু ঘাটে॥
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপরে পা।

অঙ্গের বসন, করিয়া আসন,
সে ধনী মাজিছে গা ॥
কিবা সে দুগুলি, শঙ্খ ঝলমলি,
সরু সরু শশি কলা।
মাজিতে উদয়, সুধু সুধাময়,
দেখিয়া হইনু ভোরা ॥
সিনিয়া (১) উঠিতে, নিতম্ব তটিতে,
পড়েছে চিকুর (২) রাশি।
কান্দিয়া আঁধার, কনক চাঁদার (৩)
শরণ লইল আসি ॥

চলে নীল শারী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর, হিয়া নহে থির
মনমথ জ্বরে ভোর ॥

কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলি আদেশে (৪)
শুনহে নাগর চাঁদা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী,
নাম বিনোদিনী রাধা ॥ ১৪৩ ॥

---

(১) সিনিয়া—স্নান করিয়া। (২) চিকুর—চুল। (৩) কনক চাঁদা—সোণার চাঁদ। (৪) পাঠান্তর—দাস লোচন কহয়ে বচন
শুনহে নাগর চাঁদা।

ধানশী।

অপরূপ পেখলু রামা।
কনক লতা (১) অবলম্বনে উয়ল (২)
হরিণ হীন-হিম ধামা (৩) ॥ ধ্রু ॥

নয়ন নলিনী দ্বৌ, অঞ্জনে রঞ্জিত,
ভাঙ বিভঙ্গি বিলাসা।
চকিত চকোর, জোর বিধি বান্ধল,
কেবল কাজর পাশা ॥

গিরিযুগ কনক, পয়োধর উপর
গীম (৪) গজমতি হারা।
কাম(৫) কম্বু(৬) ভরি, কনয়া শম্ভূপরি
ডারত সুরধুনি ধারা ॥

পয়সি প্রয়াগে, যাগ শত জাগই,
সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ, গোকুল নায়ক,
গোপীজন অনুরাগী ॥ ১৪৪ ॥

---

(১) কনকলতা—রাধিকার দেহ। (২) উয়ল—উদয় হইল। (৩) হরিণ হীন-হিম ধামা—অকলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্র। (৪) গীম—গ্রীবা। (৫) কাম—মদন। (৬) কম্বু—শঙ্খ।

শ্রীমতীর দেহ স্বর্ণলতা অবলম্বন করিয়া অকলঙ্ক বদন চাঁদের উদয় হইয়াছে। দুইটী নয়ন যেন দুটী পদ্ম। তাহার উপর অঞ্জন সুরঞ্জিত। তাহাতে ভ্রূ বিলাস দেখিয়া মনে হয় যেন বিধি চকিত চকোরকে কজ্জলের রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। পয়োধর দুইটী যেন স্বর্ণ পর্ব্বত। তাহার উপর গলদেশের গজমতি হার লম্বিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যেন স্বর্ণ-নির্ম্মিত বানলিঙ্গ শিবের উপর মদন শঙ্খ দ্বারা সুরধুনীর জলধারা বর্ষণ করিতেছে।

ধানশী।

শুন শুন সুন্দর নাগর রাজ।
সো ধনী বৈঠয়ে গুরুজন মাঝ॥
মৃগধী গোঙারী কবহু নাহি সঙ্গ।
বিপরীত বাণী কহলি তুহু মোয়।
কৈছনে ঐছন সঙ্গতি হোয়॥
ইথে এক অনুভব আছয়ে তায়।
বিধি যদি তাহে কিছু করয়ে সহায়॥
মাধবী কুঞ্জে কুসুম অনুপম।
তাহা তুহু যাই অব করহ বিশ্রাম॥
হাম অব যাইয়ে রাইক ঠাম।
গোবিন্দ দাস কহত পরিণাম॥ ১৪৫॥

ধানশী।

অলখিতে সহচরী মিলল যাই।
কো নাই জানল চলল লুকাই॥
প্রিয় সহচরী হেরি রাই হাসি বোল।
করে ধরি আনি বৈঠায়লি কোর॥
এ সখি কাহে আওলি তুহু গোই।
নিকপটে কহবি না রাখবি সোই॥
চতুর সুনাগরী, আদর জানি।
মরম নিবেদয়ে, লহু লহু বাণী॥

যব তুহু যমুনা করত সিনান।
তব তোহে দেখল নাগর কান ॥
মোহে পুছল সোই চতুর মুরারী।
হাম কহলু বৃষ ভানু কুমারী ॥
শুনইতে নাম মূরছি ভেল সোই।
গোবিন্দ দাস নিবেদই তোই ॥ ১৪৬ ॥

ধানশী।

শুনলো রাজার ঝি। তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধনে, পরাণে বধিলি একাজ করিলে কি।
বেলি অবসান কালে গিয়াছিলি নাকি জলে,
তাহারে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া, ধরিলি সখীর গলে।
তারে দেখায়ে বয়ান চান্দে, ফেলিলি বিষম ফান্দে।
তুহু তুরিতে আইলি, লখিতে নারিল ওই ওই বলে কান্দে ॥
তারে হৃদয় দরশি ঘোর, মন করলি চোর,
বিদ্যাপতি কহে, শুনলো সুন্দরি কানু জিয়াওবি মোর ॥ ১৪৭

সুহই।

হাদেলা সুন্দরি, প্রেমের আগোরি
শুনহে নাগর কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া, তোহারি লাগিয়া,
কান্দিয়া আকুল তথা ॥
রাই রাই করি, ফুকরি ফুকরি,
পড়ই ভূমির তলে।

ধরি মোর করে, কহয়ে কাতরে,
কেমনে সে ধনী মিলে ॥

রাই অত এ আইলু আমি।
কানুর পিরীতি, যতেক আরতি,
যাইলে জানিবা তুমি।

প্রেম অমিয়া, বাঢ়াও উহারে,
তোহারে কে করে বাধা।
চণ্ডীদাসে বলে, রাখি কুলশীল,
পুরাহ মনের সাধা ॥ ১৪৮ ॥

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি কমলিনি শুন হিতবাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি ॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভূত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সুত ॥
সবহু মাতঙ্গে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী ॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
প্রেমক রীতি অব বুঝহ বিচারি ॥ ১৪৯ ॥

শ্রীরাগ।

না জানি প্রেমরস নাহি রতি রঙ্গ।
কেমনে মিলব হাম সুপুরুখ সঙ্গ॥
তাহারি বচনে যদি করব পিরীত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশ ভীত॥
সখি হে হাম অব কি বোলব তোয়।
তা সঞে রভস কবহু নাহি হোয়॥
সো বর নাগর নব অঙ্গরাগ।
পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীউ নিকসব যব রাখব কোই॥
বিদ্যাপতি কহ মিছই তরাস।
শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস॥ ১৫০

সখিশিক্ষা।

কানাড়া।

শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ।
পহিলহি অলকা তিলক করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ।
যায়বি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।
দূর রহবি জনু বাত বিভঙ্গ॥

সজনি পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি॥
ঝাপবি কুচ দরশায়বি কন্ধ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক বন্ধ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুনঃ পুনঃ আব।
ভনয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যো গুণবন্ত সেই ফল পাব॥ ১৫১।

ভূপালী।

সখীগণ বচনে বাওল বেশ।
বিরচিল কবরী আচরি নিজ কেশ॥
ভালহি দেওল সিন্দূর বিন্দু।
চন্দন রেখ শোভে আধ ইন্দু॥
কত কত আভরণ সাজায়ল অঙ্গে।
হেরইতে মুরছে কতহু অনঙ্গে॥
নীল বসনে মুখ ঝাপিল গৌরী।
চললি নিকুঞ্জে শ্যামরসে ভোরি॥
মদন-মোহন মনোমোহিনী নারী।
জ্ঞান দাস কহু যাঙ বলিহারী॥ ১৫২॥

সুহিনী।

ললিতা উল্লাস প্রাণী সুবর্ণের চিরুণী আনি
মন সাধে আচরিল চুল।

বিশাখা কবরী বান্ধে করি মনোহর ছান্দে
সারি সারি দিল নানা ফুল ॥
চিত্রা সময় জানি সুবর্ণের সীথি আনি
যতনে দেয়ল সীথি মূলে
চম্পক লতিকা ধনী অপূর্ব্ব সিন্দূর আনি
যতনে পরাওল ভালে ॥
নানা রত্ন কর্ণমূলে রঙ্গদেবী পরাইলে
শোভা অতি কহনে না যায়।
সুদেবী হরিষ হৈয়া গজমতি হার লৈয়া
গলে দিয়া নিরখিয়া রয়।
বাকি আভরণ ছিল তুঙ্গবিদ্যা পরাইল
ইন্দুরেখা পরায় নূপুর।
গোবিন্দ দাস অভিলাষী হইতে রাধার দাসী
তবহি মনোরথ পূর ॥ ১৫৩ ॥

অভিসার।

ধনী ধনী বনি অভিসার।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী প্রেম তরঙ্গিনী
সাজল শ্যাম বিহারে ॥
চলইতে চরণের সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ পান কি লোভে ॥

সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত
যাহা যাহা পদচিহ্ন শোভে ॥
কনক লতা জিনি জিনি সৌদামিনী
বিধির অবধি রূপ সাজে।
কিঙ্কিণী রণ রণি বঙ্করাজ ধ্বনি
চলইতে সুমধুর বাজে ॥
হংসরাজ জিনি গমন সুলাবণী
অবলম্বন সখী কান্ধে।
অনন্ত দাস ভনে মিললি নিকুঞ্জ বনে
পূরইতে শ্যাম মন সাধে ॥ ১৫৪ ॥

অভিসার।

(প্রকারান্তর)

ভূপালী।

সখীর বচনে ধনী থির করি চিত।
করইতে গমন ভেল উপনীত ॥
পদ দুই চারি চলিল সখী মেলি।
ধস ধস অন্তর ধাধস ভেলি ॥
ক্ষণে ক্ষণে চঙকি পাদ পালটায়।
ক্ষণে কাতর দিঠে সখী মুখ চায় ॥
সখীগণ পুনঃ পুনঃ করে আশোয়াস।
ঐছন কুঞ্জে মিলল হরি পাশ।
দূরে হেরই যদুনন্দন দাস ॥ ১৫৫ ॥

সুহই।

শুন শুন সুন্দর কানাই। তোহে সোঁপিনু ধনী রাই॥
কমলিনী কোমল কলেবর। তুহুঁ সে ভোখিল মধুকর॥
সহজে করবি মধুপান। ভুলহ জানি পাঁচ বান॥
পরবোধি পয়োধর পরশহ। কুঞ্জরে জনু সরোরুহ॥
গণইতে মোতিম হারা ছলে পরশবি কুচ ভারা॥
না বুঝয়ে রতি রস রঙ্গ। ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে ভঙ্গ॥
শিরীষ কুসুম জিনি তনু। থোরি সহাবি ফুল ধনু॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে। দোতীক মিনতি তুয়া পায়ে। ১৫৬

যথারাগ।

একে ধনী পদুমিনী সহজেই ছোটি।
করে ধরইতে কত করুণা কোটী॥
হট পরিরম্ভণে নহি নহি বোল।
হরি ডরে হরিণী হরি হিয়ে ডোল॥
বালি বিলাসিনী আকুল কান।
মদন কৌতুক কিয়ে হঠ নাহি মান॥
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধা মাধব পহিলহি সঙ্গ॥ ১৫৭॥

সুহিনী।

মলয়জ-মিলিত যমুনা জল শীতল
বংশীবট নিরমান।
নিকটহি নীপ কদম্ব তরু কুসুমিত
কোকিল ভ্রমর করু গান॥

তার তলে তিরিভঙ্গ তরুণ তমাল তনু
বামে রসবতী রাই।
একে নব জলধর কোরে বিজুরী থির
কাঞ্চনে রতন মিশাই॥

দুহুতনু এক মন নিবিড় আলিঙ্গন
দুহু জন একই পরাণ।
বসু রামানন্দ ভনে তুলনা না হয় মনে
রূপের নিছনি পাঁচ বাণ॥ ১৫৮॥

সুহই।

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।
দুহার রূপের নাহিক উপমা
প্রেমের নাহিক ওর॥

হিরণ কিরণ আধ বরণ
আধ নীলমণি জ্যোতি।
আধ গলে বন মালা বিরাজিত
আধ গলে গজমোতি॥

আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল
আধ রতন ছবি।
আধ কপালে চাঁদের উদয়
আধ কপালে রবি॥

আধ শিরে শোভে ময়ূর শিখণ্ড
আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক কমল করে ঝল মল
ফণি উগারয়ে মণি॥

মন্দ পবন মলয় শীতল
কুণ্ডল উরয়ে বায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতারে
ডুবল শেখর রায়॥ ১৫৯॥

পঞ্চম অধ্যায়।

—:*:—

রূপানুরাগ।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

ভৈরবী

পশ্য শচীসূত মনুপমরূপং।
খণ্ডিতামৃত রস নিরুপম কূপম্॥
কৃষ্ণরাগ কৃত মানস তাপং।
লীলা প্রকটিত রুদ্র প্রতাপম্॥
প্রকটিতং পুরুষোত্তম সবিষাদং।
কমলা কর কমলাঞ্জিত পদম্॥
রোহিত বদন তিরোহিত ভাষং।
রাধা মোহন কৃত চরণাশম্॥ ১৬০॥

গুর্জ্জরী।

মধুকর রঞ্জিত মালতী মণ্ডিত জিত ঘন কুঞ্চিত কেশম্।
তিলক বিনিন্দিত শশধর রূপক যুবতী মনোহর বেশম্॥
সখি কলয় গৌর মুদারং।
নিন্দিত হাটক কান্তি কলেবর গর্ব্বিত মারক মারং॥ ধ্রু
মধু মধুর স্মিত লোভিত তনু ভৃত মনুপম ভাব বিলাসম্॥
নিধুবন নাগরী মোহিত মানস বিকথিত গদ গদ ভাষং।
পরমাকিঞ্চন কিঞ্চন নরগণ করুণা বিতরণ শীলম্।
ক্ষোভিত দুর্ম্মতি রাধামোহন নাথ নিরুপম নীলং॥ ১৬১।

মায়ুর।

বিনোদ ফুলের বিনোদ মালা
বিনোদ গলে দোলে।
কোন বিনোদিনী গাথিল মালা
বিনোদ বিনোদ ফুলে ॥ ধ্রু ॥

বিনোদ কেশ বিনোদ বেশ
বিনোদ বরণ খানি।
বিনোদ মালা গলায় আলা
বিনোদ দোলানি ॥

বিনোদ বন্ধন বিনোদ চিকুর
বিনোদ মালায় বেড়া।
বিনোদ নয়ানে বিনোদ চাহনি
বিনোদ আঁখির তারা ॥

বিনোদ বুক বিনোদ মুখ
বিনোদ শোভা করে।
বিনোদ নগরে বিনোদ নাগর
বিনোদে বিহরে ॥

বিনোদ বলন বিনোদ চরণ
বিনোদ সঙ্গিয়া সঙ্গে।
লোচন বলে বিনোদিনীর
বিনোদ গৌরাঙ্গে ॥ ১৬২ ॥

সুহই।

কুন্দন কনক কমল রুচি নিন্দিত
সুরধুনী তীর বিহারী।
কুঞ্চিত কণ্ঠ ললিত কুসুমাকুল
কুল কামিনী মনোহারী॥

জয় জয় জগজীবন যশধীর।
জাহ্নবী যমুনা যেন জলধর বরিখন
ঐছে নয়ানে বহে নীর॥ ধ্রু॥

পদুমিনী পূরব পিরীতি পুলকাইত
পরিজন প্রেম পসারি।
পহিরণ পীততট নিপতিতাঞ্চল
পদ পঙ্কজ পরচারী॥

রসবতী রমণী রঞ্জন রুচিরানন
রতিপতি রঙ্গিত তায়।
রসিক রসায়ন রসময় ভাষণ
রচয়তি শেখর রায়॥ ১৬৩॥

সুহই।

মুদির মাধুরী মধুর মূরতি
মৃদুল মোহন চাঁদ।
মৌলি মালতী মালে মধুকর
মোহিত মনমথ ফাঁদ॥

গৌর সুন্দর সুঘড় শেখর
শরদ শশধর হাস।
সঙ্গে সাজক সুঘড় ভাবক
সতত সুখময় ভাষ॥
চীন চাঁচর চিকুর চুম্বিত
চারু চন্দ্রিক মাল।
চকিতে চাহিতে চপল চমকিতে
চির চোরল ভাল॥
গান গুর্জ্জরী গৌরী গান্ধার
গমক গরজন তায়।
গমন গজপতি গরব গঞ্জিত
গাওয়ে শেখর রায়॥ ১৬৪॥

কামোদ।

অতুল অতুল, গৌরাঙ্গের রূপ, অতুল অতুল তাহার আভা।
অতুল অতুল, শশাঙ্ক বয়ানে অতুল হাসির শোভা॥
অতুল যজ্ঞসূত্রের গোছাটী অতুল অতুল গীমেতে দোলে।
অতুল রজত-সরিৎ জনু, অতুল হিমাদ্রি কোলে॥
অতুল অতুল, শুক চঞ্চু তুল, অতুল নাসিকা শোহে।
অতুল অতুল, সফরী নয়ানে, অতুল চটুল চাহে॥
অতুল অতুল পক্ক বিম্বফল, জিনি ওষ্ঠ দুটি তার।
অতুল অতুল, দশনের রুচি, জনু মুকুতার হার॥
অতুল হেলন, অতুল দোলন, অতুল চলন তায়।
অতুল রূপেতে বাতুল সকল, বঞ্চিত শেখর রায়॥ ১৬৫॥

কামোদ।

মধুর মধুর গৌর কিশোর মধুর মধুর নাট।
মধুর মধুর, সব সহচর, মধুর মধুর হাট॥
মধুর মধুর, মৃদঙ্গ বাজত, মধুর মধুর তান।
মধুর রসে মাতিল ভকত গাওত মধুর গান॥
মধুর হেলন, মধুর দোলন মধুর মধুর গতি।
মধুর মধুর বচন সুন্দর, মধুর মধুর ভাতি॥
মধুর অধরে জিনি শশধর, মধুর মধুর হাস।
মধুর আরতি, মধুর পিরাতি, মধুর মধুর হাস॥
মধুর যুগল নয়ান রাতুল মধুর ইঙ্গিতে চায়।
মধুর প্রেমের মধুর বাদর বঞ্চিত শেখররায়॥১৬৬॥

শ্রীরাগ।

ক হেরিলাম অপরূপ গোরা গুণনিধি।
কতই চন্দ্র নিঙারিয়া নিরমিল বিধি॥
উগারই সুধা জনু গোরামুখের হাসি।
নিরখি [illegible] গোরা রূপ হৃদয়ে রৈল পশি॥
আঁখি পালটিতে কত যুগ হেন মানি।
[illegible] গেঁথে থোব গোরা রূপ খানি॥
মন অভিলাষ ক্ষমা নাহি হয় মোর।
গোবিন্দ দাস কহে মুঞি ভেল ভোর॥১৬৭॥

কামোদ।

সুন্দর সুন্দর, গৌরাঙ্গ সুন্দর, সুন্দর সুন্দর রূপ।
সুন্দর পিরীতি, রাজ্যের যেমতি, সুঘড় সুন্দর ভূপ॥

সুন্দর বদনে, সুন্দর হাসনি, সুন্দর সুন্দর শোভা।
সুন্দর নয়নে সুন্দর চাহনি সুন্দর মানস লোভা॥
সুন্দর নাসাতে সুন্দর তিলক সুন্দর দেখিতে অতি।
সুন্দর শ্রবণে সুন্দর কুণ্ডল সুন্দর তাহার জ্যোতি॥
সুন্দর মস্তক সুন্দর কুন্তল সুন্দর মেঘের পারা।
সুন্দর গীমেতে সুন্দর দোলয়ে সুন্দর কুসুম হারা॥
সুন্দর নদীয়া নগরে বিহার সুন্দর চৈতন্য চাঁদ।
সুন্দর লীলার গৌরভ না বুঝে শেখর জনম আঁধ॥ ১৬৮॥

বালা-ধানশী।

গৌরাঙ্গ লাবণ্য রূপের, কি কহব একমুখে,
আর তাহে ফুলের কাঁচনি (১)।
ও চাঁন্দ মুখের হাসি, জীব না গো হেন বাসি,
আর তাহে ভাতিয়া (২) চাহনি॥
(সই লো) বিহি (৩) গঢ়ল কত ছান্দে।
কেমন কেমন করে মন, সব লাগে উচাটন
পরাণ পুতলী মোর কান্দে॥
বিধিরে বলিব কি, করিল কুলের ঝি,
আর তাহে নহে স্বতন্তরী (৪)।
গেল কুল লাজ ভয়, পরাণ রহিবার নয়
মনের অনলে পুড়ে মরি॥

(১) কাঁচনি—শোভা। (২) ভাতিয়া—ভঙ্গিমা যুক্ত।
(৩) বিহি—বিধি। (৪) স্বতন্তরী—স্বাধীনা।

কহিব কাহার আগে, কহিলে পিরীতি ভাঙ্গে
চিত মোর ধৈরজ না বান্ধে।
নয়নানন্দের বাণী, শুন শুন ঠাকুরাণী
ঠেকিলা গৌরাঙ্গ প্রেম ফাঁদে ॥ ১৬৯ ॥

শ্রীরাগ।

কি হেরিলাম গোরারূপ না যায় পাসরা।
নয়নে অঞ্জন হৈয়া লাগিয়াছে পারা ॥
জলের ভিতর ডুবি জলে দেখি গোরা।
ত্রিভুবন ময় গোরাচাঁদ হৈল পারা ॥
তেঁই বলি গোরারূপ অমিয়া পাথার।
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার ॥
নরহরি দাস কয় নব অনুরাগে।
সোণার বরণ গোরাচাঁদ হিয়ার মাঝে জাগে ॥ ১৭০ ॥

রামকেলী।

আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ধবল পাটের জোড় পরেছে, রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়াছে
চরণ উপর দুলি যাইছে কোচা।
বাকমল সোণার নূপুর বেজে যাইছে মধুর মধুর
রূপ দেখিতে ভুবন মুরছা ॥
দীঘল দীঘল চাচর চুল তায় দিয়াছে চাঁপাফুল
কুন্দ মালতির মালা বেড়া ঝুটা।
চন্দন মাখা গোরা গায় বাহু দোলাঞা চলে যায়,
ললাট উপর ভুবনমোহন ফোঁটা ॥

মধুর মধুর কয় কথা, শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা,
চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা।
বাহুর হেলন দোলন দেখি, করীর শুণ্ড কিসে লেখি
নয়ান বয়ান যেন কুদে কোঁদা॥

এমন কেউ ব্যথিত থাকে, কথার ছলে খানিক রাখে
নয়ান ভরে দেখি রূপ খানি।
লোচন দাসে বলে কেনে, নয়ান দিলি উহার পানে
কুল মজালি আপনা আপনি॥ ১৭১॥

শ্রীরাগ।

গৌর প্রেয়সী একটা নারী।
অন্য নায়িকারে কহিছে ঠারি॥
অদত্তা তনয়া রহিল ঘরে।
কেমনে অন্ন রোচয়ে তোরে।
মতি গুণবতী তনয়া বড়।
গৌর বিশ্বম্ভরে সম্বন্ধ কর॥
গুণশীল গৌর অসীম রূপ।
বিদ্যা বিনোদিয়া রসিক ভূপ॥
চৌষট্টি মহান্ত গোপাল বার।
এসব কুটুম্ব হইবে তোর॥
নিতাই অদ্বৈত শ্রীমাধব সুত।
শ্রীবাসাদি মেলি এ পঞ্চতত্ত্ব॥

এসব কুটুম্ব হইলে পরে।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব আসিবে ঘরে॥
অরুণ বসন পরায়ে দিলে।
মলিন হবেনা কোনও কালে॥
ভাব অলঙ্কার দিবেক গায়।
আদর চন্দন মাখিবে তায়॥
হরিনামামৃত খাইতে দিবে।
বিনয় বচনে সবে তুষিবে॥
কহে কৃষ্ণদাস শুন গো মাই।
ইছা ছাড়া আর সম্বন্ধ নাই॥ ১৭২॥

যথারাগ।

সই কে বলে গৌরাঙ্গ ভাল।
বাহিরে উহার সোণার বরণ
ভিতরে কেবল কাল॥
বাহিরে দেখিতে সরল সুন্দর
কেবল পটের আঁকা।
ভিতর খোজিয়া দেখেছ কি তার
তিন খানে তিন বাঁকা॥
বাহিরে গোরা সাধু সুপণ্ডিত
সাত্ত্বিক ভাবেতে ভোর।
ভিতর খোজিলে দেখিতে পাইবে
ও বড় দারুণ চোর॥

বাহিরে দেখিছ পুরুষ আকার
সকলই পুরুষ কয়।
প্রকৃতির ভাবে বিভাবিত দেহ
ভিতর প্রকৃতি ময়॥

বাহিরে দেখিছ পরের রমণী
না চাহে নয়ান কোণে।
অন্তরে উহার পরাণ কান্দিছে
সুধু পরনারী গুণে॥

বাহিরে দেখিতে ব্রাহ্মণ তনয়
ব্রহ্মণ্য ধরয়ে ভূপ।
মোর মনে হয় ব্রাহ্মণ ও নয়
ভিতরে কেবল গোপ॥

গোরা কিসের ভাল সই।
ভালর লক্ষণ কি আছে এমন
শুন তার গুণ কই॥

রমণীর অঙ্গ লইয়া দেহ
ভাবের তরঙ্গে ভাসে।
পাগলের প্রায় ইতি উতি ধায়
কান্দিয়া কান্দিয়া হাসে॥

আপনে পাগল বোলে হরি বোল
লোকেরে পাগল করে।

কি পুরুষ নারী পাছু না বিচারি
পাগল হইয়া মরে ॥
জ্ঞান দাসে কয় ভাবের তরঙ্গ
ভাব কে বুঝিতে পারে।
চৈতন্য ভাবের ভাবুক নহিলে
আনে কি বুঝিতে পারে ॥ ১৭৩ ॥

সুহই।

কানু সে বিনোদ রায়।
বিনোদ চিকুরে বিনোদ বরিহা
উড়িছে বিনোদ বায় ॥
বিনোদ কপালে বিনোদ তিলক
বিনোদ বিনোদ সাজে।
কোন বিনোদিনী বিনোদ গাথনী
গেথেছে বিনোদ ফুলে ॥
বিনোদ কটিতে বিনোদ ধটি
বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিনোদ চরণে বিনোদ নূপুর
বিনোদ বিনোদ বাজে ॥
কহে যদুনাথ বিনোদ হেরিয়া
বিনোদ কদম্ব মূলে।
কত বিনোদিনী বিনোদ হেরিয়া
কলসী ভাসাইল জলে ॥ ১৭৪ ॥

কামোদ।

সো বর নাগর রাজ।
তপন তনয়া (১) তটে নিপহি (২) নিকটে
হিলন নটবর রাজ ॥ ধ্রু ॥
মরকত মকর রতন জিনি লাবণী
প্রতি তনু পিরীতি পসার।
শারদ চাঁদ ফাঁদ মুখ মণ্ডল
কুণ্ডল শ্রবণে বিহার ॥
নাচত ভাঙ মদন ধনু ভঙ্গিম
নট খঞ্জন দিঠি জোর।
বান্ধুলী অধরে মুরলী রব মাধুরী
শ্রুতি মন মাতায়ল মোর ॥
উড়েত চূড় চারু শিখি চন্দ্রক
মলয় পবন সহ মেল।
ভনে যদুনন্দন সবহু রসায়ন
মম মন রসায়ন কেল ॥ ১৭৫ ॥

সুহিনী।

চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়াছে
ধরনে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গারিয়া মুখখানি মাজিয়াছে
না জানি তায় কত সুধা দিয়া ॥

(১) তপনতনয়া—যমুনা। (২) নিপহি—কদম্ব তরু।

অধরের দুটি কুল জিনিয়া বান্ধুলী ফুল
হাসি খানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে বিজুরী প্রকাশ করে
জাতি কুল মজাইল তায়॥

ভূরু যুগ সন্ধান কামের কামান বাণ
হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটী আঁখি।
অরুণ নয়ান কোণে চাঞাছিল আঁমা পানে
সেই হইতে শ্যাম রূপ দেখি॥

যমুনার ঘাট হৈতে উঠিয়া আসিতে পথে
সখি কিবা অপরূপ তনু।
জ্ঞান দাসেতে কয় সুধই সে সুধাময়
গোকুলে নন্দের বালা কানু॥ ১৭৬॥

রামকেলি।

ম'নু ম'নু শ্যাম অনুরাগে।
মনোহর মধুর মুরতি নব কৈশার
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

জীতে পসারিতে নারি বল কিবা বুদ্ধি করি,
কি শেল রহল মোর বুকে।
বাহির হৈয়া নাহি যায়, টানিলে না বাহিরায়
অন্তর জ্বলয়ে ধিকে ধিকে॥

চরণে চরণ থুঞা অধরে মুরলী লৈয়া
দাঁড়াইয়া তেরছ নয়ানে।
অঙ্গুলী লোলায়ে শ্যাম কি জানি কি দেখাইল
সে কথা পড়য়ে সদা মনে॥
কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরতীত (১) যায়
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি।
বসু রামানন্দের বাণী দিবা নিশি নাহি জানি
গোপনে গুমরি মরি মরি॥ ১৭৭॥

ধানশী।

শ্যামরূপ হেরি সখি প্রাণ মোর কান্দে।
নাগরী মোহন চূড়া বান্ধে কত ছান্দে॥
দোসুতি মুকুতা মালা কেশের সাজনী।
রতনে জড়িত মণি মাণিকের খেচনি॥
মল্লিকা কলিফা শোভে চূড়ার দুই পাশে।
ভুবন ভুলাল ময়ূর পাখার বিলাসে॥
নবঘন জিনি অঙ্গ পীত পরিধান।
আগে পাছে কত মত্ত অলি করে গান॥
মুকুরে নিরখে রূপ সুখের নাহি ওর।
আপনার রূপে নাগর আপনি বিভোর॥
রহই ত্রিভঙ্গ হই হিলন কদম্ব।
দাস অনন্ত চিতে লাগি গেল ধন্দ॥ ১৭৮॥

(১) পরতীত—বিশ্বাস।

রূপানুরাগ।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

(প্রকারান্তর)

কামোদ।

দামিনী দাম (১) দমন রুচি (২) দরশনে
দূরে গেও দরপক (৩) দাপ (৪)
শোণ কুসুম (৪) তাহে কোন গনিয়েরে
প্রাতর অরুণ সন্তাপ (৫)॥
গোরা রূপের যাই বলিহারি।
হেরি সুধাকর মূরছি চরণ তলে
পড়ু দশনখ রূপধারী॥
সুবরণ (৬) বরণ হেরি নিজ কুবরণ
মানি আপন মনস্তাপি।
নিজ তনু জারি (৭) ভসম (৮) সম করইতে
পৈঠল (৯) অনল সন্তাপে॥
যা সম বিধিক অধিক নাহি অনুভবি (১০)
তুলনা দিবার নাহি ঠোর (১১)।

---

(১) দামিনী দাম—বিদ্যুৎ-মালা। (২) রুচি—কান্তি। (৩) দরপক—দর্পক, মদন। (৪) দাপ—দর্প। (৪) শোণ কুসুম—রক্তোৎপল। (৫) সন্তাপ—তাপ। (৬) সুবরণ—সুবর্ণ-স্বর্ণ। (৭) জারি—জ্বালি (৮) ভসম—ভস্ম। (৯) পৈঠল—প্রবেশ করিল। (১০) অনুভবি—অনুভব করি। (১১) ঠোর—স্থান।

জগদানন্দ কহুঁ পহুঁক তুলনা, পহুঁ (১২)
নিরুপম গৌর কিশোর ॥ ১৭৯ ॥ *

বেলোয়ার ।

বিকচ (১) সরোজ (২) ভাণ মুখ মণ্ডল,
দিঠি ভঙ্গিম নট খঞ্জন (৩) জোর ।
কিয়ে মৃদু মাধুরী হাস উগারই
পিই পিই আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর ॥
বরণি না হয় রূপ বরণ চিকণিয়া ।
কিয়ে ঘন পুঞ্জ কিয়ে কুবলয় দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্র নীল মণিয়া ॥ ধ্রু ॥
অঙ্গদ বলয়া হার মণি কুন্তল
চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিণী কলনা ।

(১২) পহুঁ—প্রভু ।

(১৭৯) গৌরকান্তি বিদ্যুৎমালার কিরণকেও পরাভব করিয়াছে দেখিয়া মদনের গর্ব্ব দূর হইল । শোণ কুসুম সঙ্গেও গৌররূপের তুলনা হয় না । প্রভাতের অরুণ সন্তাপ প্রাপ্ত । গগনের চাঁদ দশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া চরণের দশনখে বিরাজ করিতেছে । স্বর্ণ গৌরবরণের তুলনায় নিজবরণ কুবরণ মনে করিয়া ভস্ম হইবার আশায় অনলে প্রবেশ করিয়াছে । গৌররূপের তুলনা দিবার যোগ্য কিছু ন'ই । গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তুলনা মহাপ্রভু স্বয়ং ।

(১) বিকচ—বিকশিত । (২) সরোজ—পদ্ম । (৩) নট খঞ্জন—নৃত্যশীল খঞ্জন ।

(১৮০) বিকশিত পদ্মের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল । নৃত্যশীল যুগল খঞ্জনের ন্যায় যুগল চঞ্চল নয়ন । কৃষ্ণ বদনখানি মৃদু মাধুরী যুক্ত হাসি উদ্গীরণ করিতেছে । আমার নয়ন, যুগল তাহার মধুপানে বিভোর হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের

আভরণ বরণ কিরণ কিয়ে ঢর ঢর
কালিন্দী জলে যৈছে চান্দকি চলনা ॥
কুঞ্চিত কেশ, খচিত কুসুমাবলি
তছুপর শোভে শিখি চাঁদকি ছান্দে।
অনন্ত দাস পহুঁ অপরূপ লাবণি
সকল যুবতি মন পড়লহি ফান্দে ॥ ১৮০ ॥

বরাড়ী।

কুটিল কুন্তল কুসুম কাঁচনি
কান্তি কুবলয় ভাস।
কুঞ্চিতাধর কুমুদ কৌমুদী
কুন্দ-কৈরব-হাস ॥
কানু কালিন্দী কুল কাননে
কুঞ্জে কুঞ্জর রাজ।
কামিনী কুচ কুঙ্কমাঞ্চিত
কাম-কোটি বিরাজ ॥
কনক কিঙ্কিণী কঙ্কণাঙ্গদ
কুণ্ডলাঞ্চিত অংস।

অঙ্গদ, বলয়া, হার, মণিকুণ্ডল, নূপুর, কিঙ্কিনী প্রভৃতির বর্ণ কি সুন্দর! কিরূপ ঢর ঢর। এসব কালিন্দীর জলে যেন চঞ্চল চন্দ্রবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কুঞ্চিত কেশগুলি কুসুম দ্বারা সুশোভিত। তাহার উপর ময়ূর পুচ্ছের ছান্দে মোহন চূড়া বিরাজিত। পদকর্ত্তা অনন্ত দাস বলিলেন শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে সকল যুবতীর মন ফাঁদে পড়িল।

কেলি কোকিল কণ্ঠীকণ্ঠুক
কাকলী কৃত বংশ ॥
কেশরি রুচি কম্বু কন্দর
কুঞ্জ কেশর দাম।
কলি-কাল-কালিয় কবল কম্পিত
দাস গোবিন্দ নাম ॥ ১৮১ ॥

শ্রীরাগ।

উজোর (১) হার উর (২) পীতবসন ধর
ভালহি চন্দন বিন্দু।
মিলিত বলাকিনী (৩) তড়িত জড়িত ঘন,
উপরে উজারল ইন্দু ॥
পেখলু শ্যামর ধাম।
কুঞ্জ সমীপে নীপ অবলম্বই
রহই ত্রিভঙ্গিম ঠাম ॥
চরণ অবধি বনমালা বিরাজিত
হেরইতে উনমত হোই।
মধুকরী ছলে কত ব্রজ রমণী চিত
তহি রহি গতি মতি খোই ॥

(১) উজোর—উজ্জ্বল। (২) উর—বক্ষ। (৩) বলাকিনী—বকশ্রেণী।

(১৮২) তাহার বক্ষে উজ্জ্বল হার, পরিধানে পীতবাস, ললাটে চন্দনবিন্দু। বক্ষের মুক্তাহার যেন বকশ্রেণী। পীতাম্বর যেন নব জলধরে বিদ্যুত জরিত। চন্দন বিন্দু যেন মেঘের উপর চাঁদের উদয় হইয়াছে।

মুরলী আলাপি ঝাপি গগনাবধি
গাওত কতহু সুতান।
কহ ঘনশ্যাম দাস চিত ফুরত
রোয়ত মদন মান ॥ ১৮২ ॥

যথারাগ।

নবহু রুচি দেহ সখি নীপহি মূলে পেখনু
নয়ন মন ভুলল মঝু ভরমং।
নৌতুন তমাল কিয়ে কিয়ে দামিনী অম্বর
লখিতে নারিনু হাম কাল কি গউরং ॥
উচ্চ চূড়া টেরা নব পুচ্ছ তাহে কাপড়
বিরাজিত সতত তছু বামং।
ইন্দ্রধনু আকৃতি চূড়াপর শোভই
শোভিত মনি মুকুতার দামং ॥
অঙ্গাকৃতি ভাঙ্গ বাঁকা বঙ্কিম সুচাহনী
করেতে বাশী অধরে হাসি শোভং।
শশী শেখর সঙ্গে হাম যৈরূপ পেখনু
সেইরূপ জাগে হৃদি নিশি দিবসং ॥ ১৮৩॥*

কামোদ।

মরকত (১) মঞ্জু (২) মুকুর (৩) মুখ মণ্ডল
মুখরিত মুরলী সুতান।
শুনি পশু পাখী শিখিকুল আকুল
কালিন্দী বহয়ে উজান ॥

(১) মরকত—নীলকান্তমণি। (২) মঞ্জু—মনোহর। (৩) মুকুর—দর্পণ

কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ।
কামিনী মনহি মূরতি ময় মনসিজ (১)
জগজন নয়ন আনন্দ ॥ ধ্রু ॥
তনু অনুলেপন ঘন সার চন্দন
মৃগ মদ কুঙ্কুম পঙ্ক।
অলিকুল চুম্বিত অবনী বিলম্বিত
বনি বনমালা বিটঙ্ক (২) ॥
অতি সুকুমার চরণ তল শীতল
জিতল শরদরবিন্দ (৩)।
রায় বসন্ত মধুপ অনুসন্ধিত
নিন্দিত দাস গোবিন্দ ॥ ১৮৪ ॥ *

শ্রীরাগ।

দেখে এলামে তারে সই দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে এতরূপ নয়নে না ধরে ॥ ধ্রু ॥
বেধেছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়ে।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়ে ॥
কালিয়া বরণ খানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হ'তে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হিলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হলেম অচেতন ॥
গৃহ কর্ম্ম করিতে এলায় সব দেহ।
জ্ঞান দাস কহে বিষম শ্যামের লেহ ॥ ১৮৫ ॥ *

(১) মনসিজ—মদন। (২) বিটঙ্ক—সুন্দর। (৩) অরবিন্দ—পদ্ম।

ত্রিরোতা-ধানশী।

এমন কালিয়া চাঁদ কে আনিল দেশে।
অকলঙ্ক কুলেতে কলঙ্ক পরবেশে॥
গগনেতে একই চাঁদ ইহাই মোরা জানি।
ঘাটের কূলে চাঁদের গাছ কে রোপিল আনি
চাঁদের গাছে চাঁদের পাতা চাঁদের ফুল ফলে।
এমন কভু দেখি নাই চাঁদের গাছ'চলে॥
দশ চাঁদ নাচে গায় মুরলীর রন্ধে।
আর দশ চাঁদ তার চরণার বৃন্দে॥
চূড়াতে কতেক চাঁদ দেখি লাগে ধাঁধাঁ।
কপালে কতেক চাঁদ মন রইল বাঁধা॥
যদুনাথ দাস কহে দেখ না যাইয়া।
চাঁদ নহে নন্দ সুত আছে দাঁড়াইয়া॥ ১৮৬॥

ধানশী।

রূপ লাগি আখি ঝরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি স্থির নাহি বান্ধে॥
কি আর বলিব সই কি আর বলিব।
যে পণ করেছি মনে সেই সে করিব॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥

হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহু লহু হাসে পহু পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি নানা রঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের সকল লোক করে কাণা কাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি॥ ১৮৭॥

ভূপালী।

চলু চলু সুন্দরি হরি অভিসার।
যামিনী উচিত রাই রচহ সিংহার॥
যৈছেন রজনী উজরোল চান্দ।
ঐছন বেশ ভূষণ করু বন্ধ॥
এ ধনি ভাবিনি কি কহব তোয়।
নিশ্চয় নাগর তুয়া বশ হোয়॥
তুহু রস নাগরী নাগর রসপুঞ্জ।
তুরিতে চলহ ধনি কেলি নিকুঞ্জ॥
একলি নিকুঞ্জবনে আকুল কান।
কবি বিদ্যাপতি কহে করহ পয়ান॥ ১৮৮॥

সিন্ধুড়া।

কাজ কি ভূষণে আমার কাজ কি ভূষণে।
মন যে করে শ্যামের তরে
পরাণে তা জানে॥

নয়ন ভূষণ শ্যাম দরশন
শ্রবণ ভূষণ গুণে।
করের ভূষণ শ্রীপদ সেবন
বদন ভূষণ নামে॥
অন্তর ভূষণ শ্যাম প্রেম মণি
জিনি মনমথ রাজে।
হিয়ার ভূষণ শ্যামাঙ্গ পরশন
ভূষণে কি আর কাজে॥
কণ্ঠের ভূষণ কলঙ্কের হার
নাসার ভূষণ গন্ধ।
পিরীতি ভূষণ প্রতি তনু মন
কহয়ে দাস গোবিন্দ॥ ১৮৯॥

ধানশী।

করিবর রাজ- হংস জিনি গামিনী
চললহি সঙ্কেত গেহা।
অমল তড়িত দণ্ড হেম মঞ্জরী
জিনি অতি সুন্দর দেহা॥
জলধর তিমির চামর জিনি কুণ্ডল
অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে।
ভাঙলতা ধনু ভ্রমর ভুজঙ্গিনী
জিনি আধ বিধুবর ভালে॥

মলিনী চকোর, সফরী সব মধুকর,
মৃগী খঞ্জন জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল, গরুড় চঞ্চু জিনি,
গৃধিণী শ্রবণ বিশেখি॥

কনক মুকুর শশী, কমল জিনিয়া মুখ,
জিনি বিম্ব অধর প্রবালে।
দশন মুকুতা জিনি, কুন্দ করগ বীজ,
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে॥

বেল তাল যুগ হেম কলস গিরি
কটরি জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল, পাশ বল্লরী জিনি
ডমরু সিংহ জিনি মাজা॥

লোম-লতাবলী শৈবাল কজ্জল
ত্রিবলী তরঙ্গিনী রঙ্গা।
নাভি সরোবর সরোরুহ-দল জিনি
নিতম্ব জিনিয়া গজ কুম্ভা॥

উরুযুগ কদলী করিবর-কর জিনি
স্থল পঙ্কজ পদপাণি।
নখ দাড়িম বীজ ইন্দু রতন জিনি
পিকু জিনি অমিয়া বাণী॥

ভনয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মূরতি
রাধারূপ অপারা।

রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা ॥ ১৯০ ॥

ভাটয়ারি।

নব অনুরাগ ভরে রহিতে না পারে ঘরে
চলে ধনী সখি একসঙ্গে।
চলিতে না চলে পা ধরনে যায় গা
কুঞ্জে মিলল হেন রঙ্গে ॥
দেখিয়া বিনোদ হরি আনিলেন আগুসারি
বসিলেন রসের আবেশে।
ধনী অনুরাগিণী কহয়ে সরস বাণী
শুনি নাগর প্রেমজলে ভাসে ॥
সুবদনী কহে কথা যেমন অন্তরে ব্যথা
ছল ছল অরুণ নয়ান।
গর্ব্ব হর্ষ রসাবেশ দৈন্য গ্লানি মোহ লেশ
গদগদ মলিন বয়ান ॥
আর কত ভাব তাহে শ্যাম মন মোহে যাহে
ঈষদ্ বঙ্কিম তাহে মাখা।
প্রেমদাস কহে ধনি সরস বিরহ জানি
রাখিতে না যায় পুনঃ রাখা ॥ ১৯১ ॥

কামোদ।

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুনঃ রাখি।
নিজ কর কমলে চরণ-যুগ মোছই
হেরই চির থির আঁখি॥
পিরীতি মূরতি অধিদেবা।
যাকর্ দরশনে সব দুঃখ মিটল
সোই আপনে কর সেবা॥
হিম কর শীতল নীরহি তিতল
করতলে মাজই মুখ।
সজল নলিনী দলে মৃদু মৃদু বীজই
পুছহি পন্থকি দুঃখ॥
অঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বুল পূরি
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দ দাস ভন নিতি নব নূতন
রাইক অমিয়া সিনান॥ ১৯২॥

———

আক্ষেপানুরাগ।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র

কামোদ।

কি ক্ষণে দেখিনু গোরা নবীন কামের কোড়া
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।
কত না করিব ছল কত না ভরিব জল
কত যাব সুরধুনী তীরে॥
বিধি তো বিনু বুঝিতে কেহ নাই।
যত গুরু গরবিত গঞ্জন বচন কত
ফুকরি কাঁদিতে নাহি ঠাই॥ ধ্রু॥
অরুণ নয়নের কোণে চাঞাছিল আমা পানে
পরাণে বড়সি দিয়া টানে।
কুলের ধরম মোর ছারখারে যাউক গো
না জানি কি হবে পরিণামে॥
আপনা আপনি খাইনু ঘরের বাহির হৈনু
শুনি খোল করতাল নাদ।
লক্ষ্মীকান্ত দাসে কয় মরমে যার লাগয়
কি করিবে কুল পরিবাদ॥ ১৯৩॥

ধানশী।

গৌরাঙ্গ আমার ধরম করম
গৌরাঙ্গ আমার জাতি।

গৌরাঙ্গ আমার কুল শীল মান
গৌরাঙ্গ আমার গতি ॥
গৌরাঙ্গ আমার পরাণ পুতলী
গৌরাঙ্গ আমার স্বামী ।
গৌরাঙ্গ আমার সরবস ধন
তাঁহার দাসী যে আমি ॥
হরিনাম রবে কুল মজাইল
পাগল করিল মোরে ।
যখন সে রব করয়ে বন্ধুয়া
রহিতে না পারি ঘরে ॥
গুরুজন বোল কাণে না করিব
কুল শীল তেয়াগিব ।
জ্ঞান দাস কহে বিনামূলে সেই
গৌর পদে বিকাইব ॥ ১৯৪ ॥

কামোদ ।

হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়া
বিরলে বসিয়া রব ।
মনের সাধে ও মুখ চাঁদে
নয়নে নয়নে থোব ॥
শুনেছি পূরবে গোকুল নগরে
নন্দের মন্দিরে যে ।

নবদ্বীপে আসি হৈলা পরকাশি
শচীর মন্দিরে সে ॥
লোচনের বাণী শুন গো সজনি
কি আর বলিব তোরে।
হেরিয়ে বদন ভুলে গেল মন
পাসরিতে নারি তারে ॥ ১৯৫ ॥

কামোদ।

কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছলে কদম্বের তলে ॥ ধ্রু ॥
দিয়া হাস্য সুধা-চার অঙ্গ ছটা আঠা তার
আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল।
মন মৃগী হেন কালে পড়িল রূপের জালে
শূন্য দেহ পিঞ্জর রহিল ॥
লজ্জা ছিল হেমাগার গুরু গৌরব সিংহদ্বার
ধরম কপট ছিল তায়।
বংশীরব বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সমভূমি করিল আমায় ॥
ধৈর্য্য শালে মত্ত হাতি বান্ধা ছিল দিবা রাতি
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ অঙ্কুশে।
দন্তের শিকলি কাটি পালাইয়া গেল ছুটী
না পাইলাম তাহার উদ্দেশে ॥

কালিয়া কুটিল বাণে কুল শীল ধরি টানে
অতয়ে উঠিল ব্রজবাস।
প্রাণ মাত্র আছে বাকি তাহাও বুঝি যায় সখি
ভনয়ে জগদানন্দ দাস ॥ ১৯৬ ॥

যথারাগ।

কানু অনুরাগ বাঘ যব বৈঠল
মন ঘন কানন মাঝে।
মান মাতঙ্গ (১) পরশ রহু বহু দূর
গন্ধে ভাগল করিরাজে ॥
ধরম কুরঙ্গ (২) রঙ্গ করি ভুখল (৩)
কুল হয় (৪) পালায়ল ত্রাসে।
ধৈরজ মেষ দেশ ছাড়ি ভাগল
স্বামী বরত (৫) অজা (৬) নাশে ॥
পরশিক বাক কাক সম কল কলি
ননদিনী জাম্বকী (৭) বোলে।
ঘেরত জাল বলে সব গুরুজন
নিরখত নয়ন বিশালে ॥
নিরসন বোল ঢোল সম ঘোষই
নিন্দা ত্রিশূল সম হানে।

(১) মাতঙ্গ—হস্তি। (২) কুরঙ্গ—হরিণ। (৩) ভুখল—ভক্ষণ করিল।
(৪) হয়—অশ্ব। (৫) বরত—ব্রত। (৬) অজা—ছাগ। (৭) জাম্বকী—শৃগাল।

শার্দ্দূল (১) চিত ভিত নাহি হোয়ত
কবি বিদ্যাপতি ভনে ॥ ১৯৭ ॥

মায়ূর।

অলপ বয়সে মোর শ্যাম রসে জর জর
না জানি কি হবে পরিণামে।
যদি নয়ন মুদে থাকি হৃদয়ে গোবিন্দ দেখি
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যামে ॥
যদি চলি যাই পথে শ্যাম যায় সাথে সাথে
চরণে চরণ ঠেকাইয়ে।
ভ্রমেতে ফিরাই আঁখি কেহ সঙ্গে নাহি দেখি
মরে থাকি মন মুরছিয়ে ॥
কহিলাম তোদের আগে, দাগা পেলাম শ্যামদাগে,
এছার জীবনে কিবা দায়।
তিল তুলসী দিয়া সমর্পণ করিনু হিয়া
জনমের মত রাঙ্গা পায় ॥
দুকাণে কুণ্ডল দিব যোগিনী হইয়া যাব
এছার কুল পরিহরি।
কৃষ্ণনাম লব মুখে জনম গোয়াব সুখে
যদু কহে এই বাঞ্ছা করি ॥ ১৯৮ ॥

(১) শার্দ্দূল—ব্যাঘ্র।

কামোদ।

সখিহে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥ ধ্রু॥

নয়ান পুতলী করি লইয়াছি মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াঞাছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥

না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার (১) জলে এতনু ভাসায়াছি
কি করিবে কূলের কুকুরে॥

খাইতে শুইতে চিতে আন নাহি হেরি পথে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারী গুপতে (২) কহে পিরীতি এমন হৈলে
তার গুণ তিন লোকে॥ ১১১

---

(১) বিথার—বিস্তৃত, ব্যাপক। (২) গুপতে—গুপ্তে।

বংশীধ্বনি প্রতি আক্ষেপ।

কামোদ।

মুরলী অতি সুমধুর তান।
দরবহি দারু মুঞ্জরে নব পল্লব
যমুনা বহত উজান॥
ধ্বনি শুনি ধরণী ধরণী ধর পুলকিত
শিলা গলি বহত নীর।
নীর ত্যজি মীন কুল উখারই পরত
কোই নাহি হোঁয়ত থির॥
বৎস্য যত দুগ্ধ পানে ঊর্দ্ধ মুখে ধাওত
কানন ত্যজি মৃগী ধাই।
গোবিন্দ দাসে ভনে জগত ভুলাল গানে
শ্রীমধুর মুরলীর বালাই যাই॥ ২০০॥

কামোদ।

মন্দ মন্দ মধুর তান বাঁশী কোন বা কুঞ্জে বাজিলরে।
বাঁশী না জানে অন্য পর কি আপন
তনু মন সব দহিলরে॥
মুরলী গান পঞ্চম তান
যমুনা উজান ধাইলরে।
অন্তরে সরল উগারে গরল
কুলবতীর কুল নাশিলরে॥

গোবিন্দ দাসের তনু জর জর
পাজরেতে শর ফুটিলরে।
মোর বোল ধর না বাজিহ আর
জীবনের আশা মিটিলরে॥ ২০১॥

বালা ধানশী।

বাঁশীরব নাগিল কাণে চিতে না ধৈরজ মানে
অমনি উঠিল রসবতী।
কে যাবি আমার সঙ্গে বিপিন বিহার রঙ্গে
ভেটিবারে গোকুলের পতি॥
ললিতা বলে গো রাধে সাজাইব মন সাধে
একলা যাইবে কেন ধনি।
আমরা সকলে যাব সখী সব সঙ্গে নিব
যাইতে হবে তাহা মোরা জানি॥
রাইকে সাজাচ্ছে ভালে লবঙ্গ মালতী মালে
চন্দনের বিন্দু ভালে দিল।
উপরে সিন্দূর বিন্দু রবি কোরে যেন ইন্দু
হেরি সবে নিমিখ তেজিল॥
রাই আমার ভূষণ পরে মনোহরের মন হরে
ধৈরজ ধরিবে কিবা আনে।
গোবিন্দ দাসে কয় তুলনা নাহিক হয়
চাঁদ যেন নামিয়াছে ভূমে॥ ২০২॥

সুহই।

শ্যাম অভিসারে চলে বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বান্ধিয়া কবরী।
কুন্তলে বকুল মালা গুঞ্জরে ভ্রমরী॥
নাসায় বেশর দোলে মুকুতা হিলোল।
নবীন কোকিলা জিনি আধ আধ বোল॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গে হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পরে মুরছিয়া।
রবাব খমক বীণা সুমেল করিয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে শ্যাম জয় দিয়া॥
নূপুরের রুণু ঝুণু পড়ি গেল সারা।
নাগর উঠিয়া বলে রাই আইল পারা॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই চারিদিকে চায়।
মাধবী লতার তলে দেখে শ্যাম রায়॥
শ্যাম কোলে মিলিল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞান দাসে মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী॥ ২০৩॥

MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd 1902
MAJU, HOWRAH.

আক্ষেপানুরাগ।

প্রকারন্তর।)

শ্রীরাগ।

কিরূপ দেখিনু কদম্বের তলে।
লখিতে নারিনু-রূপ নয়নের জলে॥
কি বুদ্ধি করিব সই কি বুদ্ধি করিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে॥
গৃহ কাজে নাহি মন কায় নাহি সরে।
শ্যাম নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে॥
তাহাতে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে।
পরাণ কেমন করে মনু লোক লাজে॥ ২০৪॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি মূরতি কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ান কোণে।
পিরীতি বলিয়া নাম শুনইতে
মুদিয়া রহিব কাণে॥
সখি আর কি বলিব তোরে।
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এত দুঃখ দিল মোরে॥ ধ্রু॥

পিরীতি আরতি (১) কভু না করিব
শয়ন স্বপনে মনে।
পিরীতি নগরে বসতি তেজিয়া
রহিব গহন বনে ॥
পিরীতি পবন পরশ লাগিয়া
তেজিব নিকুঞ্জ বাস।
পিরীতি বেয়াধি (২) ছাড়িলে না ছাড়ে
ভালে জানে চণ্ডীদাস ॥ ২০৫ ॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগল দুঃখের বায় ॥
কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমিল তার জল।
দুঃখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল ॥
গুরু জন জ্বালা জলের শিহালা
পড়সী জিয়ল মাছে।
কুল পানী ফল কাটায় সকল
সলিল বেড়িয়া আছে ॥

(১) আরতি—আশক্তি। (২) বেয়াধি—ব্যাধি।

কলঙ্ক পানায় সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে কুট কুট করে
সুখে দুঃখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুঃখ যায় তার ঠাঞি॥ ২০৬॥

সুহিনী।

শুন সহচরি না কর চাতুরী
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মুরতি কানুর পিরীতি
কোথায় তাহার ঘর॥
চলে কি বাহনে টিকে কোন স্থানে
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন অস্ত্র ধরে পারাবার করে
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে॥
পাইয়া সন্ধান হব সাবধান
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে বচনে তেজিব
সোঙরি তাহার পা॥

সখী কহে সার দেখি নিরাকার
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরী বৈসে মনোপরি
জাতির বাহির সে॥
মন তার বাহন রক্ষক মদন
ভাবগণ তার সঙ্গে।
সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গে॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরীতি নগরে বসতি করেছ
পরেছ পিরীতি বাস॥ ২০৭॥

সুহই।

পিরীতি পিরীতি কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গরল কে॥
পিরীতি বলিয়া এ তিন আঁখর
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল
পরাণ পুতলী যথা॥

পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল নিভাইলে নহে
হিয়ায় রহিল শেল॥
চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনি
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা॥ ২০৮॥

ভূপালী।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥
নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমা চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারালেম হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।

জ্ঞানদাসে কহে কানুর পিরীতি
মরন অধিক শেল ॥ ২০৯ ॥

শ্রীরাগ।

এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর।
পিরীতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এ তিন ভুবন সার ॥
বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পি।
রসের সায়র মন্থন করিতে
তাতে উপজিল রী ॥
পুনঃ সে মথিয়া অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল তি।
সকল সুখের এ তিন আখর
তুলনা দিব যে কি ॥
যাহার মরমে পশিল যতনে
এ তিন আঁখর সার।
ধরম করম সরম ভরম
কিবা জাতি কুল তার ॥
এ হেন পিরীতি না জানি কি রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন বড়ই বিষম
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥ ২১০ ॥

শ্রীরাগ।

কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ
সফল করল বিধি।
কুজন বচনে ছাড়িতে নারিব
সে হেন গুণের নিধি॥
বন্ধুর পিরীতি শেলের ঘা
পহিলে সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে ব্যথাটি বাঢ়িল
এ দুঃখ কহিব কাকে॥
অন্য বেথা নয় বোধে সোধে রয়
হিয়ার মাঝারে থুইঞা।
কোন কুলবতি কুল মজাইয়া
কেমনে রৈয়াছে শুইঞা॥
সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে
কি তার আপন পর।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
কেবল দুঃখের ঘর॥ ২১১॥

সুহিনী।

কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলী
নিমিখে নিমিখে হারা॥

তোরা কুলবতী ভজ ভজ পতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু শ্যাম বন্ধু বিনু
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন সতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করমে লিখন আছিল
বিধি ঘটাওল মোরে।
তোমরা কুলবতী দেখিনু মূরতি
কুল লৈয়া থাক ঘরে॥
গুরু দুরুজন বলু কুবচন
না যাব লোক পাড়া।
জ্ঞান দাস কয় কানুর পিরীতি
জাতি কুলশীল ছাড়া॥ ২১২॥

মায়ুর

রূপে ভরল দিঠি সোঙরী পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত
নাশুনই আন পরসঙ্গ॥

সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনু মন মাতল
নাশুনে ধরম লব লেশ ॥ ধ্রু ॥
নাসিকা সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয়ে আন নাম।
নব নব গুণ গনে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম ॥
গৃহপতি তরজন গুরুজন গরজন
কো জানে উপজয়ে হাস।
তহিঁ এক মনোরথ যনু হয়ে অনুরত
পুছত গোবিন্দ দাস ॥ ২১৩ ॥*

ধানশী।

কানু অনুরাগে ঘরে রহিতে না পারি।
কেমনে দেখিব তারে কহ, না বিচারি ॥
গুরুজন নয়ন পাপগণ বারি।
কেমনে মিলিব সখি নিশি উজিয়ারী ॥
কানুর পিরীতি হাম ছাড়িতে নারিব।
রহিতে না পারি ঘরে কেমনে যাইব ॥
শুনি কহে সখী শুন মো সবার বোল।
সবহুঁ ঘুমায়ব নহ উতরোল ॥
যৈছনে যামিনী কামিনী ঘোর।
তৈছনে বেশ বনায়ত তোর ॥
এতহি কহই করু বেশ বনান।
ধনী অনুরাগিনী জ্ঞানদাস ভান ॥ ২১৪ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—*—

অভিসার।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ।

গোরাচাঁদ রাধার ভাবেতে ভোরা।
অভিসার ভাবে যায় ত্বরা করি
যেন পাগলিনী পারা ॥ ধ্রু ॥
এ দিক ও দিক চৌদিক নেহারে
থমকি থমকি চলে।
কাঁহা শ্যাম বন্ধু কাঁহা কুঞ্জবন
রহিয়া রহিয়া বোলে ॥
সব ভক্তগণ ধাওল পশ্চাতে
উচ্চরি শ্যামের নাম।
সে নাম শুনিয়া মুচকি হাসিয়া
যায় গোরা প্রেম ধাম ॥
বসন অঞ্চল ঘোঙটের মত
করিয়া দেওল মাথে।
সে সব দেখিয়া এ রাধা মোহন
চলু গোরা সাথে সাথে ॥ ২১৫

সুহই।

কাঁচা কাঞ্চন কান্তি কলেবর
চাহনি কোটি সুধীর।
অতি সুখ বসনহি আবৃত সব তনু
যায়ত সুরধুনী তীর॥
সজনি গৌরাঙ্গ নখই না পারি।
চাঁদ কিরণ সনে মিলল গৌর দ্যুতি
গজগতি চলু অনিবার॥ ধ্রু॥
নারীক যৈছন বাম চরণ আগু
ঐছন করত সঞ্চার।
কৈছন ভাব কি রীতি অছু অন্তর
কছু নাহি বুঝিয়ে পার॥
চকিত বিলোকনে চাহই দশ দিশ
অলখিত দ্বিজ মুখ হাস।
সো পহুঁ চরণে শরণ কিয়ে পাওব
ইহ রাধা মোহন দাস॥ ২১৬॥

ধানশী।

আপন জানি বনায়লু বেশ।
বাঁধল যতনে উদাস করি কেশ॥
চন্দন তিলক দেওল মঝু ভাল।
কণ্ঠে চড়ায়ল মোতিম মাল॥

মৃগমদ চিত্র কয়ল কুচ মাঝ।
অঙ্গহি অঙ্গ বনয়ালু আজ॥
গৌরব লেহ কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষে রস ওর নাহি পায়॥ ২১৭॥

সর্ব্বকালোচিত কৃষ্ণাভিসার।

ভুপালী।

চাঁদ-বদনী ধনী চলু অভিসার।
নব নব রঙ্গিনী রসের পাথার॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।
মালতী মাল হিয়ে বনি সাজ॥
চাঁদনী রজনী কিরণ বনমাহ।
হাসিতে কুন্দ কুসুম গলি যাহ॥
মোতিম হার করে কঙ্কণ সাজ।
ঐছন আওল নিকুঞ্জক মাঝ॥
বৈঠলি হৃদয়ে আরতি বলবন্ত।
শ্যাম পাশে চলু দাস অনন্ত॥ ২১৮॥

সর্ব্বকালোচিত কৃষ্ণাভিসার।

শ্রীরাগ।

রাই-কনক মুকুর কাঁতি।
শ্যাম দরশনে সে সুন্দর তনু
তাহাতে কতেক ভাঁতি॥

নীল-বসন রতন ভূষণ
জলদে দামিনী সাজে।
চাঁচর কেশের বিচিত্র বেণী
দুলিছে হিয়ার মাঝে॥
সীথায় সিন্দুর নয়ানে কাজর
তাহে চন্দন রেখা।
নব জলধরে অরুণের কোরে
নবীন চাঁদের দেখা॥
রসের আবেশে গমন মন্থর
ঢুলি ঢুলি ধনী যায়।
আধ উড়ণী ঈষৎ হাসিয়া
বঙ্কিম নয়ানে চায়॥
শ্যামানন্দ ভনে নিকুঞ্জ কাননে
কল্পতরুর মূলে।
রসের আবেশে বৈসে বিনোদিনী
শ্যাম নাগরের কোলে॥ ২১৯॥

দিবা অভিসার।

অসোয়ারী রাগ।

দৃঢ় বিশআশে তুয়া পন্থ নেহারি।
যমুনা কূঞ্জে রহল বনয়ারি॥
সুন্দরি মা করু মনোরথ ভঙ্গ।
অহ অভিসারে দ্বিগুণাধিক রঙ্গ॥

তুহু ধনি সহজে হি পদ্মিনী জাতি।
তোহার বিলাস উচিত নহে রাতি॥
ভুখল জল যদি না পাওব অন্ন।
বিফল ভোজন দিন অবসন্ন॥
আরতি রতি দুহুঁ নহে সমতুল।
গাহক আদর সবহু বহু মূল॥
গৃহ মিলি নাগরি যাদুমণি পাঁহ।
কহ কবিরঞ্জন রস নিরবাহ॥ ২২০॥

বসন্তকালোচিত শুক্লাভিসার।

ধানশী।

কুন্দ কুসুম কবরীক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার॥
চন্দন চরচিত তনু রুচির কর্পূর।
অঙ্গ হি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপুর॥
চাঁদনী রজনী উজোরল গোরী।
হরি অভিসার রভস রসে ভোরী॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বলই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গ পুতলী কিয়ে রস মাহাবুর॥
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরু কুল কণ্টক কি করয়ে পার॥

মূরতি শিঙ্গার কি রীতি সমভাষ।
মিললি নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দ দাস ॥ ২২১ ॥

বর্ষাকালোচিত অভিসার।

কামোদ।

মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধন করু অভিসার।
ঝলকত যামিনী দশ দিশ আপি।
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি।
দুই চারি সহচরি রঙ্গহি নেল।
নব অনুরাগ ভরে চলি গেল ॥
বরিখত ঝর ঝর খঁরতর মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেত গেহ ॥
না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞান দাস চলুঁ যাহাঁ নাগর রাজ ॥ ২২৩ ॥

বর্ষাকালোচিত কৃষ্ণাভিসার।

কামোদ।

অম্বরে (১) ডম্বরু (২) ভরু নব মেহ (৩)।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভব (৪) সিন্ধু ॥

---

(১) অম্বরে—আকাশে। (২) ডম্বরু—সমূহ। (৩) মেহ—মেঘ।
(৪) মনোভব—মদন।

অব জানি সজনি করহ বিচার।
শুভক্ষণ ভেল বাদল অভিসার ॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তহি পহিরায়হ নীল নিচোল (১) ॥
কি ফল উচ কুচ কঞ্চুক ভার।
দূর কর মোতিম সোতিনী হার ॥
তুহু সখি দেখহ দেহলী লাগি।
গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি ॥
চলইতে দিগ-ভরম জানি হোয়।
গোবিন্দ দাস সঙ্গে চলু গোয় (২) ॥ ২২৩ ॥

কামোদ।

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়া গণে ভুজ যুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল ॥
সুন্দরী হরি অভিসারকি লাগি।
নব অনুরাগে গৌরী ভেল শ্যামরী
কুহু যামিনী ভয় ভাগি ॥ ধ্রু ॥
নীল অলকাকুল অলিকে হিলোলিত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনী জনু শ্যাম সিন্ধু রসে
লখই না পারই কোই ॥

(১) নিচোল—বস্ত্র। (২) গোয়—গোপনে।

নীল ভ্রমর গণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে কঁরত ঝঙ্কার।
গোবিন্দ দাস অতএ অনুমানল
রাই চললি অভিসার। ২২৪ ॥

হিম কালোচিত অভিসার।

ভূপালী।

পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিম কর হিম কক্ষ বন্ধ ॥
মন্দিরে রহত সবহু তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহু ঝাঁপ ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই ॥ ধ্রু ॥
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচ কুচ কঞ্চুক ভরমহি তেজ ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললহি কুঞ্জে লখই নাহি কোই ॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি টলই।
কণ্টক বাটে কতহিঁ নাহি টলই ॥
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘন যাহা নবীন সুলেহ ॥ ২২৫ ॥

কুজ্‌ঝটিকা অভিসার।

ভূপালী।

হরি রহু কাননে কামিনী লাগি।
জাগরে জর জর মনসিজ আগি॥
দারুণ গুরুজন নয়ন নিপাত।
না মিলল সুন্দরী ভেল পরভাত॥
আজি ভেল ভালে কুজ্‌ঝটি আন্ধিয়ার।
করলহি রাই দিনহি অভিসার॥ ধ্রু॥
বিঘটিত মনোরথ অবইতে কান।
ধনী চলু আন ছলে মাঘ সিনান॥
যব দুহু মিলল আন আন পন্থ।
দরশনে মিটল বিরহ দুরন্ত॥
দুহুঁ দোহা হরষিত সুখে করু কোর।
বিঘটিত বিঘটল চকোরক জোর॥
গোবিন্দ দাস ভুলহ রস গোব।
ভগঁল বিঘটল মদন পরতাপ॥ ২২৬॥

সঞ্চার অভিসার।

শ্রীরাগ।

রাই সাজে বাঁশী, বাজে না পড়িল উল।
কি করিতে কি না করে সকল হৈল ভুল॥

মুকুরে আচরে রাই বান্ধে কেশ ভার।
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার॥
করেতে নূপুর পরে জঙ্গে পরে তার।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥
নয়নে কাজর পরে চরণে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশের সাজনা।
নাশার উপরে করে বেণীর রচনা॥
বংশী বদনে কহে যাই বলিহারী।
শ্যাম অনুরাগের বালাই লৈয়া মরি॥ ২২৭॥

ধানশী

এক পয়োধর চন্দন লেপিত
আর পয়োধর গোর।
হিম ধরাধর কনক ভূষণ
কোলে মিলল জোর॥
মাধব তুয়া দরশন কাজে।
আধ পদ চালন করত সুন্দরী
বাহির দেহলি মাঝে॥ ধ্রু॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে
চাঁন্দ পূজল কাম॥

শ্রীযুক্ত হসন জগত ভূষণ
সোই ইহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভনে যশরাজ খান ॥ ২২৮ ॥

তীর্থযাত্রা অভিসার।

ভূপালী।

চান্দ গহণ (১) গগনে লাগি গেল।
ছল করি কামিনী বাহির ভেল ॥
মাধব করু অবধান।
আজু বড় বিতরণ যমুনা সিনান ॥
সুপুরুখ বচন কর ব্যবহার।
পহিলহি মনমথ মন্ত্র উচার ॥
বসন ভূষণ সব করব তেয়াগ।
নিজ তনু দেয়ব দুহু যব মাগ ॥
রমণী শিরোমণি এতহু বিচারি।
ধীর সমীরে চলু রসিক মুরারি ॥ ২২৯ ॥

(১)। চান্দ গহণ—চন্দ্রগ্রহণ।

সপ্তম অধ্যায়।

——ঃ)*(ঃ——

প্রার্থনা ও নিবেদন।

ধানশী।

নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল
যার ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথাই জনম তার
কি করিবে বিদ্যা কুলে তার।
মজিয়া সংসার সুখে নিতাই না বলিল মুখে
সেই পাপী অধম সবার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া নিতাই পদ পাশরিয়া
অসত্যেরে সত্য বলি মানে।
এ ভব সংসার মাঝে নিতাই চাঁদ যে না ভজে
তার জনম হৈল অকারণে॥
নিতাইয়ের দয়া হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
কর রাঙ্গা চরণের আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখি রাঙ্গা চরণের পাশ॥ ২৩০॥

শ্রীরাগ।

নিতাই মোর জীবন ধন নিতাই মোর জাতি
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি ॥
অসার সংসার সুখে দিয়া মেনে ছাই।
নগরে মাগিয়া খাব গাইব নিতাই ॥
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব।
নিতাই বিমুখ জনার মুখ না দেখিব ॥
গঙ্গা যার পদ জল হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পাঞা মরে ॥
লোচন বলে আমার নিতাই প্রেমের কল্পতরু।
কাঙ্গালের ঠাকুর নিতাই জগতের গুরু॥ ২৩১॥

শ্রীরাগ।

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥
চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা।
হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছে বিলাইয়া ॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ করি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌড় হরি ॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
রজত পর্ব্বত যেন ধূলায় লুটায় ॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই ভবে এল আর গেল ॥ ২৩২ ॥

শ্রীরাগ।

হরি হরি বিফলে জনম গোয়াইনু।
মনুষ্য জনম পাঞা রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥ ধ্রু ॥
গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্ত্তন
রতি না হইল কেন তায়।
সংসার দাবানলে নিরবধি হিয়া জ্বলে
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥
নন্দের নন্দন যে শচীর নন্দন সে
বলরাম আপনি নিতাই।
দীন হীন যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥
হা হা প্রভু নন্দসুত বৃষাভানু-সুতা-যুত
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস কয় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥ ২৩৩।

প্যহিড়া।

হরি হরি বড় দুঃখ রহিল মরমে।
গৌর কীর্ত্তন রসে জগজন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচী সুত হইল সেই
বলরাম হইল নিতাই।

দীন হান যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল
সাক্ষী তার জগাই মাধাই ॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিলে কেনে
না ভজিলাম হেন অবতার।
রণ বিষয় বিষে সতত মজিয়া রৈনু
মুখে দিনু জ্বলন্ত অঙ্গার ॥
এমন দয়াল দাতা আর না পাইবে কোথা
পাইয়া হেলায় হারাইনু।
গোবিন্দ দাসিয়া কয় অনলে পড়িনু নয়
সহজেই আত্মঘাত হইনু ॥ ২৩৪ ॥

সুহই।

হরি হরি কি মোর করম অতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ না ভজিনু তিল আধ
না বুঝিলাম রাগের সম্বন্ধ ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহা সবার পাদ পদ্ম না সেবিলাম তিল আধ
আর কিসে পূরিবেক সাধ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যেহো কৈল চৈতন্য চরিত।
গৌর গোবিন্দ লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥

সে সব ভকত সঙ্গ যে করিল তার সঙ্গ
তার সঙ্গে কেন নৈল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙাইনু বৃথা
ধিক ধিক নরোত্তম দাস ॥ ২৩৫ ॥

যথারাগ।

গৌরাঙ্গ না হ'ত কেমন হইত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাইত কে ॥
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার ॥
গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন।
এ ভব সাগরে এমন দয়াল
না দেখিয়ে একজন ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেল গলিয়া
কেমনে ধরিল দে।
বাসুর হিয়া পাষাণ দিয়া
কেমনে গড়িয়াছে ॥ ২৩৬ ॥

তুড়ি রাগ।

প্রথম, জননী কোলে স্তন পান কুতূহলে
অজ্ঞান আছিনু মতিহীন।
তবে বালক সঙ্গে খেলাইনু নানা রঙ্গে
এমতি গোঙাইনু কত দিন॥
দ্বিতীয় সময় কাল বিকার ইন্দ্রিয় জাল
পাপ পুণ্য কিছুই না ভায়।
ভোগ বিলাস নারী এ সব কৌতুক করি
তাহা দেখি হাসে যম রায়॥
তৃতীয় সময় কালে বন্ধন সে হাতে গলে
পুত্র কলত্র গৃহ বাস।
আশা বাড়ে দিনে দিনে ত্যাগ নাহি হয় মনে
হরি পদে না করিনু আশ॥
চারি হৈল গেল যদি হরিল আঁখির জ্যোতি
শ্রবণে না শুনি অতিশয়।
বলরাম দাস কয় এইবার রাখ মহাশয়
ভক্তিদান দেহ রাঙ্গা পায়॥ ২৩৭॥

ধানশী।

গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥

যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তার মুঞি যাউ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্য লীলা তার স্ফুরে
সে জন ভজন অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে নিত্য সিদ্ধ করে মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।
শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজ ভূমে বাস॥
গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥ ২৩৮॥

ধানশী।

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিয়ে নয়নে বহে নীর॥
আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝিব যুগল পিরীতি॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে রহু আশ।
নরোত্তম দাস মনে এই অভিলাষ॥ ২৩৯॥

বরাড়ী।

নিতাই কবে করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে দূর হবে॥
কবে বা কাঙ্গাল বেশে বৃন্দাবনে যাব।
শ্যাম কুণ্ড রাধা কুণ্ড নয়নে হেরিব॥
বংশী বটের ছায়ায় গিয়া জীবন জুড়াব।
কবে গোবর্দ্ধন মূলে গড়াগড়ী দিব॥
মায়া মোহ পুরুষ দেহ কবে বা ছাড়িব।
সখীর অনুগা হৈয়া চরণ সেবিব॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী আশ্রয় লইব।
বাম পাশে রহি অঙ্গে চামর ঢুলাব॥
একাসনে যুগল কিশোর বসাইব।
এক মালা দুহুঁ গলে কবে বা পরাব॥
কাঙ্গাল হৈয়া ব্রজে গিয়া কবে বা ভ্রমিব।
ঘরে ঘরে মাধুকুরী ভিক্ষা মাগি খাব॥
প্রেম দাস কহে কবে হেন ভাগ্য হবে।
গৌরাঙ্গ বলিতে মোর পাপ প্রাণ যাবে॥ ২৪০॥

সুহই।

গোবর্দ্ধন গিরিবর পরম নির্জ্জন স্থল
রাই কানু করাব বিশ্রামে।
ঙ্গে
সুখময় রাতুল চরণে॥

কনক সম্পুট ভরি কর্পূর তাম্বুল পূরি
যোগাইব চরণ কমলে।
মণিময় কিঙ্কিণী রতন নূপুর আনি
পরাইব চরণ যুগলে॥
কনক কটোরা ভরি সুগন্ধ চন্দন ঘুরি
দোহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরুরূপা সখী বামে ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে
চামরের বাতাস করিব॥
দোঁহার কমল আঁখি পুলক হইবে দেখি
দুহুঁপদ পরশিব করে।
চৈতন্য দাসের দাস মনে মাত্র অভিলাষ
নরোত্তম দাস সদা স্ফুরে॥ ২৪১॥

গান্ধার।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে আর গতি নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলি কদম্বের বন।
রতন বেদীর পর বসাব দুইজন॥
শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥
গাথিব মালতী মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে॥
ললিত বিশাখা আদি যত সখী বৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবৃন্দে॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
নরোত্তম দাস করে সেবা অভিলাষ ॥ ২৪২॥

ধানশী।

রাধাকৃষ্ণ পদ মন ভজ অনিবার।
জীবনে মরণে গতি কেহ নাহি আর ॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ তপ দূরে পরিহরি।
নৈষ্ঠিক হইয়া ভজ কিশোর কিশোরী ॥
সখী পদাশ্রয় লৈয়া ভজ রাধাকৃষ্ণ।
রাগ রসাস্বাদে সদা হইবা সতৃষ্ণ ॥
অন্যের পরশ নাহি কর কদাচন।
রহিবে রসিক সঙ্গে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
এই তত্ত্ব মন তুমি জান সারাৎসার।
এই ছাড়া যত দেখি সকল অসার ॥
অনঙ্গমঞ্জরী পদ করিয়া শরণ।
ভজন উদ্দেশ গায় চৈতন্য নন্দন ॥ ২৪৩ ॥

বরাড়ী।

কুঞ্জ ভবনে নব কিশলয় জানি।
শেজ বিছাইব ইঙ্গিত জানি ॥
শ্যাম গৌরী আলসে শুতব তায়।
সখীগণ শুতব আনহি ঠায় ॥
দুহুঁ জন পীরিতে দুহুঁ ভই ভোর।
করব বিবিধ কেলি যুগল কিশোর ॥

শ্রমজলে যব দুহু পূরব গাঁ।
সখীসঙ্গে করব মৃদু মৃদু বা॥
শ্রীগুণমঞ্জরী দিবে সুবাসিত জল।
হেরি হোয়ব মঝু নয়ন সফল॥
পূরব চিরদিনে ইহ মনে আশ।
নিবেদয়ে তুয়া পায়ে বৈষ্ণব দাস॥ ২৪৪॥

পাহিড়া।

হরি হরি আর কি এমন দয়া হব।
কবে বৃষভানু পুরে আহীর গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব॥
যাবট নগরে কবে পাণি গ্রহণ হবে
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম প্রেষ্ট যে তাহায় হয় শ্রেষ্ঠ
সেবন করিব তাঁর পায়॥
তেঁহ কৃপাবান হৈয়া রাতুল চরণে লয়া
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা পূরিবে মনের আশা
সম্বাইব যুগল চরণ॥
বৃন্দাবনে দুইজন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে নানাযন্ত্র লৈয়া হাতে
দেখিব মনের অভিলাষে॥

দুহুঁ চাঁদ মুখ দেখি জুড়াবে তাপিত আঁখি
নয়নে বহিবে প্রেমধারা।
বৃন্দার নিদেশ পাব দোঁহার নিকটে যাব
হেন দিন হইবে আমার॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী মোরে অনাথিনী দেখি
রাখিবে রাতুল দুটী পায়।
নরোত্তম দাসের মনে প্রিয়নর্ম্ম সখীগণে
আমারে গণিয়া লবে তায়॥ ২৪৫॥

পাহিড়া।

হরি হরি আর কি এমন দিন হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ প্রকৃতি হইব॥
টানিয়া বান্ধিব চূড়া নব গুঞ্জ হারে বেড়া
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতবসন অঙ্গে পরাইব সখী সঙ্গে
বদনে তাম্বুল দিব আর॥
দুই রূপ মনোহারী দেখিব নয়ান ভরি
নীলাম্বরে রাইকে সাজাঞা।
নবরত্ন জাদ আনি বাঁধিব বিচিত্র বেণী
তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া॥
সে না রূপ মাধুরী দেখিব নয়ান ভরি
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন দেহ মোর এই ধন
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস॥ ২৪৬॥

ধানশী।

তাতল (১) সৈকত (২) বারি বিন্দু সম
সুতমিত (৩) রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি (৪) মন তাহে সমপিনু
এবে মুঝে হবে কোন কাজে॥
মাধব, মঝু পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতএ তোহার বিশোয়াসা (৫)॥
আধ জনম হাম নিদে গোঙাইনু
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রস রঙ্গে মাতলু
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত
সাগর লহর সমানা॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়ে
তুয়া বিনে গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
ভব তারণ ভার তেহারা (৬)॥ ২৪৭॥

(১) তাতল—তপ্ত। (২) সৈকত—বালুকাময় ভূমি। (৩) সুতমিত—পুত্রমিত্র। (৪) বিসরি—বিস্মরণ হইয়া (ভুলিয়া)। (৫) বিশোয়াসা—বিশ্বাস। (৬) তেহারা—তুমি।

বরাড়ী।

মাধব বহুত মিনতি করু তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলু
দয়া করি না ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পাখি যে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতরে
তরইতে ইহ ভব সিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥ ২৪৮॥

সুহই।

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজ বিহারি।
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হরি॥
গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গ ভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা॥
সম শৈল কুল মান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥

আমি কুরূপা গুণহীনা গোপনারী।
তুমি জগজন রঞ্জন বংশীধারী॥
আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনী।
তুমি রস পণ্ডিত রস চূড়ামণি॥
গোবিন্দ দাস কহে শুন শ্যাম রায়।
তুমি বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥ ২৪৯॥

সুহই।

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমাপিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ও-কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥

না ঠেল না ঠেল অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কয় পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥ ২৫০॥

সুহই।

রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রস তত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥ ধ্রু॥
নিশি দিশি সদা বসি আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে॥
তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্ব তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরি চারি দিক হেরি
যেমন চাতক পাখী॥
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।

করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হয়ে ভোর ॥
চণ্ডীদাসে কয় ঐছন পিরীতি
জগতে আর কি হয়।
এমন পিরীতি না দেখি কখন
ইহা না কহিলে নয় ॥ ২৫১ ॥

যথারাগ।

প্রাণনাথ কেমন করিব আমি।
তোমা বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি ॥ ধ্রু ॥
না দেখি নয়ন ঝুরে অনুক্ষণ
দেখিতে তোমায় দেখি।
সোঙরণে মন মুরছিত হেন
মুদিয়া রহিয়ে আঁখি ॥
শ্রবণে শুনিয়া তোমার চরিত
আন না ভাবয়ে মনে।
নিমিষের আধ পাসরিতে নারি
ঘুমালে দেখি স্বপনে ॥
জাগিলে চেতন হারাইয়ে আমি
তোমা নাম করি কান্দি।
পরবোধ দেই এ রায় বসন্ত
তিলেক থির নাহি বন্ধি ॥ ২৫২ ॥

যথারাগ।

তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটী চরণ
সদা নিয়ে রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণ
প্রিয়তম বলি মানি॥
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চাঁদা।
জ্ঞান দাস কহে কালিয়া পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বাঁধা॥ ২৫৩॥

অষ্টম অধ্যায়।

প্রেম বৈচিত্র্য।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

গান্ধার।

হরি হরি গোরা কেনে কান্দে।
নিজ সহচরগণ পুছই কারণ
হেরই গোরা মুখ চান্দে ॥ ধ্রু ॥
অরুনিম লোচন প্রেমভরে ভেল দোন
ঝর ঝর ঝরে প্রেম বারি।
যৈছনে শিখিল গাঁথিল মোতি ফল
খসয়ে উপরি উপরি ॥
সোঙরি বৃন্দাবন নিশসই পুনঃ পুনঃ
আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।
দুই হাত বুকে ধরি রাই রাই ধ্বনি করি
ধরণী পড়ল মূরছিয়া ॥
তঁহি প্রিয় গদাধর ধরিয়া করিল কোর
কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া।
পুনঃ অট্ট অট্ট হাসে জগ জন মন তোষে
বাসু ঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া ॥ ২৫৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বৈচিত্র্য।

বিহাগড়া।

রাধা মাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝ।
তনু তনু সরস পরশ রস পিবই
কমলিনী মধুকর রাজ ॥ ধ্রু ॥
সচকিত নাগর কাঁপই থর থর
শিথিল করল সব অঙ্গ।
গদ গদ কহই রাই ভেল অদরশ
কব হোয়ব তছু (১) সঙ্গ ॥
সো ধনী চান্দ বয়ান কিয়ে হেরব
শুনব অমিয়ময় বোল।
ইহ মঝু (২) হৃদয় তাপ কিয়ে মিটব
সোই করব কিয়ে কোল ॥
ঐছন (৩) কতহু বিলপই মাধব
সহচরী দূরহি হাস।
অপরূপ প্রেম বিষাদিত অন্তর
কহতহি মাধবী দাস ॥ ২৫৫ ॥

মঙ্গল।

পরশিতে রাই তনু আপনে ভুলল কানু
মুরছি পড়ল ধনী কোর।
শ্যামক হেরইতে ধনী ভেল গদ গদ
ঢরকি ঢরকি বহে লোর ॥

(১) তছু—তাহার। (২) মঝু—আমার। (৩) ঐছন—ঐপ্রকার।

শ্যাম মুরছিত হেরি চকিতে ললিতা ফেরি
রাধামন্ত্র শ্রুতি মূলে (১) দেল।
অঙ্গ মোড়াইয়া কানু নিরখই রাই তনু
হেরি সখী চমকিত ভেল॥
চিত্র পুতলী যেন বেঢ়ল সখীগণ
নিরখই শ্যাম মুখ চন্দ্র।
কি ভেল কি ভেল বলি ধাওল বিশাখা আলি (২)
সব জনে লাগল ধন্দ॥
শ্যামর সুন্দর বদন সুধাকর
সুমুখী নেহারই সাধে।
উপজল উল্লাস কহই মাধবী দাস
বিদগধ মাধব রাধে॥ ২৫৬॥

শ্রীমতীর প্রেম বৈচিত্র্য।

কেদার।

শ্যামক কোরে যতনে ধনী শুতল
মদন মদালসে ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
জনু কাঞ্চন মণি জোর॥
কোরহি শ্যাম চমকি ধনী বোলত
কব মোহে মিলব কান।

---

(১) শ্রুতিমূলে—কর্ণে। (১) আলি—সখি।

হৃদয়ক তাপ তবহু মঝু মিটব
অমিয়া করব সিনান (১) ॥
সো মুখ মাধুরী বঙ্ক নেহারই
সোঙরি সোঙরি (২) মন ঝুর।
সো তনু সরস পরশ যব পাওব
তবহি মনোরথ পুর ॥
এত কহি সুন্দরী দীঘ নিশাসই
মূরছিত হরল গেয়ান (৩)।
আকুল রাই শ্যাম পরবোধই
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥ ২৫৭ ॥

বিহাগড়া।

রসবতী বৈঠি রসিক বর পাশ।
রোই কহই ধনী বিরহ হুতাশ ॥
আর কি মিলিব মোহে রসময় শ্যাম।
বিরহ জলধি কত পার হব হাম ॥
নিকটহি নাহ (৪) না হেরই রাই।
সহচরী কত পরবোধই তাই ॥
কানু চমকি তব রাই করু কোর।
গোবিন্দ দাস হেরি ভেল বিভোর ॥ ২৫৮ ॥

বিহা ড়া।

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতল ভুজ পাশে।

---

(১) সিনান—স্নান। (২) সোঙরি—স্মরণ করিয়া।
(৩) গেয়ান—জ্ঞান। (৪) নাহ—নাথ।

কানু কানু করি রোয়ই (১) সুন্দরী
দারণ বিরহ হুতাসে ॥
এ সখি আরতি কহনে না যাই।
আঁচলক হেম আঁচলে রহু যৈছন
খোজি ফিরত আন ঠাঞি ॥ ধ্রু ॥
কাহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে (২) তেজল কথি লাগি।
কাতর হোই মহীতলে লুঠই
মদন বেদনে রহু জাগি ॥
রাইক বিরহে কানু ভেল চমকিত
বয়ানে বাণী (৩) নাহি করে।
প্রিয় সহচরী লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দ দাস রহু দূরে ॥ ২৫৯ ॥

বিহাগড়া।

বহুক্ষণে পরিচয় ভেল। বিরহ বেদন দূরে গেল ॥
দোঁহে দোঁহে কোরে আগরি। সহচরী হেরি বিভোরি ॥
অদভুত প্রেম চরিত। হেরইতে চমকই চিত ॥
কোরহি দেখিতে না পায়। ঐছন না শুনি কোথায় ॥
পুন দোঁহে নিবিড় বিলাস। দূরে গেল বিরহ হুতাস ॥
গোবিন্দ দাসক দাস। ইহ গুণ আনন্দে ভাস ॥ ২৬০ ॥

---

(১) রোয়ই—কাঁদে। (২) মোহে—আমাকে। (৩) বাণী—বাক্য

রসোদ্গার।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাস।

পরশ মাণিক সনে কি দিব তুলনা।
পরশ ছোয়াইলে হয় নাকি সোণা ॥
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়ারে
রতন হইল কত জনা ॥
শচীর নন্দন বনমালী।
এত তিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই
গোরা মোর পরাণ পুতুলী ॥ ধ্রু ॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের ছাদে ও চাঁদ কলঙ্কীরে
এমন করিতে নারে আর।
অকলঙ্ক পূর্ণ চাঁদ উদয় নদীয়া পুরে
দূরে গেল মনের আন্ধার ॥
এ গুণে সুরভি (১) সুর- তরু (২) সম নহরে
মাগিলে সে পায় কোন জন।
না মাগিতে অখিল (৩) ভুবন ভরি জনে জনে
যাচিয়া দেওল প্রেমধন ॥
গোরাচাঁদের তুলনা গোরাচাঁদ গোসাঞিরে
বিচার করিয়া দেখ সবে।
পরমানন্দের মনে এ বড় আকুতিরে
গৌরাঙ্গের দয়া হবে কবে ॥ ২৬১ ॥

(১) সুরভি—কামধেনু। (২) সুরতরু—কল্পতরু। (৩) অখিল—সমগ্র।

শ্রীরাগ।

কহনা উপায় সখি কহনা উপায়।
নিরবধি হৃদয়ে জাগয়ে গোরারায়॥
পসরা না যায় গোরাচাঁদের পিরীতি।
কি করিব বিধি সে করিল কুলবতী॥
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার ধারা।
কিবা সে মধুর রূপ সতী-মন-চোরা॥
যদু কহে কি কহব গোরা-গুণ যত।
বিকাইনু গোরা প্রেমে এ জনমের মত॥ ২৬২॥

রসোদ্গার।

ভাটিয়ারী।

তনু তনু মিলল উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম॥
কনক লতায়ে যেন তরুণ তমাল।
নব জলধরে যেন বিজুরী রসাল॥
কমলে মধুপ জনু পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম তরঙ্গ॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
গোবিন্দ দাস দুহুঁক গুণ গান॥ ২৬৩॥

ভূপালী।

নব কুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপ।
জনু নব কমলে ভ্রমর করু ঝাপ॥

টুটল গীমক (১) মোতিম হার।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার ॥
সুন্দর পয়োধরে নখ খত ভারি।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি ॥
পুনঃ না যাইহ ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহিলে পূরাইহ কাম ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
আনলে পুড়িলে পুনঃ আনলে সে কাজ ॥ ২৬৪ ॥

রসোদ্গারানুরাগ।

যথারাগ।

কহ কহ সুন্দরী রজনী বিলাস।
কৈছনে নাহ পূরল তুয়া আশ ॥
কতহু যতনে বিধি অনুমান।
নাগর নাগরী কয়ল নিরমাণ ॥
অখিল ভুবন মাহা (২) তুহু বরনারী।
সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারী ॥ ২৬৫ ॥

(শ্রীমতীর উক্তি)

ধানশী।

পিয়াক পিরীতি হাম কহই না পার।
লাখ বদন বিহি না দিল হামার ॥

---

(১) গীমক—গলার। (২) ভুবনমাহা—ভুবন মধ্যে।

আপনাক গজমোতি হার উতারি (১)।
যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি ॥
করে ধরি পিয়া বৈসায়ল নিজ কোর।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর ॥
ফুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম।
তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পক দাম ॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান।
আনন্দ জলে পরিপূরল নয়ান ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি ভাব তরঙ্গ।
এবে কহি শুন সখি সো পরসঙ্গ ॥ ২৬৬ ॥

যথারাগ।

মরম কহিনু মো পুনঃ ঠেকিনু
সে জনার পিরীতি ফান্দে।
রাতি দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে
তারে সে পরাণ কান্দে ॥
বুকে বুকে মুখে চোখে লাগি থাকে
তবু মোরে সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
সদাই রাখিতে চায় ॥
হার নহে পিয়া গলায় পরয়ে
চন্দন নাহি মাখে গায়।

(১) উতারি—খুলিয়া।

অনেক যতনে রতন পাইয়া
সোয়াথ নাহিক পায় ॥
কর্পূর তাম্বুল আপনি সাজিয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া চিবুক ধরিয়া
মুখে মুখ দেই লেয় ॥
সজাঞা কাচাঞা বসন পরাঞা
আবেশে লইয়া কোরে।
দীপ লৈয়া হাতে মুখ নিরখিতে
তিতিল (১) নয়ান লোরে ॥
চরণে ধরিয়া যাবক রচই
এলাঞা বান্ধয়ে কেশ।
বলরাম চিতে ভাবিতে ভাবিতে
পাঞ্জর হইল শেষ ॥ ২৬৭ ॥

শ্রীরাগ।

সই বিনা সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীতে
যেন দরিদ্রের হেম ॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিবে বলিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া রাইয়ের দোসর
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে ॥

(১) তিতিল—ভিজিল।

তিলে কত বেরি মুখ নেহারয়ে
আঁচরে (১) মোছায়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূরে হেন মানয়ে
তেঁঞি সদাই লয় নাম ॥
জাগিতে ঘুমাতে আন নাহি চিতে
রসের পসরা কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরীতি
আর কি জগতে আছে ॥ ২৬৮ ॥

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণ লেহ।
না জানি কি লাগি কো বিহি (২) গঢ়ল
ভিন্ন ভিন্ন করি দেহ ॥
সই কিবা সে পিরীতি তার।
অলস করিয়া নারে পাশ দিতে
কি দিয়া সুধিব ধার ॥
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম ॥

(১) আঁচরে—অঞ্চলে। (২) বিহি—বিধি।

আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিকে পায়।
বাহু পসরিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিকে ধায়॥
লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনি
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞান দাস কহে আহীরী-নাগরী
পিরীতে বান্ধল তায়॥ ২৬৯॥

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিতে
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিলাইতে
পথের নিকটে রয়॥
আলো সই সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গেতে পিরীতি করিয়ে
কি জানি কি তার হয়॥
সহজ রসের আকার সে যে
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গে ঠেকাইয়ে যায়॥
চমক চলনী ও গীম দোলনী
রমণী মানস চোর।

জ্ঞান দাস কহে সো পিয়া পিরীতি
মরমে পশিল তোর ॥ ২৭০ ॥

পাঠমঞ্জুরী।

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে।
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে (১) ॥
প্রতি পদ-চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকুল প্রাণ ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাসা পরশিয়া রহিনু দূরে ॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দ দাস ॥ ২৭১

যথারাগ।

সিনান দোপর সময় জানি। তপত পথে ঢালয়ে পাণি ॥
কি কহব সখি পিয়ার কথা। কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে ব্যথা ॥
তাম্বুল ভখিয়া দাঁড়াই পথে। হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাতে ॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই। পদচিহ্ন তলে লুটয়ে তাই ॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে। ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে ॥
গোবিন্দ দাসের জীবন হেন। পিরীতি বিষম মানহ কেন ॥২৭২॥

বিভাস।

রজনী কাহিনী কহিতে রমণী
পুলকে পূরল দেহ।

(১) বাটে—পথে।

কনক রমণী কি হৈল না জানি
সোঙারি সে সব লেহ ॥
অঙ্গের বসন খসয়ে সঘন
নয়ানে ভরয়ে লোর।
বিষাদে বিকল বিছুরী সকল
চরণ না চলে থোর ॥
হৃদয় মন্দিরে পিরীতি পালঙ্ক
রসের বালিস তায়।
আরতি তোষণ তাহাতে অমনি
শুতল রসিক রায় ॥
পিয়ার পিরিতি কহয়ে যুবতী
ধরিয়া সখীর করে।
শেখর সত্বরে কহয়ে রাধারে
দেখিব নাগর বরে ॥ ২৭৩ ॥

সুহই।

কহিতে কানুর বিলাস কথা। ছল ছল ভেল নয়ন পাতা ॥
গদ গদ কণ্ঠে না সরে বাণী। কি বরণ ভেল কি ভেল জানি ॥
পুলকে পূরল সকল দেহ। স্তবধ হইল না চলে সেহ ॥
ঝর ঝর বাহি পড়য়ে ঘাম। ক্ষণে থর থর কম্পিত নাম ॥
মুরছি পড়ল সখীর গায়। হেরি সহচরী চমক পায় ॥
সখী কহে একি বিপরীত দেখি। কহিতে এমন কোথা না লখি ॥
আমরা কহিতে সুখের কথা। কহিতে তোহার কি ভেল ব্যথা ॥
রাই কহে মোর জীবন কানু। সে গুণ কহিতে অবশ তনু ॥
শেখর কহয়ে রহিয়া তাই। এমন প্রেমের বালাই যাই ॥২৭৪॥

রসালস।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

যথারাগ।

শেষ রজনী শুতল শচীসুত
ততহি ভাবে ভেল ভোর।
স্বপন জাগর কিয়ে দুহুঁ নাহি সমুঝই
নয়নহি আনন্দ লোর॥

অনুমানে বুঝহ রঙ্গ।
যৈছন গোকুল নায়ক কোরহি
নায়রী শয়ন বিভঙ্গ॥

বাম চরণ ভুজ পুনঃ পুনঃ আগোরই
যাঁতহি দক্ষিণ পাশ।
তৈছন বচন কহত পুনঃ আঁখি মুদি
বচন রসাল সহাস॥

যাকর ভাবহি প্রকট নন্দসুত
গৌর বরণ পরকাশ (১)।
সতত নবদ্বীপ সোই বিহারই
কহ রাধা মোহন দাস॥ ২৭৫॥

---

(১) পরকাশ—প্রকাশ।

বিভাস।

শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্কের শেজ অতি মনোহরে॥
অলসে অবশ তনু গোরা নটরায়।
কি কহব অঙ্গ শোভা কহনে না যায়॥
মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে।
কত রস দিয়া বিধি কৈলা নিরমাণে॥
অতি মনোহর শেজ ( ) বিচিত্র বিলাসে।
বসুদেব ঘোষ দেখে মনের হরিষে। ২৭৬॥

বেলাবলী।

অলসে আকুল ভেল রসবতী রাই।
মদন মদালসে শুতলি যাই॥
কানু শয়ন করু কামিনী কোর।
চাঁদ আগোরি জনু রহল চকোর॥
দুহুঁ শিরে দুহুঁ ভুজ বয়ানে বয়ান।
উরু উরু লপ ল নয়ানে নয়ান॥
ঘুমি রহল তঁহি কিশোরী কিশোর।
কেশ প্রবেশ নাহি তনু তনু জোর॥
সখীগণ নিজ নিজ কুঞ্জে পয়ান।
নিভৃত নিকেতনে করল শয়ান॥
স্বেদ-বিন্দু (২) দেখি দুহুঁ জন গায়
শেখর করতহি চামর বায় (৩)॥ ২৭৭॥

(১) শেজ—শয্যা। (২) স্বেদ-বিন্দু—ঘর্ম্ম-জল। (৩) বায়—বাতাস।

বিভাস

মিটল চন্দন টুটল আভরণ
ছুটল কুন্তল বন্ধ।
অম্বরখলিত গলিত কুসুমাবলী
ধূসর দুহুঁ মুখ চন্দ ॥

হরি হরি অব দুহু শ্যামর গোরি।
দুহুঁক পরশ রভসে দুহুঁ মুরুছিত
শুতল হিয়ে হিয়ে জোরি ॥

রাইক বাম জঘন পর নাগর
ডাহিন চরণ পহুঁ আপি।
নওল কিশোরী আগোরি কোরে পহুঁ
ঘুমল মুখে মুখ ঝাপি ॥

কিয়ে মদন-শর ভীতহি সুন্দরী
পৈঠল পিয়-হিয় মাহ।
কব বলরাম নয়ন ভরি হেরব
করব অমিয়া-অবগাহ ॥ ২৭৮ ॥

ভৈরবী।

কুসুম শেজ পর কিশোরী কিশোর।
ঘুমল দুহুঁ জন হিয়ে হিয়ে জোর ॥
অধরে অধর ভুজে ভুজে বন্ধ।
উরু উরু চরণ চরণ এক ছন্দ ॥

কুন্দন কনক জড়িত নীলমণি।
নব মেঘে জড়াইল যেন সৌদামিনী ॥
চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক মেলি।
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঞি করে কেলি ॥
শিখি-কোরে ভুজঙ্গিনী নাহি দুঃখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক ॥
অরুণে তিমিরে এক কোই না ভাগ।
কাম কামিনী এক ঠাঞি নাহি জাগ ॥
কলহ কয়ল বহু বসন রসনা।
বিহি মিলায়ল দুহুঁ হইল মগনা ॥
সূর (১) হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল।
জ্ঞান দাস কহে অদভুত কেল ॥ ২৭৯ ॥

যথারাগ

রতি রস অবশ অলস অতি ঘূর্ণিত
শুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধুলোভে ভ্রমর ভ্রমরীগণ ঝঙ্করু
বিকশিত ফল ফুল পুঞ্জে ॥

বিনোদিনী মাধব কোর।
তমালে বেড়ল জনু কনক লতাবলী
দুহুঁ রূপ অতি উজোর (২) ॥

(১) সূর—সূর্য্য। (২) উজোর—উজ্জ্বল।

ভুজে ভুজে ছন্দ বন্ধ করি সুন্দরী
শ্যামর কোরে ঘুমায়।
রতি রসে অলস দুহুঁ তনু ঢর ঢর
প্রিয়সখী চামর ঢুলায়॥
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখত
মন্দিরে দুহুঁ জন পাশ।
মন্দির নিকটে পদতলে শুতলি
সহচরী গোবিন্দ দাস। ২৮০॥

প্রিয়-নর্ম্ম-সখী সেবা।

ভূপালী।

রতি রস শ্রম যুত নাগরী নাগর
মুখ ভরি তাম্বুল যোগায়।
মলয়জ কুঙ্কুম মৃগমদ কর্পূর
মিলতহি গতে লাগয়॥
অপরূপ প্রিয়-সখী-প্রেম।
নিজ প্রাণ কোটি নিরমঞ্ছই
নহ তুল লাখবান হেম॥
মনোরম মাল্য দুহু গলে অর্পয়ে।
বাজই শীত মৃদু বাত।
সুগন্ধি শীতল করু জল অর্পণ
যৈছে হোত দুহুঁ শাঁত॥

দুহুঁক চরণ পুনঃ মৃদু সম্বাহন
করি শ্রম কয়লহি দূর।
ইঙ্গিতে শয়ন করহ দুহুঁ সখীগণ
সবহুঁ মনোরথ পূর॥
কুসুম শেজে দুহুঁ নিদ্রিত হেরই
সেবন পরায়ণ সুখ।
রাধা মোহন দাস কিয়ে হেরব
মেটব সব মনোদুঃখ॥ ২৮১॥

কেদার।

বিনোদিনী বিনোদ নাগর। শুতিয়াছে পালঙ্ক উপর॥
কুসুম রচিত কত তায়। সৌরভে মধুকর ধায়॥
কুসুমহি রচিত শিথান। চৌদিকে কুসুম বিথান॥
দুহুঁ জন ঘুমাওল সুখে। দুহুঁ অরপিত দুহুঁ মুখে॥
তনু তনু জড়িত করিয়া। আবেশে রহল ঘুমাইয়া॥
নিজ নিজ কুঞ্জ তার কাছে। তাতে সখীগণ ঘুমিয়াছে॥
শ্রীরাগ মঞ্জুরী আদি যত। শুতল কুঞ্জের চারিভিত॥
পশু পক্ষী নিশবদ ভেল। রজনী শেষ ভৈ গেল॥
নিতি নিতি ঐছন বিলাস। কহ যদু নন্দন দাস॥ ২৮২॥

বিভাস।

উদিতারুণ হসিত নলিন মুদিত কুমুদ চাঁদ মলিন
হত সায়ক দুঃখ দায়ক, রতি নায়ক ভাগে।
শুতল থল জলরুহ দল তড়িত জড়িত জলধর কুল
মুখ ঝামর ধনী শ্যামর, নিশি প্রাতর ভাগে॥

বিগত বসন ভূষণ সাজ অচেতনে রহু নিলাজ রাজ।
গিরি ধারিম বহু গারিম, রহু কারিম দাগে।
বদন জিতল শারদ ইন্দু ছরম ঘরম বিন্দু বিন্দু
নিশি জাগরি রস সাগরি, বর নাগরী আশে॥
ফুকরত শুক শারিক বহু কোকিল কুল কুহরই মুহু
দেখ ভাবিনী গজ গামিনী, নহি কামিনী জাগে।
কহ সহচরী শ্রবণ ওর পরিহরি ধনী হরিক কোর
কিয়ে দোষব তব তোষব, যব রোষব রাগে॥
কি হেরসি হাসি শয়ন রঙ্গ বর নিরমল কুল কলঙ্ক
যশ ধামিনী রুচি দামিনী, কুল কামিনী লাগে।
সাজি কবরি ভূষণ বাস জগদানন্দ নবীন দাস
করু চেতন শুনি কেতন, চলু, বেতন মাগে॥ ২৮৩॥

ভৈরবী।

জাগহু বৃষভানু নন্দিনী মোহন যুবরাজে।
অকরুণ পুনঃ বাল অরুণ (১) উদিত মুদিত কুমুদ বদন
চমকি চুম্বি চঞ্চরী (২) পদুমিনীক (৩) সদন সাজে॥
কি জানি সজনি রজনী থোর ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোর
গত যামিনী জিত দামিনী কামিনী কুল লাজে।
কুহরত হত শোক কোক (৪) জাগহু অব সবহু লোক
শুক শারীক পিক (৫) কাকলী নিধুবন ভরি গাজে। (৬)

(১) অরুণ—প্রভাতের সূর্য্য। (২) চঞ্চরী—ভ্রমর। (৩) পদুমিনী—পদ্মিনী।
(৪) কোক—চক্রবাক। (৫) পিক—কোকিল। (৬) গাজে—গান করে।

গলিত ললিত বসন সাজে মণি যুত বেণী ফণী বিরাজে
উচ কোরক রুচ চোরক কুচ জোরক মাঝে।
তড়িত জড়িত জলদ ভাঁতি দোহে সুখে দুহুঁ রহল মাতি
জিনি ভাদর রস বাদর পরমাদর শেজে।
বরজ-কুলজ জলজনয়নী ঘুমল বিমল কমল-বয়ানী
কৃত নালিশ ভুজ বালিশ আলিস নাহি তেজে॥
টুটল (৭) কিয়ে ফুল ধনু গুণ কিয়ে রতিরণে ভেল তূণ শূন (৮)
সমর মাঝ পড়ল লাজ রতি-পতি (৯) ভয়ে ভাজে (১০)।

---

(৭) টুটল—ছিন্ন হইল। (৮) তূন শূন—বাণাধার শূন্য। (৯) রতিপতি—মদন। (১০) ভাজে—পলায়ন করিল

(২৮৪) বালক অরুণকে যুগল বিলাসের সময় উদয় না হইতে অনুরোধ করিলেও কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণ-সেবার মর্ম্ম কিছুই অবগত না থাকায় অকরুণ হইয়া এই বিলাসের সময়ই উদয় হইয়াছে। অরুণের উদয়ে কুমুদিনী মুদিত হইয়াছে। ভ্রমর সারা নিশি কুমুদিনীর সঙ্গ করিয়া এখন বন্ধন আশঙ্কায় চমকিত ভাবে কুমুদবদন চুম্বন করতঃ পদ্মিনীর নিকট উপস্থিত। অতএব আর নিশি নাই। মোহন যুবরাজের অঙ্কে শায়িতা হে বৃষভানু-নন্দিনী এখন জাগ।

"রজনী কি এখনও কিছু আছে?" এই সন্দেহ মনে উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘন ঘন ঘুঘু ধ্বনি শ্রবণে সে সন্দেহ দূর হইল। বিদ্যুৎ-গতিকে পরাভব করিয়া যামিনী গত হইয়াছে এখন কামিনীগণ লজ্জিতা। অতএব আর নিশি নাই।

চক্রবাক চক্রবাকী সারা নিশি দাম্পত্য বিরহ ভোগ করিয়া এখন মিলনাত্মক

বিপতি পড়ল যুবতী বৃন্দ গুরুগণ গতি কহই মন্দ
জগদানন্দ সরস বিরস রসবতী রস রাজে ॥ ২৮৪ ॥

আনন্দ ধ্বনি করিতেছে। এখন সকলেই জাগরিত হইতেছে। শুক, সারী, কোকিল প্রভৃতি নিধুবন ভরিয়া গান করিতেছে। অতএব আর নিশি নাই।

নবমেঘে বিদ্যুত জড়িত হইলে যেমন শোভা হয় রাধা গোবিন্দও তেমনই শোভা বিস্তার করিয়া উভয়ে উভয়ের সুখের জন্য মাতিয়া আছে। ইহাতে বোধ হইতেছে যেন সুখ শয্যাতে উজ্জ্বল রসের বাদর ভাদ্রের বাদরকে পরাভব করিয়াছে

শ্রীমতীর ললিত বসন স্খলিত হইয়াছে। উচ্চ কলিকার কান্তিহরণ-কারী কুচদ্বয়ের মধ্যে মণিসংযুক্ত বেণী ফণীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

ব্রজকুলজাতা কমলনয়নী বৃন্দারণ্যে নিদ্রিত। তাহার বদন বিমল কমলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত। এ দিকে প্রার্থনাকৃত কৃষ্ণভুজকে বালিশ করিয়া সুখনিদ্রায় অভিভূত থাকায় আলস্য ত্যাগ করিতেছে না।

রাধাগোবিন্দের বিলাস মদনের কোন শক্তি প্রকাশ পাইতেছে না দেখিয়া মনে হইতেছে মদনের ফুল ধনুর কি গুণ ছিন্ন হইয়াছে অথবা কি মদনের বাণাধারে অস্ত্র শূন্য হইয়াছে? মদন যুদ্ধে পরাভব হইয়া লজ্জায় পলায়ন করিয়াছে।

শ্রীমতীর অনুসন্ধানে গুরুগণের আগমন আশঙ্কায় যুবতীগণ বিপদাপন্ন। সখীভাবাপন্না পদকর্ত্তা জগদানন্দ রসরাজ রসবতীর যুগল মিলন দর্শনে সরস এবং তাহাদের যুগলবিলাস এখনই ভাঙ্গিয়া যাইবে ভাবিয়া বিরস।

নবম অধ্যায়।

কুঞ্জ ভঙ্গ।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

ললিত।

রজনীক শেষ জাগি শচীনন্দন
শুনাইতে অলি পিকরাব।
সহজহি নিজ ভাবে গর গর অন্তর
তঁহি উঠু দ্বিতীয় বিভাব।
বেকত গৌর অনুভাব॥
পূরুব রজনী শেষে জাগি দুহুঁ যৈছন
উপজল তৈছন ভাব॥ ধ্রু॥
নয়ন অমল জল অমিয়া বচন খল
পুলকে ভরল সব অঙ্গ।
হরিষ বিষাদে শঙ্কাদি পুনঃ হোয়ত
কো কহ ভাব তরঙ্গ॥
ঐছন অনুদিন বিহরে নদীয়া পুরে
পূরব ভাব পরকাশ।
সো অনুভব কব মঝু মনে হোয়ব
কহ রাধা মোহন দাস॥ ২৮৫॥

যথারাগ।

সুরত সমাপি শুতল বর নাগর
পাণি রহল কুচ আপি।
কনক শম্ভু যেন পূজকে পূজল
নীল সরোরুহ ঝাপি॥
মাধব কেলি বিলাসে।
আরতি রতি রসে কোরে ঘুমায়ল
পুনঃ পুনঃ সুরতক আশে॥
বদন মিলাই রহল মুখ মণ্ডল
কমলে মিলায়লি চান্দা।
চকোর ভ্রমর দুহুঁ রভসে মিলায়ই
পিবই অমিয় মকরন্দা॥ ২৮৬॥*

ভৈরবী।

কানন দেবতী হেরি নিশি অবসান।
আদেশিলা দ্বিজকুলে (১) করইতে গান॥
শারী শুক কহে দোঁহে জানহ তুরিতে।
অরুণ উদয় হেরি নাহি মানে ভীতে॥
বাণরীগণে পুনঃ কয়ল আদেশ।
তুরিতে শবদ কর নিশি অবশেষ॥
শুনইতে ইহ বন দেবতী বোল।
কানন ভরিয়া উঠল মহারোল॥
হেরইতে ঐছন নিশি পরভাত (২)।
মাধব দাস শিরে দেয়ল হাত॥ ২৮৭॥

(১) দ্বিজকুল—পক্ষীগণ। (২) পরভাত—প্রভাত।

ভৈরবী।

শারী শুক দোহ জনে উঠিয়া বিহানে।
রাধা শ্যামে জাগাইতে করে অনুমানে॥
শারী বলে শুন শুক নিশি আছে এক ঘড়ি।
কেমন করে জাগাইব কিশোর কিশোরী॥
শারী কহে শুন শুক ডাক উচ্চস্বরে।
পবন প্রবল বহে কুঞ্জের ভিতরে॥
ডালে বসে শুক তখন করে উচ্চধ্বনি।
জাগিয়া বৈঠল অমনি রাধা বিনোদিনী॥
গোকুলানন্দেতে কহে কি কাজ করিলি।
তমালে কনকলতা কেন ছাড়াইলি॥ ২৮৮॥*

ভৈরবী।

দশ দিশ নিরমল ভেল পরকাশ।
সখীগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাস॥
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বলয়ে মধুর॥
দ্রাক্ষা ডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী।
তারাগণ সনে লুকায়ল তারাপতি (১)॥
কুমুদিনী বদন তেজল মধুকর।
কমল নিয়ড়ে (২) আসি মিলয়ে সত্বর॥
শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর।
জাগল সকল লোক নাহি মানে ডর॥

(১) তারাপতি—চন্দ্র। (২) নিয়ড়ে—নিকটে।

শেখর শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হৈয়া সাধু পারা রহিলা শুতিয়া ॥ ২৮৯ ॥

বিভাস।

রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বোলে।
কত নিদ্রা যাও কাল মাণিকের কোলে ॥
রজনী প্রভাত হৈল বলি এ তোমারে।
অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে ॥
শারী বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক ॥
শুক বলে শুন শারী আমরা পোষণিয়া পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম করি সাখি ॥
বিদ্যাপতি কহে চান্দ গেল নিজ ঠাঞি।
অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই ॥ ২৯০ ॥

যথারাগ।

শুন সুখ যামিনী, ইহ কুল কামিনী
দুঃখিনী করিয়া কোথা যাও।
চাহ ফিরে রাখ কথা দিওনা মরমে ব্যথা
অবলা নারীর মাথা খাও ॥
কান্দায়েছ নিজপতি জগত যুবতি সতি
দয়া নাহি উপজিল মনে।
বিরহিনী দিবে শাপ, সদাই ভুঞ্জিবে তাপ
তার সাক্ষী দেখহ অরুণে ॥

অরুণে করেছ ভয় ইহাত উচিত নয়
জগত ব্যাপিত তুয়া দেহ।
আমরা সঙ্গিনী হই সমর করিব জয়ী
এহ নিজ চিত ধরি থেহ॥
যদি কর পলায়ন হাসিবে জগত জন
লাজে মুখ দেখাবে কেমনে।
এ যদু নন্দনে বলে থাক থাক যামিনী
রাখ রাখ কামিনীগণে॥ ২৯১॥

ললিত।

আলিকুল (১) জাগল অলিকুল গানে।
চমকিত চাহই চকিত নয়ানে॥
চঞ্চল চিত অতি চললি নিকুঞ্জে।
সুখদ শেজ তহিঁ সুকুসুম পুঞ্জে॥
বিগলিত কুন্তল বিগলিত বাস।
হেরি হেরি সহচরী করু পরিহাস॥
জাগ জাগ সুন্দরি সুন্দর কান।
দশ দিশ নিরমল ভেল বিহান॥
কুমুদিনী তেজি কমলহিঁ গেল।
গুরুজন তখন বাহির ভেল॥
হাম সব আছিয়ে তুয়া মুখ চাই।
রহই না পারিয়ে অব (২) ঘরে যাই॥

(১) আলি—সখি। (২) অব—এখন

শুনইতে জাগি রহল দুহুঁ ভোর।
নয়ন না মেলই তনু তনু জোর॥
সখীগণ তৈখনে করু অনুমান।
কপট কোটি কত করত ভিয়ান॥
দুহুঁ জন জাগল অতি ভয় পাই।
হাসি হাসি শেখর দ্বার খসাই॥ ২৯২॥

বিভাস।

নিশি অবশেষে কোকিল ঘন কুহুরত
জাগল রসবতী রাই।
বানরী নাদে চমকি উঠি বৈঠল
তুরিতঁহি শ্যাম জাগাই॥
শুন বর নাগর কান।
তুরিতঁহি কেশ বনাও যতন করি
যামিনী ভেল অবসান॥
শারী শুক পিক কপোত কুহরত
ময়ূর ময়ূরী করু নাদ।
নগরক লোক জাগি যব বৈঠব
তবহি পরব পরমাদ॥
গুরুজন পরিজন ননদিনী দুরজন
তুহুঁ কিনা জানহ রীত।
গোবিন্দ দাস কহ উঠি চল সুন্দরি
বিঘটন কানুক পিরীত॥ ২৯৩॥

ললিত বিভাস।

উঠিয়া সে বিনোদিনী হেরি শেষ রজনী
চমকিয়া চারিপাশ চায়।
প্রভাত জানিয়া ধনী মনেতে সঙ্কতে মানি
পদ চাপি (১) বঁধুরে জাগায়॥
উঠহে নাগর বর আলিস পরিহর
ঘুমে না হইও অচেতন।
দারুণ গোকুলের লোকে হেন বেলা যদি দেখে
কি বলিয়া বলিবে বচন॥
বাপ শ্বশুর কুল দুই উচ্চ সমতুল,
তাহে আমি কুলের কামিনী।
এই মনে হয় ভয় পাছে কুলে কালি রয়
লোকে পাছে বলে কলঙ্কিনী॥
তোমারে বলিব কি সাধে কি বিদায় দিই
সকল গোচর তুয়া পায়।
এ যদুনন্দন বলে দুহুঁ ভাসে প্রেমজলে
দুঃখে হিয়া বিদরিয়া যায়॥ ২৯৪॥

ভৈরবী।

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বাধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোলে দুহুঁ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

(১) পদ চাপি—পা টিপিয়া।

জল বিনে মীন যেন কভু নাহি জিয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কভু না শুনিয়ে॥
ভানু কমলে বলি সেহ হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতকে জলদে কহি সেহ নহে তুলনা।
সময় না হইলে সে দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপে কহি সেহ নহে তুল।
না আসিলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছাড় চকোর চন্দ সেহ হেন নহে।
ত্রিভুবনে হেন প্রেম নহি চণ্ডীদাস কহে॥ ২৯৫॥ *

যথারাগ।

সখীগণ কহে শুন নাগর কান।
বিরচহ রাইক বেশ বনান॥
সিঁথি রচনা করি দেহ সিন্দূর।
চিবুকহি মৃগমদ্ রচহ মধুর॥
নয়নহি অঞ্জন যাবক পায়।
পীন পয়োধর চিত্রহ তায়॥
ঐছন বচন যব শুনইতে পায়।
শেখর দাস তখন বেশ লই ধায়॥ ২৯৬॥

বিভাস।

হরি নিজ আঁচরে (১) রাই মুখ মোছই
কুঙ্কুমে তনু পুনঃ মাজি।

(১) আঁচরে—অঞ্চলে

অলকা তিলক দেই সীঁথি বনায়ই
চিকুরে কবরী পুনঃ সাজি ॥
সিন্দূর দেয়ল সীঁথে।
কতহুঁ যতন করি উর পর লেখই
মৃগমদ চিত্রক পাতে ॥ ধ্রু ॥
মণি-মঞ্জীর চরণে পরায়ল
উরপর দেওল হার।
কর্পূর তাম্বুল বদন ভরি দেয়লি
নিছনি তনু আপনার ॥
নয়নক অঞ্জন করল সুরঞ্জন
চিবুকহি মৃগমদ বিন্দ।
চরণ কমল তলে যাবক লেখই
কি কহব দাস গোবিন্দ ॥ ২৯৭ ॥

বিভাস।

রাইক বেশ বানাইয়া কান।
হেরইতে ধনী মুখ সজল নয়ান ॥
কক্‌খটি বানরী তরু পর থারি।
জটিলা গমন পুনঃ কহয়ে ফুকারি ॥
শুনইতে দুহুঁ জন চমকই চিত।
বেশ বিভূষণ ভেল বিপরীত ॥
ভরমহি পীতাম্বর লেই রাই।
তুরতঁহি কুঞ্জক বাহিরে যাই ॥

নীল ওড়নী লেই চলু তব কান।
উদ্ধব দাস হেরি বিরস বয়ান ॥ ২৯৮ ॥

বিভাস।

দুহুঁ রূপ লাবণী মনমথ মোহিনী
নিরখি নয়ন ভুলি যায়।
রজনী জনিত রতি বিশেষ আলাপনে
আলস রহল দুহু গায় ॥
চাচর কুন্তল তাহে কুসুম দল
দোলত আনহি ভাতি।
দুহুঁ দোঁহা হেরি মুখ হৃদয়ে বাড়য়ে সুখ
বোলত ভূতল পাঁতি ॥
নিজ নিজ মন্দির নাগরী নাগর
চলইতে করু অনুবন্ধ।
বিচ্ছেদ বিষানলে দুহুঁ তনু জারল
লোচনে লাগল ধন্দ ॥ ২৯৯ ॥

বিভাস।

নিজ নিজ মন্দিরে যাইতে পুনঃ পুনঃ
দোঁহে দোঁহা বদন নেহরি।
অন্তর উয়ল প্রেম পয়োনিধি
নয়ানে গলয়ে ঘন বারি ॥
মাধব হামারি বিদায় পায়ে তোর।
তোহারি প্রেম সঞে পুনঃ চলি আওব
অব দরশন নাহি মোর ॥ ধ্রু ॥

কাতর নয়ানে নেহারিতে দোঁহে দোঁহা
উথলল প্রেম তরঙ্গ।
মুরছল রাই মুরছি পড়ু মাধব
কব হব তাকর সঙ্গ॥
ললিতা সুমুখি সুমুখি ফুকরত
রাইক কোরে আগোর।
সহচরী কানু কানু করি ফুকরত
ঢরকত লোচন নোর॥
কতি গেল অরুণ কিরণ ভয় দারুণ
কতি গেও লোচক ভীত।
মাধব ঘোষ এতহু নাহি সমুঝল
উদভট মুগধি চরিত॥ ৩০০॥

বিভাস।

ভিতক চিত পুতলী প্রায় দুহুঁ জন
রহল বিদায়ক বেলা।
প্রেম পয়োনিধি উছলি পড়ু জনু
চেতন অচেতন ভেলা॥
দুহুঁ জন চিত রীত হেরি সহচরী
ঘন ঘন গগন হি চায়।
রজনী পোহায়ল সব জন জাগল
সে ডরহি অধিক ডরায়॥

শেখর বুঝি অব করি কত অনুভব
দুহুঁ সঙ্গ ভঙ্গ করায়।
নিজ নিজ মন্দিরে গমন কর দুহুঁ
গুরুজন ভেদ নাহি পায়॥ ৩০১॥

সুহই।

পদ আধ চলত খলত পুনঃ বেরি।
পুনঃ ফেরি চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি॥
দুহুঁ জন নয়ানে গলয়ে জলধার।
রোই রোই সখীগণ চলই না পার॥
ক্ষেণে ভয়ে সচকিত নয়ানে নেহার।
গলিত বসন ফুল কুণ্ডল ভার॥
নূপুর আভরণ আঁচরে নেল।
দুহুঁ অতি কাতরে দুহুঁ পথে গেল॥
পুনঃ পুনঃ হেরইতে হেরই না পায়।
নয়ানক নোরহি বসন ভিগায়॥
চলইতে হেরল নিকটহি গেহ।
পীতবসনে সব গোপই দেহ॥
আপাদ মস্তক বসনে বেয়াপি।
অলপে অলপে চলে পদযুগ চাপি॥
নিজ মন্দিরে ধনী আওলি দেখি।
গুরুজন গৃহে পুনঃ সচকিতে পেখি॥

তুরতহি বৈঠল মন্দির মাঝে।
শুতলি সুন্দরী আপন শেজে॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
নিতি নিতি হেরব বলরামদাস॥ ৩০২॥

সুহিনী।

কতহু দুলহ সঙ্গ ভৈগল বিচ্ছেদ।
গর গর অন্তর বাঢ়ল খেদ॥
ঝর ঝর লোচন শশিমুখী রোই।
অলখিতে আওল লখই না কোই॥
সহচরী মেলি শেজ বিছাই।
অলসে অবশ ধনী শুওলি তাই॥
অন্তরে গর গর শ্যামর নেহ (১)।
সখীগণ চতুরী চলল নিজ গেহ॥
সবজন পূরল নিজ নিজ সাধ।
কহ কবি শেখর রস মরিজাদ (২)॥ ৩০৩॥

---

(১) নেহ—প্রেম। (২) মরিজাদা—মর্য্যাদা।

গোষ্ঠ।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
ধবলী সাঙলী বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী ভরিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ বলিয়া গোরা ফিরায় পাঁচনী॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস অভিরাম সবার আনন্দ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
গোষ্ঠ লীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে॥ ৩০৪॥

ভাটিয়ারী।

লাখবাণ হেম বরণ গৌর জ্যোতি
মুখবর শারদ চান্দ।
অখিল-ভুবন-মন মোহন মনমথ
মনমথ রাজকি ছান্দ॥
দেখ গৌরচন্দ্র নব কাম।
আনন্দ সার মিলিত নবদ্বীপ
প্রকট ভাব অবিরাম॥
সবহি সুসময় হেরি খেনে বোলত
হোয়ব গোঠ বিহারে।

পুনঃ তব বোলত সফল জীবন তছু
যো ইহরূপ নিহারে ॥
ব্রজপতি নন্দন চান্দ চলত বন
সৌধ উপরে চল যাই।
রাধা মোহন ইহ বর মাগয়ে
সোই চরণ জনু পাই ॥ ৩০৫ ॥

তুড়ী।

শ্রীদাম যাইয়া কহে নন্দের নন্দনা।
বুঝিতে না পারি কানাই তোমার মন্ত্রণা ॥
তুমি রৈলা ঘরে বসি মাঠে গেল পাল।
উনমত হয়ে বেড়ায় যতেক রাখাল ॥
আগে যত চালাই ধেনু পাছু পানে ধায়।
না হেরই চান্দমুখ, না হেরে তোমায় ॥
হাদেরে কানাই ভাই তোর সঙ্গ চাই।
ক্ষুধা হৈলে গহন কাননে খাইতে পাই ॥
মরিলে না মরি কত আপদ এড়াই।
জনমে জনমে পাই তোমা হেন ভাই ॥
তোমা ছাড়া মায়ের কোলেতে শুয়্যা থাকি।
ঘুমাইতে কানাই কানাই বলি ডাকি ॥ ৩০৬ ॥

ধানশী।

ওগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধরা মন্ত্র পরি বান্ধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর ॥

অলকা তিলকা ভালে বনমালা দেহ গলে
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
সবাই দাড়াঞা রাজপথে॥
বিশাল অর্জ্জুদ জান রুক্মিণী অংশুমান
সাজিয়া সবাই গোঠে যায়।
গোপালের কথা শুনি সজল নয়নে রাণী
অচেতনে ধরণী লোটায়॥
চঞ্চল বাছুর সনে কেমনে ধাইবি বনে
কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়।
বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায়॥ ৩০৭॥

মঙ্গল।

শ্রীদাম কহিছে বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
নিতি নিতি যাই মোরা বনে।
যতেক রাখাল মেলি মাঝে রাখি বনমালী
ধেনু বৎস চরাই কাননে॥
মোহন মুরলী স্বরে নানা ছান্দে গান করে
ভুবন ভুলায় সেই রবে।
শুনিয়া মুরলী রব দিব্য মূর্ত্তি লোক সব
আসি দরশন করে সবে॥

হংসের উপরে চড়ি চতুর্ম্মুখে মন্ত্র পড়ি
স্তব করে কানাইয়ের চারি পাশে।
তার পরে এক রথে ঐরাবতে বজ্র হাতে
দেখি মোরা পালাই তরাসে॥

ক্ষিপ্ত প্রায় একজন বৃষ-পৃষ্ঠে আরোহণ
শিঙ্গা ডম্বুর নিসান।
শিরে জটা ত্রিলোচন ভস্ম অঙ্গে বিভূষণ
সদাই জপয়ে রাম নাম॥

তার বামে এক নারী তুলনা দিবার নারি
রূপে অন্ধকার নাশ করে।
স্বর্ণকান্তি শশীমুখী ভালে শোভে তিন আঁখি
কোলে করি রহে গিরিধরে॥

কোলে লঞা গিরিধরে ননী খাওয়ায় দশ করে
কতই ননী খায় তার কয়ে।
বলে ওরে বাছা কানু আনন্দে চরাও ধেনু
কাননে নাহিক ভয় তোরে॥

এ দাস শ্রীদাম কয় মা তুমি কর না ভয়
কানু গেলে যত সুখ পাই।
শীতল তরুর ছায় বসিয়া মুরলী বায়
মোরা সবে ধবলী চরাই॥ ৩০৮॥

ভাটিয়ারি।

বলরাম তুমি নাকি আমার গোপাল লৈয়া বনে যাইছ।
যারে চিয়াইয়া দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠে সাজাইছ॥

বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এ হেন দুধের ছাওয়াল বনে বিদায় দিয়া
দৈবে মরিবে বুঝি মায়॥

জনম ভাগ্য করি আরাধিয়া হরগৌরী
তাহে পাইলাম এ দুঃখ পাসরা।
কেমনে ধৈরজ ধরে মায় কি বলিতে পারে
বনে বাউক এ দুঃখ কোঙরা॥ ৩০৯॥

যথারাগ।

নন্দরাণিগো মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
বেলি অবসান কালে গোপাল আনি দিব কোলে
তোর আগে কহিনু নিশ্চয়॥

সোঁপি দেহ মোর হাতে আমি লৈয়া যাব সাথে
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমার জীবন হৈতে অধিক জানিয়া গো
জীবনের জীবন নীলমণি॥

সকলে পালিব ধেনু বাজাইয়া শিঙ্গা বেণু
গোচারণ শিখাব ভাইয়েরে।
গোপ-কুল উতপতি (১) গোধন-চারণ বৃত্তি
বসিয়া থাকিতে নাহি ঘরে॥

শুনিয়া বলাইর কথা মরমে পাইয়া ব্যথা
ধারা বহে অরুণ নয়ানে।
এ দাস শিবাই বলে রাণী ভাসে প্রেমজলে
হেরইতে কানাইর বয়ানে॥ ৩১০॥

মায়ূর।

কান্দিয়া সাজায় নন্দরাণী।
হেরি হলধর পানে ধারা বহে দুনয়ানে
মুখে নাহি নিঃসরে কিছু বাণী॥

অলকা তিলকা দিতে মুখ ঘামে আচম্বিতে
দেখিয়া বিভোর যশোমতী।
নারিল পাঠাতে বনে দেখিয়া সে মুখপানে
শিশুগণে করয়ে মিনতি॥

স্তন-ক্ষীরে আঁখি-নীরে বসন ভিজিয়া পড়ে
বেশ বনাইতে কাঁপে কর।
কান্দি গদ গদ কহে আজি রাখি যাহ সবে
শূন্য না করিহ মোর ঘর॥ ৩১১॥

(১) উতপতি—উৎপত্তি, জনম।

গান্ধার।

আভরণ পরাইতে আভরণের শোভা।
প্রতি অঙ্গ চুম্বাইতে মনে হয় লোভা॥
বান্ধিয়া বিনোদ চূড়া নিরখিতে কেশ।
আঁখি যুগ ঝর ঝর না হইল বেশ॥
পরাইতে নারে রাণী রঙ্গ পীত ধরা।
ক্ষীণ মাঝা দেখি ভয়ে ভাঙ্গি পরে পারা॥
পরাইতে নূপুর কমল সে চরণ।
নারিনু বিদায় দিতে কহে ঘন ঘন॥
স্তন-ক্ষীরে ভিজিল রাণীর সব বাস।
নিছনি লইয়া মরু ঘনরাম দাস॥ ৩১২॥

শ্রীরাগ।

গোপাল সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল।
যতনে কানাইর চূড়া বলাই বান্ধিল॥
অঙ্গদ বলয় হার শোভিয়াছে ভাল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জহার॥
পীত ধরা আঁটিয়া পরায় কটিতটে।
বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে॥
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া।
নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ হেরিয়া॥
ঘনরাম দাসে বলে কান্দিতে কান্দিতে।
অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে॥ ৩১৩॥

মঙ্গল।

বিপিন গমন দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষা মন্ত্র পড়য়ে আপনি॥

এ দুখানি রাঙ্গা পায় ব্রহ্মা রাখিবেন তায়
জানু রক্ষা করু দেবগণ।
কটি তট সুজঠর রক্ষা করু যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ॥

ভুজ যুগ নখাঙ্গুলী রক্ষা করু বনমালী
কণ্ঠ মুখ রাখ দিনমণি।
মস্তক রাখুন শিব পৃষ্ঠ দেশ হয়গ্রীব
অধঃ ঊর্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি॥

জল স্থলে গিরিবনে রাখিবেন জনার্দ্দনে
দশদিকে দশদিক্ পাল।
যত শত্রু হউক মিত্র রক্ষা করু সর্ব্বত্র
নহে তুমি হও তার কাল॥

এই সব মন্ত্র পড়ি প্রতি অঙ্গে হস্ত ধরি
গোময়ের ফোঁটা ভালে দিল।
এ দাস মাধব কয় নন্দরাণী প্রেমময়
বলরামের হাতে সমর্পিল॥ ৩১৪॥

গান্ধার।

ব্রজ নন্দ কি নন্দন নীলমণি।
হরি চন্দন তিলক ভালে (১) বনি (২)।
শিখি পুচ্ছক বন্ধনি বামে টলি।
ফুল দাম নেহারিতে কাম ঢলি॥

অতি কুঞ্চিত কুন্তল লম্বি চুলি।
মুখ নীল সরোরুহ (৩) বেঢ়ি অলি॥
ভুজদণ্ডে বিখণ্ডিত হেম মণি।
নব বারিদ (৪) বিদ্যুত স্থির জনি॥
অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধটি (৫)।
কল কিঙ্কিণী সংযুত পীত কটি॥

পদ নুপুর বাজত পঞ্চ রসে।
বেণু রব বেয়াপিত (৬) দিক দশে॥
যোগী যোগ ভুলে মনি ধ্যান টলে।
ধায় কামিনী কাননে তেজি কূলে॥

গজ সর্প সঞ্জে গিরি রাজ চলে।
সুখরূপ সুবীরুধ (৭) পুষ্প ফলে॥
সুরাসুর লজ্জিত শান্ত মনে।
পদ সেবক দেব নৃসিংহ ভনে॥ ৩১৫॥

(১) ভালে—কপালে। (২) বনি—সাজান। (৩) সরোরুহ—পদ্ম। (৪) বারিদ—মেঘ। (৫) ধটি—ধড়া। (৬) বেয়াপিত—ব্যাপ্ত। (৭) সুবিরুধ—বৃক্ষ।

কামোদ।

প্রণতি করিয়া মায় চলিল যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোক্ষুর রেণু
সুর নর হরষিত মন॥
আগে আগে বৎস পাল পাছে ধায় ব্রজ বাল
হৈ হৈ শব্দ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে সে বলরাম
ব্রজ-বাসী হেরিয়া বিভোর॥
নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর বেশ।
আসিয়া যমুনা-তীরে নানারঙ্গে খেলা করে
কত কত কৌতুক বিশেষ॥
কেহ যায় বৃষ ছান্দে কেহ কার চড়ে কান্ধে
কেহ নাচে কেহ গান গায়।
এ দাস মাধব বলে কি শোভা যমুনা কূলে
রাম কানাই আনন্দে খেলায়॥ ৩১৬॥

শ্রীরাগ।

শ্রুতিপাশ বিলাস মণি মকরাকৃতি
কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডে দোলে।
নট-বেশ সুকেশ চূড়া শিখী সাজনী
মালতী মাল প্রসন্ন দোলে॥

ধেনু চরায়ত বেণু বাজায়ত
কালিন্দী তীর পুলিন বনে।
প্রিয় দাম শ্রীদাম সুদাম মহাবল
এ সব গোপ সখা সগণে॥ ৩১৭॥

শিখি পুচ্ছ শিরোনব মেঘ রুচিং।
মণি-কাঞ্চন-ভূষিত-বেণু-করং॥
সিত চন্দন চর্চ্চিত নীলতনুং।
বনমালগলং বরং পীতপটং॥ ৩১৮॥

জয়জয়ন্তী।

মুদির মরকত মধুর মুরতি
মুগধ মোহন ছান্দে।
মল্লী মালতী মালে মধুকর
মত্ত মনমথ ফান্দে॥

শ্যাম সুন্দর সুঘড় শেখর
শবদ শশধর হাস।
সঙ্গে সবয়স সুবেশ সমবয়
সতত সুখময় ভাষ॥

চিকণ চাঁচর চিকুরে চুম্বিত
চারু চন্দ্রক-পাঁতি।
চপল চমকিত চকিত চাহনি
চিত চোরক ভাঁতি॥

গিরিক গৈরিক গোরজ গোরোচন
গন্ধ গরবিত বাস।
গোপ গোপন গরিম গুণ গান
গাওত গোবিন্দ দাস ॥ ৩১৯ ॥

ভাটিয়ারী।

যায় পদ রহিয়া রহিয়া রহিয়া গো।
ধ্বজ ব জ্রাঙ্কুশ পায় রহি রহি চলি যায়
যায় পদ রহিয়া রহিয়া রহিয়া গো ॥

বুঝি উহার কেউ আছে আসিতেছে পাছে পাছে
তাতেই চাইছে ফিরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া গো।
শ্রীদাম টানে বন পানে রাণী টানে ঘর পানে
রাই টানে নয়নে নয়নে নয়নে গো ॥

যদি ব্রজের বালক হৈতাম তবে উহার সঙ্গে যেতাম
মাঝে যেতাম নাচিয়া নাচিয়া নাচিয়া গো।
হায় মোরা কি করিলাম নবনী পাসরি এলাম
খানিক রাখতাম ননী দেখায়ে দেখায়ে দেখায়ে গো ॥
রবি বড় তাপ দিছে চাঁদ মুখ ঘামিয়াছে
অলকা তিলক যায় ভাসিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া গো।
হেন মনে উঠে দয়া মেঘ হয়ে করি ছায়া
তার ছায়ায় যেতো জুড়ায়ে জুড়ায়ে জুড়ায়ে গো ॥৩২০॥ *

খাম্বাজ ।

তুঙ্গ (১) মণি মন্দিরে ঘন (২) বিজুরী সঞ্চরে
মেঘরুচি (৩) বসন পরিধানা ।
যত যুবতী মণ্ডলী পন্থ ইহ পেখলু
কোই নহে রাইক সমানা ॥
(ভাই !) বিহি তোহারি সুখ লাগি ।
রূপেগুণে সায়রি (৪) সৃজল ইহ নায়রি
ধনিরে ধনি ধন্য তুয়া ভাগি (৫) ॥ ধ্রু ॥
দিবস অরু (৬) যামিনী রাই অনুরাগিনী
তোহারি হৃদি মাঝে রহু জাগি ।
প্রতি দিবস নৌতুনা রাই মৃগী লোচনা
অতয়ে তুহুঁ উহারি অনুরাগী ॥
রতন অট্টালিকা উপরে বসি রাধিকা
হেরি হেরি অচল পদ পাণি ।
রসিকজন মানসে হরিগুণ সুধারসে
জাগি রহু শশিশেখর বাণী ॥ ৩২১ ॥ *

---

(১) তুঙ্গ—উচ্চ । (২) ঘন—মেঘ । (৩) রুচি—শোভা ।
(৪) সায়রি—সমুদ্র । (৫) ভাগি—ভাগ্য । (৬) অরু—আর ।

(৩২১) উন্নত মণি মন্দিরে মেঘ ও বিদ্যুৎ বিচরণ করিতেছে । (শ্রীমতীর অঙ্গ-কান্তি বিদ্যুৎ এবং নীল শাড়ী মেঘরূপে বর্ণিত ।) পথে যত যুবতীই দেখিলাম তাহারা কেহই রাধার তুল্য নহে । বিধি তোর সুখের জন্য রূপ এবং গুণের সাগর এই নাগরীকে সৃজন করিয়াছে । ধন্য ধন্য তোর ভাগ্য ।

যাবট-মিলন।

ধানশী।

গোঠে চলে যাদুমণি উঠিল মঙ্গল ধ্বনি
শিঙ্গা বেনু মুরলী রসাল।
হাম্বারবে ধেনু চলে হৈ হৈ রাখালে বলে
আগে পাছে চালাইলা পাল॥
চলিলা শিশুর সঙ্গে গোধন লইয়া রঙ্গে
যাবট নিকট মুখে ধায়।
বৃষভানু সুকুমারী অট্টালিকা পরে চড়ি
অনিমিখে চাঁদ মুখ চায়॥
দেখিয়া গোকুল ইন্দু (১) উছলল প্রেম সিন্ধু
অবশ হইল প্রেমভরে।
কি হ'ল কি হ'ল ব'লে বিশাখা করিল কোলে
শুনিয়া জটিলা আইল ধাইয়ে॥
কি না হইল অকস্মাৎ মোর শিরে বজ্রাঘাত
তোমরা কিছু জান বল মোরে।
ললিতা কহিছে আই হলধরের ছোট ভাই
ভাল মন্ত্র জানে বলি তোরে॥
শুনিয়া জটিলা ধায় ধরিল কানুর পায়
ওহে কৃষ্ণ দেহ প্রাণ দান।

---

১) ইন্দু—চাঁদ।

বধু মোর জিউ পায় করি কি না উপায়
যাইয়া রাখ বধূর পরাণ ॥
চলিলা চতুর শ্যাম পুছিলা (১) বধুর নাম
মন্ত্র পড়ি অঙ্গে দিলা হাত।
পরশে অবশ অঙ্গ জর সব হ'ল ভঙ্গ
রায় শেখর প্রণিপাত ॥ ৩২২ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে মিলন।

সুরট সারঙ্গ।

তপনক তাপে (২) তপত ভেল মহীতল
তাতল বালুক দহন সমান।
চড়ল মনোরথে ভাবিনী চলু পথে
তপন তাপ নাহি জান ॥
প্রেমক গতি অনিবার।
নবীন যৌবন ধনী চরণ কমল জিনি
তবহিঁ কয়ল অভিসার ॥ ধ্রু ॥
কুল গুণ গৌরব সতী যশ অপযশ
তৃণ করি না মানয়ে রাধে।
মন মাহা মদন মহোদধি উছলল
ছোড়ল কূল মরিযাদে ॥

---

(১) পুছিলা—জিজ্ঞাসা করিল। (২) তপনক তাপে—সূর্য্যকিরণে।

কতহুঁ বিঘিনী (১) জতল অনুরাগিণী
সাধল মনমথ তন্ত্র।
গুরুজন নয়ান নিবারিতে সুবদনী
পাঠ করয়ে মণি মন্ত্র ॥
কেলি কলাবতী কুসুম সরসী কূলে
কৌশলে করল পয়ান।
যত ছিল মনোরথ পূরল মনমথ
ইহ কবি শেখর গান ॥ ৩২৩ ॥

সারঙ্গ।

সহচর সঙ্গে রঙ্গে ব্রজনন্দন
কত কত মত করি খেল।
রাইক গমন সময় বুঝি তৈখনে
আন ছলে আপহি গেল ॥
সজনি হের দেখ মিলন রঙ্গ।
চাঁদক দরশনে যৈছন জলনিধি
উথলিত অধিক তরঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
দূরহি দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ জন
নয়নহি আনন্দ নীর।
দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত দুহুঁ ঘরমাইত (২)
কম্পিত দুহুঁক শরীর ॥
কতহু' যতনে দুহুঁ হোয়ল একঠাম
দুহুঁ রূপ পিবইতে চাহ।
রাধামোহন পহুঁ চতুর শিরোমণি
খেলত রস অবগাহ ॥ ৩২৪ ॥

(১) বিঘিনী—বিঘ্ন। (২) ঘরমাইত—ঘর্ম্মযুক্ত।

সারঙ্গ।

দিনমণি কিরণে মলিন মুখ মণ্ডল
ঘামে তিলক বহি গেলা।
চরণ কমলে তপত পথ বালুক
আতপ দহন সম ভেলা॥

হেরইতে শ্যামরু চন্দ।
কোরে আগোরি গৌরী মুখ মুছত
বসন ঢুলায়ত মন্দ॥ ধ্রু॥

কর্পূর তাম্বুল অধরহি দেওত
চন্দন লেপই অঙ্গে।
শ্যামর অঙ্গ পরশে নব নাগরী
উপজল প্রেম তরঙ্গে॥

কুঞ্জ কুটির ঘর শেজ মনোহর
মধুকর ধরু শ্রুতি ভাষ।
গৌরী শ্যাম দুহুঁ করল কুতুহল
কহতহি গেবিন্দ দাস॥ ৩২৫॥

ধানশী।

দুহুঁ হেরি দুহুঁ পুলকাইত
দুহুঁ ভেল ভাবে বিভোর।
নয়ানে নয়ানে যব দুহুঁ দোহাঁ নিরখই
তব বহ আনন্দ-লোর॥

সজনি দেখ রাধা মাধব প্রেম।
দুহুঁ দোহাঁ কি করব থেহ না পাওত
জনু দুহুঁ দারিদ (১) হেম ॥
কর বচন বচন গদ গদ
দুহুঁ অঙ্গ ভেল সুকম্প।
দুহুঁ দোঁহা পরশিতে দুহুঁ ভেল নিমগন
ঐছন হোয়ত স্তম্ভ ॥
অপরূপ বিধুমণি দুহুঁ কিয়ে বিধুবর
মঝু মন করত আশংস।
রাধামোহন পহুঁ দুহুঁ অতি নিরূপম
ত্রিভুবন করু পরশংস (২) ॥ ৩২৬ ॥

সারাঙ্গ।

ঘন ঘন চুম্বন ঘন পরিরম্ভন (৩)
ভুজে ভুজে সঘন সন্ধান।
ঘন্ ঘন-নখ শর ঘাতন দুহুঁ জন
আনন্দে আপনা না জান ॥
অপরূপ নিধুবন কেলি।
অতি রসে নিমগন দিনহি রাধামাধব
মদন-কদন দূরে গেলি ॥ ধ্রু ॥
দুহুঁ দোঁহা উঠ পর নিচল কলেবর
করত সঘন সীতকায়।

১) দারিদ—দরিদ্রের। (২) পরশংস—প্রশংসা। (৩) পরিরম্ভন—আলিঙ্গন।

অভিনব ঘন বর থির বিজুরী কিয়ে
বেড়ি রহল অনিবার ॥
দাস যদুনন্দন কব সোই হেরব
হোয়ব বেলি অবসান।
শুক যুগ হেরি তবহু নিবেদব
করইতে সো সমাধান ॥ ৩২৭ ॥

শ্রীরাগ।

বৃন্দাবন রম্যস্থান কোটি চিন্তামণি ধাম
রতন মন্দির মনোহর।
আনন্দে কালিন্দী জলে রাজহংস কেলি করে
কনক কমল উতপল ॥
তার মধ্যে হেম পীঠ অষ্টদল বেষ্টিত
অষ্ট সখী প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসন বসিয়াছে দুইজন
শ্যাম গৌরী সুন্দরী রাধিকা ॥
ওরূপ লাবণ্য রাশি অমিয়া পড়িছে খসি
হাস পরিহাস সম্ভাষণ।
নরোত্তম দাস কয় নিত্যানন্দ রসময়
সদাই সোঙরু মোর মনে ॥ ৩২৮ ॥

তুলসী-মিলন।

কানুক গোঠে গমনে বিরহাতুর
ধৈরজ ধরই না পারি।
ব্রজগত যত জন সঙ্গহি ধাওল
আর যত কুলবতী নারী॥
সজনি! দেখ দেখ ব্রজজন নেহা।
নয়নে নয়নে জল অঙ্গে পুলককুল
ভাবে অবশ ভেল দেহা॥
তিল এক বিরহ কলপ করি মানই
চিত্ত পুতলী সম হেরি।
ব্রজ কুল নন্দন কহত যতনে পুনঃ
ঘরহি পাঠাওল ফেরি॥
কাতর অন্তরে নিজ নিজ মন্দিরে
সব জন করল পয়ান।
সহচরী রাই লেই চলু মন্দিরে
গোবিন্দ দাস পিছে যান॥ ৩:৯॥

সুহই।

রাধিকা রূপসী লইয়া তুলসী
কহয়ে মধুর কথা।
কাননে গমন করহ এখন
নাগর শেখর যথা॥

সময় বুঝিয়া সরস হইয়া
মিলিবে নাগর কান।
চতুর নিকটে কহিবা কপটে
রাখিবা আপন মান॥

উলসি তুলসী মনেতে হরষি
চলিলা রাইয়ের বোলে।
তাম্বুল কর্পূর লৈয়া ফুলহার
মিলিলা সরসী কুলে॥

দেখিয়া তুলসী নাগর উলসি
যতনে বসাই কাছে।
আপন আকুলি কহিলা সকলি
রাইয়ের গমন পুছে॥

এ ধনি চতুরি না কর চাতুরী
আমার শপতি তোরে।
রাধার কুশল কহিয়া সকল
শীতল করহ মোরে॥

সে যে বিনোদিনী দিবস রজনী
অন্তরে খেলয়ে মোর।
শুতিলে স্বপনে দেখিয়ে সে জনে
শপতি করিয়ে তোর॥ ৩৩০॥

বরাড়ী ॥

তুলসী চতুর কহয়ে মধুর
কাতর দেখিয়া কান।
তুষিয়া তাঁহারে চলিলা সত্বরে
রাখিয়া আপন মান ॥
বিরা বৃন্দা আসি রাই রসে রসি
সাজায়ল নিজ মনে।
করি সমাপন আসিতে ভবন
তুলসী মিলিলা বনে ॥
হাস পরিহাসে রাইক আবাসে
আইলা কানন-সখী।
শেখর সহিতে বারতা শুনিতে
সজল রাধার আঁখি ॥ ৩৩১ ॥

সুহিনী ॥

তুলসী কহল কানুর কথা। যে মত তাহার হৃদয়ে ব্যাথা ॥
শুনি শশীমুখী বিভোর হৈয়া। বহু উপহার যতনে লৈয়া ॥
সহচরীগণ লইয়া সঙ্গে। দেবতা পুজিতে চলিলা রঙ্গে ॥
বেশ বিভূষণ রচনা করি। কানু অনুরাগে আকুল গৌরী ॥
সঙ্গিনী রঙ্গিনী বরজ বালা। যৈছন চলয়ে চাঁদের মালা ॥
হেরিয়া চরণ নখের ছান্দে। মদন বেদনা পাইয়া কান্দে ॥
রতন মঞ্জুরী ঝনন বাজ। গমনে জিতল কুঞ্জর রাজ ॥
গগনে নিরখি অধিক বেলা। মাধব তরিতে লইয়া গেলা ॥ ৩৩২

বরাড়ী।

সখীগণ সঙ্গে চলল বর রঙ্গিনী
ভানু আরাধন লাগি।
বহু উপহার যতন করি লওল
গুরুজনে অনুমতি মাগি॥

সুগন্ধি চন্দন নেল।
জিনি কদলী উপ- হার মনোহর
সখীগণ হাতহি দেল॥

জয় জয় কার হুলাহুলি ঘন ঘন
শঙ্খ শবদ ঘন ঘোর।
কেলি করত কত কোকিল কুহরত
নৃত্যত ময়ূরক জোর॥

কুণ্ডক তীরে মিলল বর নাগরী
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ হাস।
গোবিন্দ দাস পঁহু রসময় নাগর
নয়ন ইঙ্গিতে কত রস পরকাশ (১)॥ ৩৩৩॥

---

(১) পরকাশ—প্রকাশ।

MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd 1902
MAJU. HOWRAH.

অভিসার।

(প্রকারান্তর)

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ।

গৌরাঙ্গ চরিত কিছু কহনে না যায়।
পূরব সোঙরি পহুঁ মৃদু মৃদু ধায়।
নিরজনে কহে চল সুরধুনী তীরে।
পশুপতি পূজব বিপদ যাবে দূরে॥
ঐছন বচন সবে রচন করিয়া।
অগুরু চন্দন ফুল হস্তেতে করিয়া॥
নিজ নিজ সঙ্গে চলে গোরা দ্বিজমণি।
কহে বিশ্বম্ভর গোরার নিছনি॥ ৩৩৪॥

যথারাগ।

সবহু বঁধুজন চলু বৃন্দাবন
গৌরী আরাধন লাগি।
ঐছন মুগধ বচন রচন করি
গুরুজন অনুমতি মাগি॥
হরি হরি কাঁহে শিখলি পরকার।
গুরুজনে যাচি মিছই বচনামৃত
দিনহি করহ অভিসার॥
বেশ বনাওত ননদী শুনায়ত
চতুর সখী সঞে বাত।

গৌরী আরাধি মনোরথ পূরব
পশুপতি নন্দন সাথ ॥
সুবাসিত কুসুম কর্পূরিত তাম্বুল
ভরি লেই চন্দন কটোর।
গোবিন্দ দাস পথ দরশায়ত
যাঁহা নাহি কণ্টক আচোর ॥ ৩৩৫ ॥

কামোদ।

গৌরী আরাধন ছল করি সুন্দরী
মিলল নাগর সঙ্গে।
আগুসারি নাহ রাই কর ধরতহি
আনল কৌতুক রঙ্গে ॥
কুণ্ডক তীরে কুঞ্জ অতি শীতল
বহতহি মলয় সমীর।
কোকিল কুহরত মধুকর গায়ত
চৌদিকে শিখিকুল কির ॥
রাধা মাধব কেলি বিলাস।
দুঁহে দুঁহা বদন নেহারি ঘন চুম্বয়ে
কতহুঁ করত পরিহাস ॥ ধ্রু ॥
চন্দন কুঙ্কুম ধরি সব সখীগণ
দেয়ত কাম্বুক অঙ্গে।
ঐছন সময়ে কবহুঁ রাধা মোহন
হেরব সহচরী সঙ্গে ॥ ৩৩৬ ॥

দেবগোষ্ঠ।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র :

যথারাগ।

নাচে পঁহু শচীর অঙ্গনে। না জানি কি উপজিল মনে ॥
বেণু দে মা বলে বার বার। নয়নে গলয়ে জলধার ॥
হেন কালে সব সহচর। আইলা গৌরাঙ্গ দেখিবার ॥
নিরখিয়া গৌরাঙ্গ বদন। মনোহর হরষিত মন ॥ ৩৩৭ ॥

সুহই।

পুছত গোপালে যশোদা মাই। অসম্ভব কথা শুনিতে পাই ॥
বেণুরবে নাকি গো-পাল ফিরে। আসি দেবগণ মিনতি করে ॥
সেই রবে বেণু বাজারে বাপ। শুনিয়া ঘুচাই মনের তাপ ॥
হাসিয়া কহত যাদব রায়। বেণুটী শুনিলে ঘুচিবে দায় ॥
রাণী কহে ঘরে লুকায়ে রব। আজু হাম বাপ গোঠে না দিব ॥
শুনিয়া মায়ের করুণ বাত। বেণু পুরিল গোকুল নাথ ॥
মনোহর ধ্বনি শুনিতে পাই। সুরাসুর চলল ধাই ॥ ৩৩৮ ॥

মায়ূর।

শুনিয়া মোহন বেণু অবশ হইল তনু
এলো থেলো পাগলিনী রাই।
কে যাবি গো সহচরি আমি তো রহিতে নারি
প্রাণবন্ধু ডাকিছে ঐ ॥
কহয়ে ললিতা বালা একিগো দেখি গো জ্বালা
কুলবালা কুলের অধীন।

তাহে ভানু রাজবালা অবলা সরলা বালা
কালারূপ জপ নিশিদিন ॥
হয় নাই জলের বেলা যাইব কোন ছলা
বলহ যে ভেটিতে যাইবি।
জটীলা কহয়ে কথা না আইল কুন্দলতা
তোরা সবে বধূ সঙ্গে যাবি ॥
শুনি হরসিত হয়ে জটীলারে প্রণমিয়ে
নন্দালয়ে করিলা গমন
গিয়ে যশোদার পুরে নিরজনে মনোহরে
অনিমিখে নিরখে বদন ॥ ৩৫৯ ॥

ধানশী।

নন্দ গৃহে আজি কিবা আনন্দ বাড়িল।
বেণুরব কৈল যবে শুনিল অমর সবে
স্বর্গবাসী যত দেবগণে।
আইলেন ত্রিলোচন সঙ্গেতে চতুরানন
গণপতি নারদের সনে ॥
সুরলোক ব্রহ্মলোক স্বর্গাবসী দেবলোক
আইলা সবে নন্দের মহলে।
দাঁড়াইল সব জনে সব কৃষ্ণ মুখপানে
নেত্র পরিপূর্ণ প্রেমজলে ॥
কহত বিনয় করি দয়া কর গিরিধারি
আর দুঃখ সহিতে না পারি।

যথারাগ।

দেবাসুরে নাই আশ ব্রজপুরে দাও বাস
গলে বাস করজোড় করি ॥
কি ছার স্বর্গের সুখ দেখিলে ও চাঁদ মুখ
তৃণ করি নাহি মানি তায়।
বনে বনে ভ্রমিব ধেনু বৎস চরাইব
তোমারে রাখিব তরু ছায় ॥
যশোদাকে কহে পুনঃ ধন্য তব সাধন
তব গৃহে পরম ঈশ্বর।
বলরাম দাস বাণী শুন গো মা নন্দরাণি
মনে কিছু ভয় নাহি কর ॥ ৩৪০ ॥

যথারাগ।

বাসনা নাই স্বর্গবাসে হেরি তব পীতবাসে
বনবাসে থাকি সেই ভাল।
গললগ্ন কৃতবাসে এই মিনতি শ্রীনিবাসে
ব্রজবাসে রেখ চিরকাল ॥
কীট পতঙ্গ পশু পাখী যা কর কমল আঁখি
না হয় তরু লতা তৃণ হব।
ইতে কিছু নাহি বাঁধা পুরিবে মনের সাধা
নিতি নিতি পদরজ পাব ॥
যে কুলে জনম হয় পদে যেন মতি রয়
এই আশা তব রাঙ্গাপায়।

বলরাম দাস কয় একথা অন্যথা নয়
আশা পূর্ণ হবে নদিয়ায় ॥ ৩৪১ ॥

ধানশী।

চলে সারী সারী দেবের কুমারী
দেব পত্নীগণ যত।
অপ্সরা অপ্সরী গন্ধর্ব্ব কিন্নরী
তাহা বা কহিব কত ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী লইয়া ভগবতী
আকুলিত মনে ধায়।
আনন্দিত মনে নন্দের ভবনে
হেরত মাধব রায় ॥
দেবী ভগবতী হরসিত অতি
কোলে লয়ে নিলমণি।
দশ করে ননী খাওয়ায় তখনি
হেরয়ে বদন খানি ॥
কহয়ে ইন্দ্রাণী শুন মা ঈশানি
নিলমণি মোরে দেহ।
কোলেতে লইয়া ননী খাওয়াইয়া
জুড়াই তাপিত দেহ ॥
হরষিত মনে সব দেবীগণে
নবনী দেওতো মুখে।
এ কোলে ও কোলে মনোহর দোলে
আপন মনের সুখে ॥ ৩৪২ ॥

শ্রীরাগ।

ঘরে গিয়ে যশোমতী অতি ব্যস্ত হয়ে।
রাধারে করিল কোলে কৃষ্ণকে ছাড়িয়ে॥
ক্ষীর সর নবনী নানাবিধ আনি।
যতনে রাধার করে দেয় নন্দরাণী॥
খাও খাও বলে দ্রব্য দেয় শ্রীরাধায়।
রাধা ভাবে এ আবার ঘটিল কি দায়॥
কৃষ্ণের প্রসাদ নহে এই নবনীত।
আহার করিতে আগে না হয় উচিত॥
রাধার জানিয়া মন শ্রীহরি তখন।
পাতিল বিচিত্র মায়া অপূর্ব্ব কথন॥
মায়ের কোলেতে দেখি অন্যের সন্তান।
রোদন করিয়া কৃষ্ণ ভূমে গড়ি যান॥
তাহা দেখি নন্দরাণী আসিয়া ত্বরায়।
দক্ষিণ কোলেতে নিল আপন তনয়॥
বামকক্ষে রাধা শোভে দক্ষিণে শ্রীহরি।
যশোদার কোলে আজ যুগল মাধুরী॥
বুঝিল ভাবের গতি যশোদা নন্দন।
রাধা করে নবনী ক্ষীর করে দরশন॥
ক্রোধ ভরে থাবা দিয়া কাড়িয়া লইল।
আপনার বদনেতে দুটী হাত দিল॥
কি কর কি কর কৃষ্ণ বলে নন্দরাণী।
কাড়িয়া খাইলা কেন রাধার নবনী॥

কিছু খাও কিছু দাও রাধারে আমার।
তোমারে নবনী আনি দিব রে আবার॥
মায়ের বচনে কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া।
মুখ হতে দিল কিছু বাহির করিয়া॥
আপনি রাধার করে দিল নারায়ণ।
হাত পাতি রাধারাণী লইয়া তখন॥
কৃষ্ণের প্রসাদ দ্রব্য আনন্দিত মনে।
হেট মুখে কমলিনী দিলেন বদনে॥
যশোদার কোলে রাধা কৃষ্ণের ভোজন।
দেখিতে বাসনা করে এ যদু নন্দন॥ ৩৪৩

রাই-রাখাল।

ধানশী।

অট্টালিকা পরি বসিয়া কিশোরী
ভাবে শ্যামরূপ খানি।
শ্রীদাম সুদাম ভাইয়া বলরাম
করতহি বেণু ধ্বনি॥
শুনি বেণু রব স্তব্ধমান সব
হইল আহীরী বালা।

শ্বাস নাহি বহে প্রাণ নাহি দেহে
বাঢ়ল বিরাহ জ্বালা॥
হেন কালে তথা আইল ললিতা
বিশাখারে লৈয়া সঙ্গে।
দেখি কমলিনী প ড়ল ধরণী
ধুলি ধূসর অঙ্গে॥
দেখিয়া ললিতা হইয়া ব্যথিতা
তুলিয়া করিল কোলে।
শুন বিনোদিনী নিবেদন বাণী
অবধান কর বোলে॥
শ্যাম গোঠে গেল মোরা যাই চল
ধরিয়া রাখাল বেশে।
শুনিয়া বচন হরষিত মন
কহে যদুনাথ দাসে॥ ৩৪৪॥

ধানশী।

বন্ধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।
চূড়া বেন্ধে যাব চল যথা কমল আঁখি॥
বিপিনে ভেটিব যেয়ে শ্যাম জলধরে।
রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে॥
চূড়াটি বান্ধল শিরে যত সখীগণ।
পীতধরা পর সবে আনন্দিত মন॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।
নয়নে দেখব সেই শ্যাম গুণমণি॥ ৩৪৫॥

তুড়ী।

ললিতা গো কেমন উপায় করি।
শ্রীদাম সুদাম আর বলরাম
বনে গেল মোর হরি॥
প্রাণনাথ গেল মোরা যাই চল
আন ধরা গুঞ্জা গাভা।
ললিতা বিশাখা আর ইন্দুরেখা
সাজিয়া করহ শোভা॥
ললিতা সুন্দরী জানয়ে চাতুরী
বলাই সাজিল ভাল।
বিশাখা সুন্দরী রূপ মনোহারি
সুবলের বেশ কৈল॥
তুঙ্গবিদ্যা আসি হাসি হাসি আসি
কহে জোড় হাত করি।
শুন প্রাণেশ্বরি বচন মাধুরী
তোমাকে বানাব হরি॥
এতেক বচন শুনিয়া তখন
কমলিনী ধনী রাই।
শেখর আসিয়া কহেন হাসিয়া
গুঞ্জা গাভা কিছু নাই॥ ৩৪৬॥

শ্রীরাগ।

মৃগমদ কস্তুরী দিয়া অঙ্গ কৈল কালা।
গলায় গাঁথিয়া দিল কদম্বের মালা॥

কপালে তিলক দিল সিন্দূর মুছিয়া।
কটিতলে পীতধরা পরয়ে আঁটিয়া॥

মস্তকে বান্ধিল চূড়া শিখিপুচ্ছ তায়।
তাহাতে কতেক শোভা কহনে না যায়॥

বিনোদিনী কহে যদি সাজালে বনমালী।
শোভা নাহি করে কর বিনা গো মুরলী॥

ললিতা চতুরা ছিল বুদ্ধি সিরজিল।
নব নব পদ্মের নাল তুলিয়া আনিল॥

তাহার উপরে সপ্ত ছিদ্র বানাইয়া।
বাজাইল বিনোদিনী তাহে ফুঁক দিয়া॥

শ্রীদাম নামেতে সখা কহে প্রাণ কানু।
কি লৈয়া বিপিনে যাবে কোথা পাবে ধেনু॥

বৃষভানু পুর হৈতে ধেনু আনাইল।
হৈ হৈ রব দিয়া পাল চালাইল॥

বিনোদিনী হৈল কৃষ্ণ ললিতা বলরাম।
বিশাখা হইল সুবল চিত্রা হৈল দাম॥

রাধিকার যত সখী রাখাল হইল।
বলরামের শিঙ্গা নাই ভাবিতে লাগিল॥

হেনকালে পৌর্ণমাসী মনেতে জানিয়া।
আনিল হরের শিঙ্গ হরষিত হৈয়া॥
শিঙ্গা দেখি বিনোদিনী হরষিত মন।
যদুনাথ দাস কহে করহ গমন॥ ৩৪৭॥

বরাড়ী।

আনন্দিত হৈয়া সবে পোরে শিঙ্গা বেণু।
পাতাল হইতে উঠে নবলক্ষ ধেনু॥
চৌদিকে ধেনুর পাল হাম্বা হাম্বা রবে।
তা দেখিয়া আনন্দিত সবার অন্তরে॥
ইন্দ্র আইল ঐরাবতে দেখয়ে নয়ানে।
হংস বাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে॥
বৃষভ বাহনে শিব বলে ভালি ভালি।
মুখ বাদ্য করে নাচে দিয়া করতালি॥
চণ্ডীদাসের মন আন নাহি ভায়।
দেখিয়া সবার রূপ নয়ন জুড়ায়॥ ৩৪৮॥

বিভাস।

গায়ে রাঙ্গামাটী কটিতটে ধটি
মাথায় শোভিত চূড়া।
চরণে নূপুর বাজে সবাকার
গলে গুঞ্জমালা বেড়া॥
সবাকার কুচ হইয়াছে উচ
এ বড় বিষম জ্বালা।

কমলের ফুল গাঁথি শতদল
সবাই গাঁথিল মালা ॥
ঠারে ঠারে চূড়া গলে দিল মালা
আসিয়া পড়েছে বুকে।
ফুলের চাপানে কুচ ঢাকা গেল
চলিল পরম সুখে ॥
কেহ পীত ধটি কেহ লয়ে লাঠি
গর্জ্জন শবদ তায়।
চণ্ডীদাস ভনে গহন কাননে
শ্যাম ভেটিবারে যায়। ৩৪৯ ॥

বিভাষ।

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে।
সাঙলী ধবলী বলি আনন্দিত অঙ্গে ॥
আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল।
রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল ॥
কোন গ্রামে বসতিরে কোন গ্রামে ঘর।
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর ॥
কাহার নন্দন তোরা সত্য করি বল।
মুখ হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিভল ॥
রাধা অঙ্গের গন্ধে কৃষ্ণের নাসিকা মাতায়।
আপাদ মস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায় ॥

ললিতা হাসিয়া বলে শুন শ্যামধন।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।
হের গো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাণি ॥ ৩৫০ ॥

শ্রীরাগ।

যাবট নিকট দিয়া' যাও বেণু বাজাইয়া
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
দেখি বলে আইনু আমি ফিরিয়া না চাহিলে তুমি
আঁখি রইল চাঁদ মুখ চেয়ে॥
শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে নাচিতে রঙ্গে
দাঁড়াইলে হলধরের বামে।
কান্দিতে কান্দিতে হাম হয়ে বাউরি নিয়ম
প্রবেশিলাম ললিতার ধামে॥
তোহা রূপ স্মরি ধৈরজ ধরিতে নারি
মুরছিত মুরলীর গানে।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে রতি যে না মিলে পতী সতি
কুলের ধরম নাহি জ্ঞানে ॥ ৩৫১ ॥

নিবেদন।

(শ্রীমতীর উক্তি)

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলে ঘরে॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দ নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্ব তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখন জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা॥ ৩৫২॥

সুহই।

শ্যাম সুন্দর স্মরণ আমার
শ্যাম শ্যাম সদা সার।

শ্যাম সে জীবন শ্যাম প্রাণধন
শ্যাম সে গলার হার॥
শ্যাম সে বেশর শ্যাম বেশ মোর
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন ভজন পূজন
শ্যাম দাসী হলো রাধা॥
শ্যাম ধন বল শ্যাম জাতি কুল
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম রূপ ধন অমূল্য রতন
ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥
কোকিল ভ্রমর করে পঞ্চস্বর
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।
হিয়ার মাঝারে রাখিও শ্যামেরে
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥ ৩৫৩॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

যথারাগ।

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী নয়ন তারা॥

গৃহ মাঝে রাধা কাননেতে রাধা
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা
রাধাময় হলো আঁখি॥
স্নেহেতে রাধিকা প্রেমেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম
পেয়েছি অনেক আশে॥
শ্যামের বচন মাধুরী শুনিয়া
প্রেমানন্দে ভাষে রাধা।
চণ্ডীদাস কহে দোহার পিরীতি
পরাণে পরাণে বাঁধা॥ ৩৫৪॥

(শ্রীমতীর উক্তি।)

সুহই।

শুনহে চিকণ কালা।
বলিব কি আর চরণে তোমার
অবলার যত জ্বালা॥
চরণ থাকিতে না পারি চলিতে
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে তব কাছে এলে
লোক করে অপযশ॥

বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঞি সে অবলা নাম ।
নয়ন থাকিতে সদা দরশন
না পেলাম নবীন শ্যাম ॥
অবলার যত দুঃখ প্রাণনাথ
সব থাকে মনে মনে ।
চণ্ডীদাস কয় রসিক যে হয়
সেই সে বেদনা জানে ॥ ৩৫৫ ॥

সুহই ।

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি সে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন ।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায় ।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোক
তাহাতে নাহিক দুঃখ ।

তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণ খানি ॥ ৩৫৬ ॥

MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd 1902
MAJU, HOWRAH.

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

সুহই।

আর এক বাণী শুন বিনোদিনি
দয়া না ছাড়িও মোরে।
ভজন সাধন কিছুই না জানি
সদাই ভাবিছি তোরে ॥
ভজন সাধন করে যেই জন
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন তোমার চরণ
তুমি রসময়ী নিধি ॥
খাওত পিরীতি মদন বেয়াধি
তনু মন হৈল ভোর।
সকল ছাড়িয়া তোমারে ভজিয়া
এই দশা হ'ল মোর ॥

নব সান্নিপাতি দারুণ বেয়াধি
পরাণে মরিলাম আমি।
রসের সাগরে ডুবায়ে আমারে
অমর করহ তুমি॥
যেবা কিছু আমি সব জান তুমি
তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়া নায়ে কড়ি দিয়া
ডুবে কি হইব পার॥
বিপদ পাথার না জানি সাঁতার
সম্পত্তি নাহিক মোর।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
যে হয় উচিত তোর॥ ৩৫৭॥

———

দশম অধ্যায়।

—:০:—

দান-লীলা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

বরাড়ী।

গৌরাঙ্গ চান্দের মনে কি ভাব উঠিল।
নদিয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল॥
কিসের দান চাহে আছি গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরণী॥
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
নগরের নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥
কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসুঘোষ গান॥ ৩৫৮॥

বরাড়ী।

খেলা রসে ছিলা কানাই সুবলের সনে।
হেন কালে রাধাবদন পড়ি গেল মনে॥
আপনার ধেনু সব সঙ্গিগণে দিয়া।
রাধা বলে বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
রাধা বলি কানাই পূরিল মোহন বাঁশী।
শ্রীরাধার কর্ণে তাহা প্রবেশিল আসি॥

শুনি ধনী সুবদনী অধীর হইয়া।
বঁধুরে ভেটিতে যায় আপনাকে দিয়া॥
রায় শেখর কহে এই কথা বটে।
চল সবে যাই মোরা যমুনার তটে॥ ৩৫৯॥

সুহই।

ওগো বড়ি মাই কহিতে ডরাই
যে মোর মনের দুঃখ।
(কথা) না কবি কাহারে শপথি আমারে
দেখাবি সো চাঁদ মুখ॥

বাঘিনীর ঘরে বসতি হামার
না ছাড়ি দীঘল শ্বাস।
কি কব বিশেষ অঙ্গিনা বিদেশ,
না পরি নীলিম বাস॥

কালার ভরমে জলদ না হেরি
না যাই যমুনা ঘাটে।
পাড়ায় পাড়ায় করে কাণাকাণি
ঘোর পরিবাদ রটে॥

নিন্দুকের মুখে অনল ভেজাই
যাইব বঁধুয়া পাশে।
যা থাকে করমে তাই হবে মোর
আর না যাইব বাসে॥

মুখরা কহয়ে কেন লো নাতিনি
হইলি পাগলী পারা।
শুনি মনোহর আকুল অন্তর
ছল ছল আঁখি তারা ॥ ৩৬০ ॥

গান্ধার।

মোহন মুরালী রবে আকুল হইল সবে
আর চিত ধরনে না যাই।
চল চল বড়ি মাই মথুরার দিকে যাই
দান ছলে ভেটিব কানাই ॥
চলু বৃষ-ভানু-নন্দিনী।
আনন্দে আকুল চিত অঙ্গ ভেল পুলকিত
শুনিয়া গোবিন্দ পথে দানী ॥ ধ্রু ॥
সুবর্ণের ভাণ্ড ভরি ঘৃত দধি ছানা পূরি
সারি সারি পসরা উপর।
তাহাতে উড়নী ডালি বিচিত্র নেতের ফালি
দাসী শিরে করে ঝলমল ॥
নিতম্ব গুরুয়া ভরে পাখানি টলমল করে
যেন মদ মত্ত করিণী।
লোটন লোটায় পিঠে কাঁকলি লুকায় মুঠে
তাহে শোভে বিচিত্র কিঙ্কিনী ॥
মুখ চুয়াইছে ঘাম যেন মুকুতার দাম
হেন বুঝি কুমুদের সখা।

শীতল তরুর ছায় রহিয়া রহিয়া যায়
যমুনা কিনারে দিল দেখা ॥
নাগর আছিলা কতি দেখিয়া সে কুলবতী
দান ছলে আগুলিলা আসি।
দাস জগন্নাথ কয় মুখ নিরখিয়া রয়
যেমন চকোরে মিলে শশী ॥ ৩৬১ ॥

পঠ মঞ্জরী।

নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল সাজাঞা পসারে ॥
আমি পথে মহাদানী বিদিত সংসারে।
কার বোলে কোন ছলে যাও অবিচারে ॥
দেহ মহাদান রাই বসিয়া নিকটে।
এক পণ অধিক কাহণ প্রতি ঘটে ॥
চির দিন আছে দান সম্মুখে হামারি।
অঙ্গে বহু মূল ধন আর নীল শাড়ী ॥
সীঁথায় সিন্দূর দান কহনে না যায়।
নয়ন কাজর দেখে ধরণী বিকায় ॥
কি বলিবে বল রাই না সহে বিয়াজ (১)।
তুমি ধনী আমি দানী ইথে কিবা লাজ ॥
ঈষদ্ চাহনি হাসি আধ আধ কথা।
জ্ঞান দাস কহে দানী বিষম বিধাতা ॥ ৩৬২ ॥

(১) বিয়াজ—বিলম্ব।

শ্রীরাগ।

পথ ছাড় ওহে কানাই কিবা রঙ্গ কর।
যার বাতাস নিতে না পাও তার করে ধর॥
এখনি মরণ হউক এই ছিল কপালে।
বৃষভানু-সুতা-তনু ছুঁইবে রাখালে॥
এবে সে তোমারে ভালবাসে কংসাসুর।
এ বোল শুনিলে হৈবে দেশ হৈতে দূর॥
কে তোমায় করিল দানী ফেল দেখি পাটা।
তুমি তো নূতন দানী আমরা নাহি টুটা॥
থাকিবা খাইবা যদি যমুনার পানী।
না ছুঁইহ গোপীকার অঙ্গ না হইও দানী॥ ৩৬৩

ভাটিয়ারি।

এই মনে বনে দানী হইয়াছ
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া রাজ কুমারী
সঙ্গে রভস রঙ্গ॥
এমত আচার নাহি কর ডর
ঘনাঞা আসিছ কাছে।
গুরুবর আগে করিব গোচর
তখন জানিবে পাছে॥
ছুঁইওনা ছুঁইওনা নিলাজ কানাই
আমরা পরের নারী।

পর পুরুষের পবন পরশে
সচেলে (১) সনান করি ॥
গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ
পান কর কনক ধূমে। (২)
কাম সাগরে কামনা করহ
বেণী বদরিকাশ্রমে ॥
সূরয উপরাগে (৩) সহস্র সুন্দরী
ব্রাহ্মণে করহ সাত।
তবু হয় নহে তোমার শকতি
রাই অঙ্গে দিতে হাত ॥
গোবিন্দ দাসের বচন মানহ
না কর এমন ঢঙ্গ।
যোই নাগরী ও রসে আগরি
করহ তাকর সঙ্গ ॥ ৩৬৪ ॥

ধানশী।

তোহারি হৃদয়ে বেণী বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচ-গিরি কোর।
সুন্দর বদন ছবি কনক-ধূম পিবি
ততহিঁ তপত জীউ মোর ॥

(১) সচেলে—(সবস্ত্রে) বস্ত্র সহ (২) কনক ধূম পান—কনক ধুস্তুরের ধূম্র পান, যোগের অঙ্গ বিশেষ। (৩) সূরয উপরাগে—সূর্য্যগ্রহণ সময়ে।

সুন্দর তোহারি চরণ যুগ ছোড়ি।
গৌরী আরাধনে কাঁহা চলি যাওব
তুহু সে তিরথময়ী গৌরী ॥ ধ্রু ॥

সিন্দূর সুন্দর মৃগমদে পরশল
এই সূরয গ্রহ জানি।
তুয়া পদ-নখ-দ্বিজ- রাজহি সোঁপিনু
সুন্দর সহস্র পরাণী ॥

কাম সাগরে হাম সহজেই নিমগন
কাম পূরিবে তুহু রাই।
শ্যামর বলি অব চরণে না ঠেলবি
গোবিন্দ দাস মুখ চাই ॥ ৩৬৫ ॥

ধানশী।

ওহে নাগর ঘনাঞা আইস কাছে।
সোণার বরণ মোর দেখিয়া হৈয়াছ ভোর
ভরমে পরশ কর পাছে ॥

আমরা ত কুলবতী তুমি সে রাখাল জাতি
কি কহিতে কিবা কহ বাণী।
বামনেতে চাঁদ যেন ধরিতে করয়ে মন
সেই দেখি তোমার কাহিনী ॥

সঘনে ঢুলাও মাথা শুনিয়া না শুন কথা
পসারি আসিছ দুটি বাহু।

না বুঝিয়া কর বল পাইবা তাহার ফল
তখন কথা না শুনিবে কেহু ॥

শুনিয়া কহয়ে দানী শুন শুন বিনোদিনি
না পারিবে আমারে বঞ্চিতে।
বিকি না ছাড়িবা তুমি আমিত পথের দানী
নিতুই ঠেকিবে মোর হাতে ॥ ৩৬৬ ॥

ধানশী।

সুন্দরি শুনিয়া না শুন মোর বাণী।
না জান কানাই পথে দানী ॥
সিথায় সিন্দূর তোমার নয়নে কাজর।
দুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর ॥
হৃদয়ে কাঁচুলী গলে গজমতি হার।
চারি লক্ষ দান মাগে করিয়া বিচার ॥
করেতে কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিণী।
ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী ॥
রঙ্গন আলতা পায়ে রতন নূপুর।
আট লক্ষ দান মাগে দানীর ঠাকুর ॥
এই সব দান বুঝি দেহ দানি রাজে।
আমি নিব দান তোমার সঙ্গিনী সমাজে ॥
জ্ঞান দাস কহে তুমি ছাড় টীট পনা।
তুমি মহাদানী তোমার ঠাকুর কোন জনা ॥৩৬৭॥

সিন্ধুড়া।

শুন শুন ওহে সুজন কানাই
তুমি সে নূতন দানী।
বিকি কিনির দান গোরস মানিয়ে
বেশের দান কভু নাহি শুনি ॥
সিঁথায় সিন্দূর নয়নে কাজর
রঙ্গন আলতা পায়।
বিকি কিনির ধন নারীর যৌবন
ইথে কার কিবা দায় ॥
মণি আভরণ সুরঙ্গ শাড়ী
যদি কেহ নাহি পরে।
যদি দানের এ গতি তুমি ত গোকুল পতি
দান সাধহ ঘরে ঘরে ॥
চলিতে না জানি কহিতে না জানি
তোমারে কেন বা বাজে।
জ্ঞান দাস কহে কেমনে জানিব
পরের মনের কাজে ॥ ৩৬৮ ॥

বরাড়ী।

হেদে হে নন্দের সুত কে তোমায় করিল মহাদানী।
দণ্ডে কাঁচ নানা কাঁচ না ছাড় রমণী পাছ
বুঝালে না বুঝ হিত বাণী ॥
শুনিয়াছি শিশুকালে পুতনা বধেছ হেলে
তৃণাবর্ত্তের লৈয়াছ পরাণ।

তখন নন্দের বাড়ী দেখিয়াছি গড়াগড়ি
এখন সাধিতে আইলা দান ॥
কাড়ি নিব পীতধরা উলাঞা ফেলিব চূড়া
বাঁশীটি ভাসাইয়া দিব জলে।
কু-বোল বলিবে যদি মাথয়ে ঢালিব দধি
বসিতে না দিব তরুতলে ॥
মোহন চাতুরী করি বাঁশীতে সন্ধান পূরি
বুকে হান মনমথ বাণ।
রমণী-মণ্ডল করি আভরণ লব কাড়ি
ভাল মতে সাধাইব দান ॥
রাখাল বর্ব্বর জাতি ধেনু রাখ দিবারাতি
মহিষ গোধন লৈয়া।
কুল-বধূ সনে হাস ইথে নাহি লাজ বাস
এখনি কংসেরে দিব কৈয়া ॥ ৩৬৯ ॥

সুহিনী।

কোন গুণে তোমায় দানী করেছে।
রূপেতে ভ্রমর গুণে ননী চোর
ধনেতে ধবলী বসতি গাছে ॥
জিনি পোড়াকাষ্ঠ বরণ উৎকৃষ্ট
বচন সুমিষ্ট জানাই আছে
জাতিতে গোয়াল চড়াও ধেনুর পাল
স্বভাব রাখাল কভু না ঘুচে ॥

বনে বনে ধাও ধবলী হাঁকাও
রাজা হও তুমি রাখাল মাঝে।
হইয়া বাম (তোমার) স্বভাব কেমন
হাত বাড়াইলে রাই সোণার গাছে॥ ৩৭০॥

ভাটিয়ারি।

দানী দেখি কাঁপিছে শরীর।
মো যদি জানিতাম পাছে এ পথে কণ্টক আছে
তবে ঘরের না হইতাম বাহির॥
ঘর হৈতে বাহির হৈতে ও চাল ঠেকিল মাথে
হাঁচি জেঠী না পড়িল বাঁধা।
হরিণী পালাঞা যাইতে ঠেকিল ব্যাধের হাতে
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা॥
বষম দানীর দায় এক লয় আর চায়
না পাইলে করয়ে বিবাদ।
দান নিবার বেলে নেয় বাদ দিবার বেলে দেয়
একে কলঙ্কের পরমাদ॥
মণি আভরণ ছিল ডরে ভয়ে সব দিল
তবু দানী না দেয় ছাড়িয়া।
মো হইলাম সোণার গাছ দানীতে না ছাড়ে কাছ
ডালে মুলে নিবে উপাড়িয়া॥
ঘরে বৈরী ননদিনী পথে বৈরী মহাদানী
দেহের বৈরী হইল যৌবন।

হেন মনে উঠে তাপ যমুনায় দিব ঝাঁপ
না রাখিব এ ছার জীবন ॥
অবলা বলিয়া গায় বলে হাত দিতে চায়
পসারিয়া আইসে দুটি বাহু।
জ্ঞান দাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
চান্দে যেন গরাসে রাহু ॥ ৩৭১ ॥

গান্ধ'র।

না যাইহ না যাইহ রাই বৈস তরুমূলে।
আসিতে পাইয়াছ ব্যথা চরণ যুগলে ॥
মণি মুকুতার দাম অঙ্গ ঝলমলি।
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি ॥
চাচর কেশর বেণী দুলিছে কোমরে।
ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে ॥
নীল ওড়নীর মাঝে মুখ শোভা করে।
সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে ॥
করি কুম্ভ দম্ভ যিনি কুম্ভ কুচগিরি।
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী ॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভাল শোভে।
বিন্ধিবেক ব্যাধ হেম-হরিণের লোভে ॥
সিন্দূরের বিন্দু ভাল ভানুর উদয়।
রবি শশী বলি মুখ রাহু গরাসয় ॥
নলিনী দলন রাই তব মুখ করে।
চকোর না ছাড়িবেক রস নাহি পিলে ॥

তাড়িত জরিত বসন ঘন উড়ে।
পাইলে ইন্দ্রের বাণ পাছে জানি পড়ে॥
বংশী বদনে কহে কহিলে সে ভাল।
বিদগধ বট তুমি তাহা জানা গেল (১)॥ ৩৭২ ॥

আশাবরী।

ওহে নাগর কেমনে তোমার
সঙ্গে পিরীতি করিব।
সোণার বরণ তনু খানি মোর
ছুইলে বদল পাছে হব॥
তোমার গলায় গুঞ্জা মালা গাছি
আমার গলায় গজমতি।
শিকড়ে বনের ফুলে চূড়াটি বান্ধিয়া আছ
ময়ূর-পুচ্ছ তার সাথী॥
মণি মুকুতার নাহি আভরণ
সাজনী বনের ফুলে।
চূড়াটি বেড়িয়া ভ্রমর গুঞ্জরে
তাহে কি রমণী ভুলে।
কি জান কি কৈরা রাখাল ভুলাঞা
আইলা কোন বনে থুঞা।
আমরা রাখাল নই চতুর সমাজে রই
ভুলাইবা কি বোল বলিয়া॥ ৩৭৩ ॥

(১) পাঠান্তর—শিবরাম দাসে কহে শুন বিনোদান।
শ্যাম সঙ্গে রসরঙ্গে কর বিকি কিনি॥

ধানশী।

ঘামিয়াছে চাঁদ মুখখানি।
দে দে পসরা আনি যার লাগি বিকি কিনি
সেই খাউক এ ক্ষীর নবনী॥
এত বলি মহাসুখে তুলে দিল কৃষ্ণমুখে
সখী দিল রাধার বদনে।
ভোজন করিয়া সায় আচমন করি তায়
প্রসাদ পাইল জনে জনে॥
আর আমি ফিরিয়া ঘরে যাব না গো একেবারে
জন্মের মত রইনু তরুমূলে।
সাজায়ে দে কৃষ্ণদাসী এই বেশ বড় ভালবাসি
অঙ্গের আভরণ নেগো মোর খুলে॥
ঘরে যেয়ে ইহাই ব'লো দানঘাটেতে রাই বিকা'ল
যার রাধা হইল তাহারি।
রাধা নাম ধরি যেন তিলাঞ্জলী দেয় মেন
সুশীতল যমুনার বারি॥
এত বলি মহাসুখে, দুহুঁ হেরে দুহুঁ মুখে
সুখের সায়রে দুহুঁ ভাসে॥
দুহুঁ মুখ সুমধুরী হেরিয়া নয়ন ভরি
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে॥ ৩৭৪॥ *

পঠমঞ্জরী।

রাই মুখ হেরি মুখরা কহে। এত কি আমার পরাণে সহে॥
রাখাল হইয়া ছুইতে চায়। অব কি করব নাহি উপায়॥

দানী অবসর বুঝিয়া কাজে। লুকাই যাই নিকুঞ্জ মাঝে ॥
এত কহি সবে ধাইয়া চলে। নিকুঞ্জে রাই লুকায় ছলে ॥
রসিক নাগর বুঝিয়া কাজ। লুকাইয়া চলিল কুঞ্জের মাঝ ॥
রাই কানু তাহা দরশ পাই। রহে দুহুঁ দোহা বদন চাই ॥
প্রতি অঙ্গে দানী লইলা দান। রতি রতি-পতি মুরতি মান ॥
যে ছিল মানস পূরল আশ। আনন্দ মগন শেখর দাস ॥৩৭৫

দান-লীলা।

(প্রকারান্তর)

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

বেলোয়ার।

সোঙরি পূরব লীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া।
মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া ॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিয়া গোরাচাঁদ।
অঙ্গুলী চালাঞা করে সুললিত গান ॥
নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনী তীরে তরু লতা পুলকিত ॥
ভুবন মোহন গোরা মুরলীর স্বরে।
বাসুদেব ঘোষ ইথে কি বলিতে পারে ॥৩৭৬॥

শ্রীরাগ।

কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল মথুরায় বেচিবারে॥
সাজাইয়া পসরা রাই দিল দাসীর মাথে।
চলিলা মথুরার বিকে রঙ্গিয়া বড়াই সাথে॥
পথে যাইতে কহে কথা কানু পরসঙ্গ।
প্রেমে গর গর চিত পুলকিত অঙ্গ॥
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে।
চঞ্চলা হরিণী যেন চৌদিকে নেহারে॥
হের কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে।
তড়িত জড়িত যেন নব জলধরে॥
তাহার উপরে শোভে নব ইন্দ্র ধনু।
বড়াই বলে চিননা নন্দের বেটা কানু।
মথুরার দিকে যাইতে আর পথ নাই।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বসেছে কানাই॥ ৩৭৭॥

শ্রীরাগ।

কপট দানীর ছলে বসিয়া রৈয়াছে।
এ পথে কেমনে যাব দানী ছোয় পাছে॥
এমন হইবে বলে আমি ত না জানি।
মথুরার দিকে যাইতে পথে মহাদানী॥
বিকি শিখাইব বলি লৈয়া আইলে সাথে।
আনিয়া সঁপিয়া দিছ রাখালের হাতে॥ ৩৭৮॥

শ্রীরাগ।

কোথা যাও গোয়ালিনী কোথা তোমার ঘর ॥
কিসের পসরা দাসীর মাথার উপর ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল পসরা আমার।
কে তুমি তোমার বোলে ওলাব (১) পসার।৩৭৯॥

মায়ূর।

কবরী ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে
মুখ ভয়ে চান্দ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে স্বর ভয়ে কোকিল
গতি ভয়ে গজ বনবাস ॥
সুন্দরি কাহে মোরে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ভয়ে ইহ সব দূরহি পলায়ল
তুহুঁ পুনঃ কাহে ডরাসি ॥ ধ্রু ॥
কুচ ভয়ে কমল কোরক জলে মুদি রহু
ঘট পরবেশে হুতাশে ॥
দাড়িম শ্রীফল (২) গগনে বাস করু
শম্ভু গরল করু গ্রাসে ॥
ভুজ ভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহু
কর ভয়ে কিশলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
কহব মদন পরতাপে ॥ ৩৮০ ॥

(১) ওলাব—নামাইব। (২) শ্রীফল—বিল্ব ফল।

বরাড়ী।

বাঁন্ধিয়া চিকণ চূড়া বনফুল তাহে বেড়া
গুঞ্জ মালা তাহে বনি সোণা।
গোঠে থাক ধেনু রাখ, আপনা নাহিক দেখ
বড় হেন বাসহ আপনা॥
ওহে কানাই বিষয় পাইয়া হৈলে ভোলা।
আঁখি মটকিয়া হাস আপনা কেমন বাস
আন হেন নহি যে আমরা॥
গায়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি
রাজপথে কর পরিহাস।
রাজ ভয় নাহি মান কংস-দরবার জান
দেখি কেনে নহ এক পাশ॥
চতুরে চাতুরী কত আর কহ অবিরত
কাঁচ কাঞ্চনের সমান।
জ্ঞানদাস কহে হিয়ায় করিয়া লহ
কাঁচ নহে কষটি পাষাণ॥ ৩৮১॥

ভাটিয়ারি।

ওহে কানাই এ বুদ্ধি শিখিলা কার ঠাঞি।
পরের রমণী দেখি সঘনে ফিরাও আঁখি
দঢ় জনার হাতে ঠেক নাই॥ ধ্রু॥
আন্ধার বরণ গা ভূমিতে না পরে পা
কি গরবে ঘন ঘন হাস।

বনে বনে চরাও গাই আপনাকে চিন নাই
হায় ছি ছি লাজ নাহি বাস ॥
পেছ রাখি পর ধরা টেরা করি বান্ধ চূড়া
কাণে গোঁজ বন ফুল ডাল।
দিগর লইয়া সাথী বনে ফির নানা ভাঁতি
বেচাইবে ব্রজরাজের পাল ॥
বনে আছে ফুল গুলা তাহা তুলি পর মালা
গায়ে সদা রাঙ্গামাটি মাখি।
এত বেশ ভূষায় কিবা পর নারী ভুলাইবা
বংশী-দাসের মনে দেয় সাখী ॥ ৩৮২

শ্রীরাগ।

কি কহিলে বিধুমুখি আমি মাঠে ধেনু রাখি
পুরুষে সকলি শোভা পায়।
রাজার নন্দিনী হয়ে দধির পসরা লয়ে
মাঠে হাটে কে ধেয়ে বেড়ায় ॥
পদ্মগন্ধ উড়ে গায় মধু লোভে অলি ধায়
অপরূপ শোভা আহিরীণী।
দেখিতে চাঁদের সাধ কোটীকাম উনমাদ
নিরুপম অমিয়া নিছনী ॥
তোমার নিজ পতি যে কেমনে ধরেছে দে
তোমারে পাঠায়ে দিয়ে হাটে।
এমন রূপসী যদি মোরে মিলাইত বিধি
বসায়ে রাখিতাম সোণার খাটে ॥

কানু কহে শুন রাই যে পুরুষের ধন নাই
ধন ধর্ম্ম সকলি কপালে।
যদুনাথ কহে এবে দুরে বিকে কেন যাবে
বিকি কিনি কর তরুমুলে ॥ ৩৮৩ ॥

ধানশী।

হেদেলো বিনোদিনি এ পথে কেমনে যাবে তুমি ॥
শীতল কদম্ব তলে বৈসহ আমার বোলে
সকলি কিনিয়া নিব আমি ॥
এ ভর দুপুর বেলা তাঁতিল পথের ধূলা
কমল জানিয়া পদ তোরি।
রৌদে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুঃখ
শ্রম ভরে আউলাইল কবরী ॥
অমূল্য রতন সাথে গোঙারের ভয় পথে
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।
তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী
তিল আধ না যাও ছাড়িয়া ॥ ৩৮৪ ॥

ধানশী।

কি লাগিয়া আইলা দূরদেশে।
তোমার সহজ রূপ কাম হেরি কান্দে হে
ভুবন ভুলল ও না বেশে ॥
আইস বৈস মোর কাছে বৈসহ মিলায় পাছে
বসনে করিয়ে মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙ্গা পায় কেমনে হাটিছ তায়
দেখিয়া হাসিছে মোর গায় ॥

কেমন তোমার গুরুজন কি সাধে সাধিল ধন
কেনে বিকে পাঠাইল তোমা।
তোর নিজ পতি যে কেমনে বাঁচিবে সে
পাঠাইয়া চিতে দিয়া ক্ষমা॥
হাসি হাসি মোড় মুখ বসনে ঝাপিছ বুক
দেখিয়া হইনু বড় দুঃখী।
জ্ঞান দাসেতে কয় পসারি যেজন হয়
রসাল বচনে করে বিকি॥ ৩৮৫॥

ধানশী।

এত ছান্দে কে না বান্ধে চুল।
তোমার চূড়ায় মজাইল জাতি কুল॥
কেবা নাহি পরে বনমালা।
তোমার মালায় এত কেন জ্বালা॥
কেনা থাকে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
প্রাণ কান্দে সে রূপ দেখিয়া॥
কেবা না এতেক জানে কলা।
যাহা দেখি ভুলল অবলা॥
কেবা নাহি কহে কথা খানি।
তোমার চাঁদ মুখে সুধা খসে জানি॥
কেবা নাহি ধরে রূপ কালা।
তোমার রূপে ভুবন কৈল আলা॥

তোমা বিনে মনে নাহি লয়।
জ্ঞান দাস কহে ভাল হয়॥ ৩৮৬॥

করুণ বরাড়ী।

মোহন বিজয় বনে দূরে গেল সখীগণে
একেলা রহিলা ধনী রাই।
দুটি আঁখি ছল ছলে চরণ কমল তলে
কানু আসি পড়ল লোটাই॥

জনম সফল ভেল মোর।
তোমা হেন গুণনিধি পথে আনি দিলা বিধি
আনন্দের কি কহব ওর॥

রবির কিরণ পাইছে চান্দ মুখ ঘামিয়াছে
মুখর মঞ্জরী দুটি পায়।
হিয়ার উপরে রাখি জুড়াও সে মোর আঁখি
চন্দন চর্চ্চিত করি গায়॥

এতেক মিনতি করি রাইয়ের করে ধরি
বসাওল নিজ পীতবাসে।
নির্জ্জনে দোহার সনে মিলন নিকুঞ্জ বনে
মনে মনে হাসে বংশীদাসে॥ ৩৮৭॥

মঙ্গল।

রাধা মাধব নীপ মূলে।
কেলি কলা রস দান ছলে॥

দুহুঁ দোহাঁ দরশই নয়ন বিভঙ্গ।
পুলকে পূরল তনু জর জর অঙ্গ॥
দূরে গেল সখীগণ সহিত বড়াই।
নিভৃত নীপ মূলে লুঠই রাই॥
দুহুঁ দোহাঁ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
চাঁদ মিলল জনু লুবধ চকোর॥
দুহুঁ জন হৃদয়ে মদন পরকাশ।
সখীগণ হেরি দূরে বাড়ল উল্লাস॥
ভুজে ভুজে বেড়া দোহার বয়ানে বয়ান।
কমলে মধুপ জনু হইল মিলন॥
দুহুঁক অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
নিজ অঙ্গ দিল রাই ঘন রস দান॥
মিলল দুহুঁজন পূরল আশ।
আনন্দে শিহরই গোবিন্দ দাস॥ ৩৮৮॥

কল্যাণী।

ওহে নাগর বর শুনহে মুরলীধর
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণ নখর মণি, জনু চান্দের গাঁথনী
ভাল শোভে আমার গলায়॥
শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে, যখন তুমি যাওহে রঙ্গে
তখন আমি আঙ্গিনায় দাঁড়াঞা।
মনে করি সঙ্গে যাই গুরু জনার ভয় পাই
আঁখি রৈল তুয়া পথ চাঞা॥

যখন তোমায় পড়ে মনে, চাই বৃন্দাবন পানে
এলাইলে কেশ নাহি বান্ধি।
রন্ধন শালায় যাই, তুয়া বন্ধুর গুণ গাই
ধূমার ছলায় বসি কান্দি॥

মণি নও মাণিক্য নও হিয়ায় পরিলে রও
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণ নিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥

অগোর চন্দন হইতাম, শ্যামাঙ্গে লেপিয়া রইতাম
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
কি মোর মনের সাধ বামনের চাঁদে হাত
বিহি কিয়ে পূরাবে আমায়॥

নরোত্তম দাসে কয় তোমার বিচিত্র নয়,
তুমি মোরে না ছাড়িহ দয়া।
যে দিন তোমার ভাবে আমার এ প্রাণ যাবে
সেই দিন দিও পদ ছায়া॥ ৩৮৯॥

———

শ্রীযমুনায় নৌকা-বিলাস।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র

ধানশী।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
সুরধুনী মাঝে যাইয়া নবীন নাবিক হইয়া
সহচর মেলিয়া খেলায়।
প্রিয় গদাধর সঙ্গে পূরব রভস রঙ্গে
নৌকায় বসিয়া করে কেলি।
ডুবু ডুবু করে না' বহয়ে বিষম বা'
দেখে হাসে গোরা বনমালী॥
কেহ করে উতরোল ঘন ঘন হরিবোল
দুকূলে নদিয়ার লোক দেখে।
ভুবন মোহন পাইয়া দেখিয়া বিবশ হইয়া
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে।
জগজন চিত চোর গৌরাঙ্গ সুন্দর মোর
যে করে তাহাই পরতেক।
কহে দীন রামানন্দে এ হেন আনন্দ কন্দে
বঞ্চিত রহিনু মুঞি এক ॥ ৩৯০ ॥

ধানশী।

সখাগণ সঙ্গ ছোড়ি যদুনন্দন
চলতহি নাগর রাজ।

ভাবিনী মনোরথে চলল বিপিন পথে
সাধিতে মনোরথ কাজ ॥
চতুর শিরোমণি কান।
হেরি যমুনা জল মনমথ উথলল
পূরল মুরলী নিশান (১) ॥ ধ্রু ॥
সিরজিল তরি খানি প্রবাল মুকুতা আনি
মাঝে মাঝে হীরার গাঁথনী।
শিখিগুচ্ছ গুঞ্জাছড়া রজত কাঞ্চনে মোড়া
কেরোয়ালে রজত কিঙ্কিণী ॥
তপন-তনয়া (২) নীরে তরণী লইয়া ফিরে
বিদগধ নাগর রাজ।
গোবিন্দদাস ভনে কি আনন্দে হৈল মনে
ঝুনু ঝুনু নূপুর বাজ ॥ ৩৯১ ॥

সুহই।

ঐ কি ঘাটের নেয়ে।
কোথা হতে আসি দিল দরশন
বিনোদ নাগর নেয়ে। ধ্রু ॥
রজত কাঞ্চন না খানি সাজান
বাজিছে কিঙ্কিণী জাল।
অপরূপ তাতে শোভে রাঙ্গা হাতে
মণি বান্ধা কেরোয়াল ॥
রতনের ফালি শিরে ঝলমলি
কদম্ব কুসুম কাণে।

(১) নিশান—সঙ্কেত, শব্দ। (২) তপন-তনয়া—যমুনা।

জঠর অঞ্চলে বাঁশীটী গুঞ্জেছে
শোভে নানা আভরণে ॥
হাসিতে হাসিতে গীত আলাপিছে
ঢুলাইছে রাঙ্গা আঁখি।
চাপাইয়া নায় কি যেন কি চায়
চঞ্চল উহারে দেখি ॥
আমরা কহিব কংসের যোগান
মুখে না হারিব কেহু।
জগন্নাথ কয় শশী ষোল কলা
পেলে কি ছাড়িবে রাহু ॥ ৩৯২ ॥

কামোদ।

দধি ঘৃত পসরা লেই সব রঙ্গিনী
আওল কালিন্দীর তীরে।
যমুনা তরঙ্গ রঙ্গ হেরি আকুল
পরশ না পায়ই নীরে ॥
প্রাবিট সময়ে উঠয়ে ঘন ঘূর্ণন
গরজন দুকূল পাথার।
ঐছন হেরি কহই সব কামিনী
কৈছন হোয়ব পার ॥
মুখরা সঞে ধনী রমণী শিরোমণি
বদন পাণিতলে লাই।
হেরি নাগর বর হরষিত অন্তর
তরণী লই চলু যাই ॥

কর্ণধার বর চড়িয়া তরণী পর
আওল রাইক পাশ।
চল সব পারে উতারব এ ধনি
কিছু নাহি ভাব তরাস॥
এত কহি সবহু বরজ কুল কামিনী
তরণী উপর সব গেল।
জ্ঞানদাস ভন লেহঁ রমণীগণ
গহন পানী মাহা গেল॥ ৩৯৩॥

শ্রীরাগ।

বেলি উজর ভেল বিকি গেল বয়্যা।
ঝাট (১) করি নৌকা আন সুনাগর নায়্যা॥
এবার বাহিয়া চাপাও তবে সে কূল পাই।
পার হৈলে দিব কড়ি তোমার দোহাই॥
ভাঙ্গা নৌকাখানি তোমার বেতের বান্ধন।
ইহাতেই চাহ দান লক্ষের যৌবন॥
আগা চাপি পসরা থোহ গুড়া চাপি বৈস।
একে একে করিব পার যত সখী আইস॥
দেখিয়া যমুনার ঢেউ কান্দে গোপনারী।
পার হৈলে দিব দান লক্ষের কাঁচলী॥ ৩৯৪॥

ধানশী।

কেগো তোরা খঞ্জন নয়ানী।
এহেন সুন্দর সাজে বল যাবে কোন কাজে
বলনা বলনা তাই শুনি॥

(১) ঝাট—শীঘ্র।

তোমরা ডাকিছ সুখে তরণী পড়েছে পাকে
আপনি সামালি আগে আসি।
যে হই সে হই মোরা তরণী আনহ ত্বরা
কাজে কাজে জানিবা সকলি॥

দেখিয়া গোপীর ঠাট নাবিক লাগায় না
অঙ্গ ভঙ্গ গান রঙ্গ রসে।
যমুনা আনন্দ ভরে সম্বরিতে নাহি পারে
উছলি পড়িছে দুই পাশে॥

কিবা সে তরণী খানি রজত কাঞ্চন মণি
মাণিক খচিত দেব লোভা।
তার মাঝে নীলোৎপল কান্তি জিনি সুকোমল
প্রফুল্ল বদন অঙ্গ শোভা॥

রমণী ভ্রমর যত শবদ করয়ে কত
পরিমলে লুবধ হইয়া।
চঞ্চল সে নীলোৎপল অগাধ যমুনা জল
আনন্দে তরঙ্গ যায় বৈয়া॥ ৩৯৫॥

ভাটিয়ারী।

শুনলো বড়াই বুড়ী তুমি সে নাটের গুড়ি
আসিয়া করিলি পরমাদ।
মোর মনে যত ছিল সকলি বিফল হৈল
দূরে গেল ঘর যাবার সাধ॥

দুকূলে বহিছে বা কাঁপিছে রাধার গা
নন্দসুত নবীন কাণ্ডারী।
তরণী নবীন নয় ভার দিতে করি ভয়
ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি ॥
হাসি বলে গোবিন্দাই পার হবে ভয় নাই
অশ্ব গৃজ কত করি পার।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কত পার হৈছে শত শত
যুবতী যৌবন কত ভার ॥
শুনি বিনোদিনী রাই নয়ান ইঙ্গিতে চাই
কানু মন করিলেন চুরী।
হাসি হাসি ধীরে ধীরে ভাঙ্গা তরণী পরে
আঁচলে ধরিল যাই করি ॥
সখীগণ দেখি রঙ্গ আন ছলে দেই ভঙ্গ
রাই কানু রহে এক পাশে।
কাম কলহ বাদ পূরল মনের সাধ
হরষিত দেখে বংশী দাসে ॥ ৩৯৬ ॥

সুহই।

ডুবল ডুবল ছলনা করি। উচ্চস্বরে কহিছে হরি ॥
গুড়া ঝাপি উঠিল জল। ভয়েতে কাঁপিছে রমণী সকল ॥
হুতাসে নিশ্বাস ছাড়য়ে রাই। বঁধুর গলেতে ধরিল যাই ॥
রাইকে লইয়া বিনোদ নেয়ে। ঝাঁপ দিল জলে আকুল হয়ে ॥
পূরিল দোঁহার মনের আশ। দূরেতে হেরয়ে মাধব দাস ॥ ৩৯৭।

শ্রীরাগ।

কানু মরকত তরণী হয়ে। ভাসয়ে রাধিকা রমণী লয়ে॥
উলট কমল কমল মুখী। তা দেখে নাগর কতেক সুখী॥
পীঠের উপর দোলয়ে বেণী। যেন হেম পীঠে শোভয়ে ফণি॥
যমুনা তরঙ্গ সুরঙ্গ কেলি। সখীগণ মনে আনন্দ ভেলি॥
কহয়ে মাধব মাধব রঙ্গ। নব নব রস যুবতী সঙ্গ॥ ৩৯৮॥

ভাটিয়ারী।

জল যুদ্ধ দুহেঁ দুহুঁ করি। তীরে উঠল সঙ্গে সহচরী॥
শুষ্ক বসন সবে পরি। গমন করিল সারি সারি॥
গেল সবে নিকুঞ্জ মন্দিরে। বসিল রতন বেদীর পরে।
সেবা করে যত সখীগণ। সবে মেলি করয়ে সেবন॥
হরষিত শ্রীরূপ মঞ্জরী। চামর ঢলায় দোঁহা হেরি॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী অতি সুখে। তাম্বুল দেওল দুহুঁ মুখে॥
স্বর্ণ ভৃঙ্গারে জল ভরি। দেওল তখন শ্রীগুণ মঞ্জরী॥
অপরূপ দুহুঁক বিলাস। কহয়ে আজ মাধব দাস॥ ৩৯৯॥

ধানশী।

ক্ষীর সর মাখন সহচরী দেল। নাবিক সে সব কিছু নাহি নেল॥
রাইক আঁচর ছোড়ি না যায়। সব সখিগণ তবে রচই উপায়॥
নাবিক কহই দেহ বেতন মোর। তব হাম ছোড়ব আঁচর তোর॥
কহি কহি চুম্বই রাই বয়ান। পূরই মনোরথ নাগর কান॥
পূরল মনোরথ আনন্দ ওর। বৃষভানু নন্দিনী নন্দ কিশোর॥
নিজ নিজ মন্দিরে সবে চলি গেল। বংশীবদনচিতে আনন্দ ভেল॥
৪০০॥

শ্রীশ্রীমানস গঙ্গায় নৌকা-বিলাস।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীরাগ।

না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে।
সুরধুনী তীরে গেলা সহচর সনে॥
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া।
নৌকায় চলিল গৌর প্রেমাবেশ হৈয়া॥
আপনি কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকা খানি।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানী॥
পারিষদগণ সবে হরি হরি বলে।
পুরুব সোঙারি কেহ ভাসে প্রেমজলে॥
গদাধর মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে।
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে॥ ৪০১॥

মল্লার।

সবহু সখীগণ চলু ঘর যাই।
নব নব রঙ্গিণী রসবতী রাই॥
মানস সুরধুনী দুকুল পাথার।
কৈছন সহচরী হোয়ব পার॥
প্রাবৃট সময়ে গরজে ঘন ঘোর।
খরতর পবন বহই তহিঁ জোর॥

দূরহি নেহারত নাগর শ্যাম।
তরণী লেই মিলল সেই ঠাম॥
হাসি হাসি কহয়ে নাবিক বর কান।
চর সবে পার উতারব হাম॥
শুনি সুবদিনী ধনী হরষিত ভেলি।
চরল তরণী পর সহচরী মেলি॥
নৌতন নাবিক কিছু নাহি জান।
বেগেতে তরণী লেই করিল পয়ান॥
টুটল তরণী হেরি ভেল তরাস।
সিঞ্চয়ে পানী কহে কবি জ্ঞানদাস॥ ৪০২॥

ভাটিয়ারী।

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকূল বাহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ॥
দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানি চড়িনু কেনে নোয়॥ ধ্রু॥
ন্যায়ার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটীল নয়ানে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে এজ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে॥

অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হইল পরমাদ।
জ্ঞান দাস কহে সখি থির হৈয়া থাক দেখি
এমন না ভাবিহ বিষাদ ॥ ৪০৩ ॥

জয় জয়ন্তী।

প্রথম যৌবন ভার তাহে লহ পসার
এত ভার সহে কার নায়।
তোমার রূপ দেখিয়া আকুল হইল হিয়া
সাগর উথলে বিনা বায় ॥

গোয়ালিনি হিত বলি জলে ফেল কাঁচুলী
মাথার ঘোঙটা ফেল বাস।
আগা চাপি ভরা ভার গুড়া চাপি পানী মার
আমা করি কত লাজ বাস ॥

যদি নদী করে বল নৌকা যাবে রসাতল
কি করিব ও না ঢেউ সার।
তোমার হৃদয় মাঝে দুটী পয়োধর আছে
সেই ভরা করিব সাগরে ॥

গঙ্গারে মানহ ধবল ছাগল
সূর্য্যেরে মানহ চিত।
আমারে মানহ সুরতি আলিঙ্গন
তবে সে চাপায়ে দিব ভিত ॥ ৪০৪ ॥

মল্লার।

কহ সখি কি করি উপায়।
নায়ের নাবিক হৈয়া এ যৌবন চায়॥
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল।
নায়্যার গলার মালা মোর গলে দিল॥
যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে।
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে॥
কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে নায়্যা মোরে কোলে করি নিল॥
জ্ঞান দাস কহে ধনি না ভাব বিষাদ।
নন্দের নন্দন নায়্যা কিসে পরমাদ॥ ৪০৫॥

জয় জয়ন্তী।

নায়্যা হে এখন লইয়া চল পার।
পূরিল তোমার আশা কি আর বিচার॥
অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে।
এখন কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে॥
নায়্যা হৈয়া চূড়া বান্ধ ময়ুরের পাখে।
ইথে কি গরব কর কুল বঁধু সাথে॥
পারে নেও নূতন নায়্যা না কর বেয়াজ।
জ্ঞান দাসে কহে নায়্যা বড় রসরাজ॥ ৪০৬॥

ধানশী।

শুন বিনোদিনি ধনি আমার কাণ্ডারী তুমি
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে।
তুয়া অনুরাগে প্রেম- সমুদ্রে ডুবিয়াছি আমি
আমারে তুলিয়া কর পারে॥

যোগী ভোগী নাপিতানী তোমার লাগিয়া দানী
ওঝা হইলাম তোমার কারণে।
তুয়া অনুরাগে মোরে লৈয়া ফিরে ঘরে ঘরে
লাগি তুয়া করিনু দোকানে॥
রাখাল হইয়া বনে সদা ফিরি ধেনু সনে
তুয়া লাগি বনে বনচারী।
তোমার পিরীতি পাইয়া এ-ভাঙ্গা তরণী লৈয়া
তুয়া লাগি হইনু কাণ্ডারী॥
না বল কু বোল ধনি রমণীর শিরোমণি
তুয়া প্রেমে কি না করি আমি।
দাস জগন্নাথ কয় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
জাতি জীবন ধন তুমি॥ ৪০৭॥

ভাটিয়ারী।

না যাও নবীন কাণ্ডারী।
ঝলকে উঠয়ে জল ভয়ে কাঁপি মরি॥
ত্বরায় তরণী লৈয়া তীরে আইল শ্যাম।
সকল করিলা বিধি পূরিল মনকাম॥
নবনী মাখন ছানা যে ছিল পসারে।
সকল দিলেন শ্যাম নাগরের করে॥
অঞ্জলী অঞ্জলী করি করিলা ভোজন।
সবে মেলি চলিলেন আপন ভবন॥
আইল মন্দিরে রাই সখীগণ সঙ্গে।
হরিষে বসিলা ধনী প্রেমের তরঙ্গে॥ ৪০৮॥

সুবল-মিলন।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র

শ্রীরাগ।

কি জানি কি ভাবে গোরা গৌরীদাসে (১) ধরি।
অবশ হইল অঙ্গ রাধা রাধা বলি॥
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী ধারা বহে অরুণ নয়ানে॥
তুমি হে পরম সখা পরম সুহৃদ।
আমার মনের কথা তোমাতে বিদিত॥
রাধা রাধা বলি প্রেমে হইনু বিকল।
রাধারে আনিয়া মোরে দেখারে সুবল॥
এ রাধামোহন দাস প্রেমময় ভাষ।
গোপত গৌরাঙ্গ লীলা হইল প্রকাশ॥ ৪০৯॥

ধানশী।

সুবল করিয়া সঙ্গে বিপিন বিহার রঙ্গে
রসময় বিদগধ শ্যাম।
রাধাকুণ্ড তীরে আসি কুসুম কাননে বসি
শোভা দেখে অতি অনুপাম॥
বৃন্দাদেবী হেনকালে আসিয়া সেখানে মিলে
চম্পকের মালা করে করি।

---

(১) গৌরীদাস—পূর্ব্বলীলার সুবল সখা।

সুবলেরে সমর্পিল তেঁহ কৃষ্ণ গলে দিল
উদ্দীপন রাধার মাধুরী ॥
প্রেমে চারিদিকে চায় অরুণ নয়ানে ভায়
অবশ হইল সব অঙ্গ।
ধরিয়া সুবল করে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে
চিয়ায়েন (১) দাস গোবিন্দ ॥ ৪১০ ॥

তুড়ী।

রসিক নাগর বিরহে কাতর
পড়িল ধরণী তলে।
মরম জানিয়া ব্যথিত হইয়া
সুবল করিল কোলে ॥
বসন ভিজাঞা মুখখানি মুছ্যায়া
কহিছে মধুর বোল।
আচম্বিতে আসি রাধা কুণ্ডে বসি
অচেতন কেন হ'লে ॥
বন দাবানলে আর বিষ জলে
প্রাণ দান দিলে তুমি।
সে ধার শোধিব যে বোল বলিবে
তাহাই করিব আমি ॥
সজল নয়ান দেখিয়া বয়ান
পরাণ কেমন করে।
দীন বন্ধু কহে তনু মন দহে
রাধার বিরহ জ্বরে ॥ ৪১১ ॥

১) চিয়ায়েন—চৈতন্য করাইলেন, জাগাইলেন

শ্রীরাগ।

শুনরে সুবল ভাই নিবেদন করি।
কহিতে বাসিয়ে লাজ না কহিলে মরি॥
যাবটে আছয়ে ধনী জটিলা মন্দিরে।
বিষম সঙ্কট স্থল কি বলিব তোরে॥
যদি মিলাইতে পার আনিয়া তাহারে।
হইব তোমার দাস এ জনম তরে॥
শুনিয়া সুবল তবে মনে করি আশ।
যাবটে চলিলা কহুঁ দীনবন্ধু দাস॥ ৪১২॥

ধানশী।

সুচতুর সুবল পবন গতি ধাওল
আওল যাবট মাঝ।
জটিলাক নিয়ড়ে (১) হোয়ল উপনীত
মলিন বদন দ্বিজরাজ॥
ওগো মাই কি কহব দুঃখ পরিশেষ।
বাছুরি খুঁজি খুঁজি হাম হেথা আইনু
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া কত দেশ॥
পানী পিয়াসে মোর বাত নাহি ফুরই
জীবন করত কি জান।
শুনি জটিলা কহে যাহ রন্ধন গৃহে
শীতল জল কর পান॥
নিরজন (২) মন্দির রাইক অন্দর
সুবল চলল তঁহি মাঝ।

(১) নিয়ড়ে—নিকটে। (২) নিরজন—নির্জ্জন।

দীনবন্ধু কহে সুবল হেরি হেরি
রাই সমুঝল কাজ ॥ ৪১৩ ॥

তুড়ী।

এস রে সুবল পরাণের ভাই
একি অপরূপ দেখা।
কহ দেখি বনে আছয়ে কেমনে
তোমার মরম সখা ॥
যখন হইতে শিঙ্গার সহিতে
বাজিল মোহন বেণু।
পথের আপদ বনের বিপদ
ভাবিতে ভাবিতে মৈনু ॥
ঘরের বাহির মোর অতি দূর
যুবতী কূলের বালা।
দুঃখর অনল জ্বালিয়া কান্দিয়ে
করিয়া ধূমের ছলা ॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
হব সহচর সখা।
দীন বন্ধু বলে সহচর হৈলে
সতত পাইবে দেখা ॥ ৪১৪ ॥

ভাটিয়ারী।

হাসিয়া সুবল কহে শুন বিনোদিনি।
তোমারে লইতে ধনি আসিয়াছি আমি ॥

ধরিয়া আমার বেশ করহ পয়াণ।
দরশন দিয়া রাখ শ্যামের পরাণ॥
আপনার বেশভূষা দেহত আমারে।
ধরিয়া তোমার বেশ আমি থাকি ঘরে॥
দীনবন্ধু দাসের বড় উলসিত হিয়া।
পূরল মনের সাধ বচন শুনিয়া॥ ৪১৫॥

তুড়ী।

পরিবার তরে শাড়ী দিল আজড়িয়া।
কটিতে বান্ধিল ধটী যতন করিয়া॥
করের কঙ্কণ দিল সুবলের হাতে।
নিজ করে কবরী (১) বান্ধিয়া দিল মাথে॥
মুকুরে (২) নিরখি মুখ সিন্দুর উতারি।
বান্ধিল বিনোদ চূড়া এলায়ে কবরী (২)॥
সুবলে রাখিয়া ঘরে করিল পয়াণ।
দীনবন্ধু দাস তছু পদ যুগ গান॥ ৪১৬॥

সারেঙ্গ।

সুবলে রাখিয়া ঘরে চলিল রাধিকা।
সবে মাত্র পয়োধর নাহি গেল ঢাকা॥
তখন সুবলে কহে কি করি উপায়।
এ যুগল পয়োধর কেমনে লুকায়॥

(১) কবরী—খোপা। (২) মুকুর = দর্পণ, আয়না।

সুবল বলেন শুন নবীন কিশোরী।
গমন করহ কোলে লইয়া বাছুরী॥
দীনবন্ধু দাস কহে মন্ত্রণার সার।
বৎস কোলে লৈয়া ধনি কর অভিসার॥ ৪১৭॥

সুহিনী।

নিজ মন্দির ত্যজি গতং ঝটকং (১)।
দোল কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ড তটং॥
মদমত্ত মাতঙ্গিনী (২) মন্দগতা।
জটিলা পদপঙ্কজ ধূলি নতা॥
নত কন্দর হেরি গতং সুবলং।
জটিলা জয় দেই বলে কুশলং॥
মধুরাধর কেলি সুধা রস মিঠং।
গুরু গর্ব্বিত বচনে দেল পিঠং॥
সুবলাকৃতি রাইক বনে গমনং।
দীন বন্ধু ভনে গলিতং ভূষণং॥ ৪১৮॥

ধানশী।

সুবলের বেশে গৌরী উদ্দেশ করিতে হরি
উপনীত গহন কাননে।
মন্দ মন্দ বোল বলে ধারা বহে দুনয়নে
হরি হরি সঙরে (৩) বদনে॥
কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ পায় গন্ধ অনুসারে ধায়
উপনীত মাধব যথায়।

(১) ঝটকং—শীঘ্র। (২) মাতঙ্গিনী—হস্তিনী। (৩) সঙরে—স্মরণ করে।

পরিয়া করের বেণু ধুলায় ধূসর কানু
চুড়া ভূমে গড়াগড়ি যায়॥
কৃষ্ণ ছিল হেট মুখে বদন তুলিয়া দেখে
সুবল ফিরিয়া আইল পারা।
দেখিয়া নিশ্বাস ছারে ধরণী লোটায়্যা পরে
ঘন বহে দু-নয়নে ধারা॥
কহরে সুবল ভাই কোথা প্রেমময়ী রাই
তবে রাই কহে হাসি হাসি।
দীনবন্ধু দাসে ভনে বিষাদ ভাবহ কেনে
আমি তোমার শ্রীচরণ দাসী॥ ৪১৯॥

শ্রীরাগ।

নাগর কহেন সুবল কহত বচন।
যে লাগি পাঠানু তোরে কহত কারণ॥
রাই আপন বন্ধু পাইয়া কহে ভঙ্গী করি।
যাইতে নারিনু আমি জটিলার পুরী॥
ভাবিয়া গেলাম আমি চন্দ্রার ভবনে।
তাহারে কহিলাম আমি সব বিবরণে॥
আজ্ঞা হৈলে আনিতে পারি সেহত প্রেয়সী।
আজ্ঞা কর আনি গিয়া ওহে কালশশী॥
তখন নাগর কহে তুমি সব জান।
বারিক(১) পিয়াসে(২) কি অনল (৩) করি পান॥
রাধাকুণ্ডে ঝাপ দিয়া ত্যেজিব পরাণ।
বদনে বোলব হাম শ্রীরাধা নাম॥

(১) বারিক—জলের। (২) পিয়াসে—পিপাসায়। (৩) অনল—অগ্নি।

এত বলি রাধা কুণ্ডের জলে ঝাঁপ দিল।
বাছুরী ত্যজিয়া ধনী কানু কোলে নিল॥
দীনবন্ধু দাস কহে বড় ভাল ভাল।
সুবলের বেশে ধনী বঁধুরে মিলিল॥ ৪২০॥

যথারাগ।

রন্ধন শালাতে সুবল ভাবে মনে মনে।
কুণ্ডতীরে বিনোদিনী রহিল কৃষ্ণ সনে॥
পৌর্ণমাসী ভগবতী বুঝি অনুমানে।
ললিতারে ডাকি তবে কহে বিবরণে॥
কুন্দলতা ছিল তথা তাহারে কহিল।
শুনি কুন্দলতা মনে ভাবিতে লাগিল॥
কুন্দলতা আসি হেথা কহে শুন আই।
আজ্ঞা দেহ বধু লইয়া জল আনিতে যাই॥
যমুনার জলে যাহ জটিলা কহিল।
এতেক চাতুরী করি বাহির হইল॥
সুবর্ণের কলসী লইয়া জনে জনে।
রাধা কুণ্ড তীরে সবে করিলা গমনে॥
যেখানেতে বিনোদিনী আছে কৃষ্ণ সনে।
সুবল মিলিল গিয়া দীনবন্ধু ভনে॥ ৪২১॥

সুহিনী।

সুবলের ধরা চূড়া সুবলেরে দিল।
আপনার নীল শাড়ী আপনি লইল॥
আপনার নীল শাড়ী পরি নিজ অঙ্গে।
কুন্দলতার সনে ধনী চলে নানা রঙ্গে॥
যমুনার জল লৈয়া আইল সকলে।
আনন্দ হইল সবার দীনবন্ধু বলে॥ ৪২২॥

উত্তর গোষ্ঠ।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ী।

বেলি অবসান হেরি শচীনন্দন
ভাবহি গদ গদ বোল।
কানুক গমন সময় অব হোয়ল
শুনিএ বেণুক বোল॥
সজনি না বুঝি এ গৌরাঙ্গ বিলাস।
প্রেমহি নিমগন রাই তাই অনুক্ষণ
কথিহু নাহিক অবকাশ॥ ধ্রু॥
খেনে পুলক হোই নিকটহি শুনিএ
অব হাম্বা রব রাব।
হেরইতে শ্যাম চন্দ্র অনুমানি এ
গোকুল যত জন ধাব॥
ঐছন ভাতি করত কত অনুভব
যো রসে কৃত অবতার।
রাধামোহন পহুঁ সো বর শেখর
তৈছন সতত বিহার॥ ৪২৩॥

শ্রীরাগ।

পাল জর কর শ্রীদাম সান দাও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায়॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মাতা পথ পানে চাঞা॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥
বলরাম দাস কহে শুনি কানাইর বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল॥ ৪২৪ ॥

ভাটিয়ারী।

চাঁদ-মুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লৈয়া
ডাকিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া কানাইর বেণু ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণু রব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজ সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের পথে॥
শ্বেত কান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাইন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘন শ্যাম॥

ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোক্ষুর রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘন ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥ ৪২৫ ॥

গৌরী।

ঐ না বেশে এস আমার ঘরে।
ঐ না বেশে এস তুমি দাঁড়ায়ে রয়েছি আমি
তুয়া বন্ধু লইবার তরে ॥
রবি যখন বৈসে পাটে মুই গেনু যমুনার ঘাটে
তুয়া লাগি চাহি চারি পাশে।
ব্রজের বালক যত সব চলি যাওত
আজি তুমি সঘার পাছে কেনে ॥
চঞ্চল ধবলী সনে কত না হেটেছ বনে
চাঁদ মুখ গিছে শুখাইয়া।
আমার মন্দিরে যাইয়া কর্পূর তাম্বুল খাইয়া
আলিস করহ তাহা গিয়া ॥
আমার হৃদয় মাঝে বিচিত্র পালঙ্ক আছে
আসে পাশে রসের বালিশ।
তাহাতে শুতিবে তুমি চরণ চাপিব আমি
দূরে যাবে বনের আলিস ॥
এখন আমি যাই ঘরে মায়ে যে আরতি করে
সখা সব করল পয়ান।

কহে দাস যদুনাথ পূরাও মনের সাধ
পাছে তুমি করহ গমন ॥ ৪২৬ ॥ *

গৌরী।

বন সঞে আওত নন্দ দুলাল।
গোধুলি ধূসর শ্যাম কলেবর
আজানুলম্বিত বনমাল ॥ ধ্রু ॥
ঘন ঘন শৃঙ্গ বেণু রব শুনইতে
ব্রজবাসীগণ সব ধায়।
মঙ্গল থারি দীপ করে বধূগণ
মন্দির দ্বারে দাঁড়ায় ॥
পীতাম্বর ধর মুখ জিনি বিধুবর
নব মঞ্জরী অবতংস।
চূড়া ময়ূর- শিখণ্ডক মণ্ডিত
বায়ই মোহন বংশ ॥
ব্রজবাসীগণ বাল বৃদ্ধজন
অনিমিখে চাঁদমুখ হেরি।
ভুখিল চকোর, চাঁদ জনু পাওল
মন্দিরে নাচয়ে ফেরি ॥
গোগণ সবহু গোঠে পরবেশল
মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পন্থে যশোমতী আওল
মোহন ভনিত রসাল ॥ ৪২৭ ॥

গৌরী।

নন্দ দুলাল বাছা যশোদা দুলাল।
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল ॥
রতন প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী।
গদ গদ কণ্ঠ না নিকসয়ে বাণী ॥
নেতের আঁচলে রাণী মোছে হাত পা।
তোমার নিছনি লৈয়া মরে যাউক মা ॥
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে।
কত লক্ষ চুম্ব দেই বদন কমলে ॥ ৪২৮।

কল্যাণী।

পঞ্চদীপে নিরমঞ্জন কেল।
কত শত চুম্ব বদন পর দেল ॥
কোঁরে আগোরি সুত মন্দিরে গেল।
বহু উপহার থার পর দেল ॥
রাম কানাই ব্রজ বালক সঙ্গে।
ভোজন করল বহুত রস রঙ্গে ॥
কাতরে তবহু পুছয়ে নন্দরাণী।
গদ গদ কণ্ঠ না নিকসয়ে বাণী ॥
স্তন ক্ষীরে ভিগল পহিরণ চীর।
ঝর ঝর নয়নে গলয়ে ঘন নীর ॥

আকুল ভই তব পুছত বাত।
মোহন নিরখই রোহিণী সাথ ॥ ৪২৯ ॥

ইমন কল্যাণী।

রাণী ভাসে আনন্দ সাগরে।
বামে বসাইয়া শ্যাম দক্ষিণে বসাই রাম
চুম্ব দেই মুখ সুধাকরে ॥ ধ্রু ॥
ক্ষীর ননী ছানা সর আনিয়াছে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইর মুখে দেয় রাণী মহাসুখে
নিরখয়ে চাঁদ মুখ পানে ॥
গোপের রমণী যত চৌদিকে শত শত
মুখ হেরি লহু লহু বোলে।
মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল হুলাহুলি
আরতি করয়ে কুতূহলে ॥
জ্বালিয়া রতন বাতি করে সব আরতি
হরষিত যশোমতী মাই।
কহে বলরাম দাসে আনন্দ সাগরে ভাসে
দুহুঁ রূপের বলিহারি যাই ॥ ৪৩০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

বাসক সজ্জা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

পালঙ্ক উপরে গৌরাঙ্গ সুন্দর
বসিয়া বিরস মনে।
রাধার ভাবেতে ভাবিত অন্তর
বাসক সজ্জার ভাণে॥
কহে শ্যাম বঁধু আসিবে বলিয়া
শেজ বিছাইনু ফুলে।
গত প্রায় নিশি কোথা কাল শশী
রজনী গেল বিফলে॥
না আসিল কালা আর প্রেম জ্বালা
কত বা সহিব প্রাণে।
কহে নরহরি ভাঙ্গিব পিরীতি
সে শ্যাম নিঠুর সনে॥ ৪৩১॥

ধানশী।

কি লাগি আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর
বসিয়া গৃহের মাঝে।

বসন আসন রতন ভূষণ
সাজায় অঙ্গের সাজে ॥
আপন বপুর ছাছ হেরিয়া
চমকি উঠয়ে মনে।
কি লাগি অবহু না মিলল পহু
এত বা বিলম্ব কেন ॥
কহে নরহরি মোর গৌরহরি
ভাবিয়া রাইয়ের দশা।
সজল নয়ানে চাহে পথ পানে
কহে গদ গদ ভাষা ॥ ৪৩২ ॥

সঙ্কেত।

ধানশী।

এক দিন বর নাগর শেখর
কদম্ব তরুর তলে।
বৃষভানু সুতে সখীগণ সাথে
যাইতে যমুনা জলে ॥
রসের শেখর নাগর চতর
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া বচনের ছলে
সঙ্কেত করল তাতে ॥

গোধন চালাঞা শিশুগণ লৈয়া
গমন করিল ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে সখীগণ সঙ্গে
রাই আইলা গৃহমাঝে॥
কহ চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
শুনল রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত বন্ধুর সঙ্কেতে
না ছাড়ে আপন হিয়ে॥ ৪৩৩॥

মঙ্গল।

ঐছন সঙ্কেত ভাবিয়া রাই। সব সখীগণ বদন চাই॥
আবেশে কহত মনের কথা। কবহুঁ হরিষ বিষাদ ব্যথা॥
সঙ্কেত করল নাগর রায়। কি করব সখি কহ উপায়॥
গুরু দুরুজন বঞ্চনা করি। কেমনে যাইব রহিতে নারি॥
এতহুঁ ভাবিয়া চলিলা ধনী। সবহুঁ বিঘিনী কিছু না গণি॥
সখীগণ মেলি সঙ্কেত গেহে। আওল তরুণী রমণ কহে॥ ৪৩৪॥

ভূপালী।

চাঁদ বদনী ধনী চলু অভিসার।
নব নব রঙ্গিনী রসের পাথার॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজে।
মালতী মাল হিয়ে বনি সাজে॥
চাঁদনী রজনী কিরণ রস মাহ।
হাসিতে কুন্দ কুসুম গলি যাহ॥

মতিম-হার কঙ্কণ সাজ।
ঐছন আওল নিকুঞ্জক মাঝ॥
বৈঠল হৃদয়ে আরতি বলবন্ত।
শ্যাম পাশে চলু দাস অনন্ত॥ ৪৩৫॥

ধানশী।

বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজানু দীপ উজাইনু
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে এ সব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥ ধ্রু॥
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ যৌবনে
মিলব বন্ধুর সনে॥
পথ পানে চাহি কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রস শিরোমণি আসিবে এখনি
বড়ু চণ্ডীদাস ভনে॥ ৪৩৬॥

কামোদ।

শুন শুন নাগর সব গুণ আগর
তুহু বড় চতুর সুজান।
একলি সঙ্কেত নিকেতনে সো ধনী
নয়ানে না হেরই আন॥
তোহারি গমন পুনঃ পুনঃ হেরত
সো অবিচল কুলবালা।
রতন প্রদীপ বাস গৃহে সাজই
তুয়া লাগি গাঁথই মালা॥
এত কহি সহচরী তুরিতে গমন করি
কুঞ্জে ভেল উপনীত।
ভন যদুনন্দন ও নন্দনন্দন
গমনহি উনমত চিত॥ ৪৩৭॥

কেদার।

অপরূপ ধনী অভিলায।
সঙ্কেত কাননে শেজ বিছায়ই
কানু মিলন প্রতি আশ॥ ধ্রু॥
মৃগমদ চন্দন গন্ধ অনুলেপন
বিকশিত চম্পক দাম।
খপুর কপুর সম্পূট (১) ভরি রাখই
পুরত মনমথ কাম॥

(১) সম্পূট—কৌটা, কোটরা।

মঙ্গল কলস পাশে ধরি রাখাল
রাখল রম্ভা ঠামে ঠাম।
রতন প্রদীপ নীপতলে জারল
চামর বীজন অনুপাম॥
কনক দরপণ রতন পরিভাজন
নিরমঞ্জন অভিলাষ।
সংবাদ পাই মিলল বর নাগর
কহতহি গোবিন্দ দাস॥ ৪৩৮॥

বিহাগড়া।

করে ধরে রাই মন্দির মাহা আনল
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
আগমন জনিত সকল দুঃখ কহতহি
মধুর বচন অনুপাম॥
দুহুঁ জন মনোরথ ভোর।
দুহুঁক অধর মধু দুহুঁ জন পিবই
দুহুঁ দোহা কোরে আগোর॥ ধ্রু॥
কুসুম শেজ মাহা বিলসই দুহুঁ জন
পুরল সব অভিলাষ।
নিধুবন সমরে দুহুঁ পরবেশল
কহ ঘন শ্যামর দাস॥ ৪৩৯॥

উৎকণ্ঠিতা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

মল্লার।

এ হেন সুন্দর বেশ কেন বনাইনু।
নিরূপম গোরারূপ দেখিতে নারিনু॥
অকাজে রজনী যায় কিবা মোর হৈল।
নিশ্চয় জানিনু মোরে বিধি বিড়ম্বিল॥
সুবাসিত গন্ধ আদি অগুরু চন্দন।
গৌর বিনে কার অঙ্গে করিব লেপন॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া দিব কার মুখে।
বাসুঘোষ কহে নিশি যায় বড় দুঃখে॥ ৪৪০॥

পাহিড়া।

বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই
সাধে নিরমিনু আশা-ঘর।
কোন কুমতিনী মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর॥
বন্ধুর সঙ্কেতে আমি এ বেশ বনানু গো
সকল বিফল ভেল মোয়।
না জানি বন্ধুরে মোরে কেবা লৈয়া গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোয়॥

গগন উপরে চান্দ কিরণ উদয় গো
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনী আমি কেমনে পোহাব গো
পরাণ না হয় তার সাথী॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া খপুর পূরিল সই
পিয়া বিনে কার মুখে দিব।
এমন মালতী মালা বৃথাহি গাঁথিনু গো
কেমনে রজনী গোঁয়াব॥
এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো
এখন আছয়ে কার আশে।
ধৈরজ ধর ধনি ধাইয়া চলিল গো
কহি ধায় নরোত্তম দাসে॥ ৪৪১॥

সুহই।

কানুর লাগিয়া জাগি পোহাইনু
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এত দিনে সই নিশ্চয় জানিনু
নিষ্ঠুর পুরুষ জাতি॥
মেঘ দুর দুর দাদুরীর বোল
ঝিঝা ঝিনি ঝিনি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে বিজুরী ছটা
হিয়ার পুতলী দোলে॥
যতনে সাজানু ফুলের শেজ
গন্ধে মোহ মোহ করে।

অঙ্গ ছটপটি সহনে না যায়
দারুণ বিরহ জ্বরে॥
মনের আগুনি বনে নিভাইতে
কেমন করয়ে প্রাণে।
কানুর এমন নিঠর চরিত
এ দাস অনন্ত ভনে ॥ ৪৪২ ॥

ললিত।

শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ।
কি কবহুঁ ঐছন তোহারি সুলেহ ॥
কাঁহে কহলি তুহু সঙ্কেত বাত।
যামিনী বঞ্চলি তুহু আনহি সাথ ॥
কপট লেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঞে করহ বিলাস ॥
কো কহে রসিক শেখর বর কান।
তুহুঁ সম মুরুখ জগতে নাহি আন ॥
মাণিক ত্যজি কাচে অভিলাষ
সুধা-সিন্ধু ত্যজি খাঁড়ে পিয়াস ॥
ক্ষার-সিন্ধু ত্যজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ ॥
বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভান।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান ॥ ৪৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

গান্ধার।

গরজয়ে গগনে সঘনে ঘন ঘোর।
ঐছে সময়ে চলু নন্দ-কিশোর ॥

পথ বিপথ কিছু লখই না পারি।
দামিনী চমকে চলয়ে অনুসারি॥
পাওল সঙ্কেত কুঞ্জক মাঝ।
জানল রাই আওল যুবরাজ॥
কুঞ্জ মন্দিরে ধনী দেওল কপাট।
কানু না জানলু ঐছন নাট॥
অন্তরে ভাবয়ে শ্যাম শরীর।
আজু দুরদিনে ধনী না ভেল বাহির॥
আয়নু বিফল ভেল মন-সাধ।
আকুল নাগর করয়ে বিষাদ॥
রোই রোই পরশল দ্বারে কপাট।
কো ইহ মুদল কুঞ্জ-কপাট॥
শুনি ঘনী রাইক দরবে হৃদয়।
কহতহি কোন দ্বার-মাহা রোয়॥
তবহি জানল নব নাগর কান।
অব ঘনশ্যাম লহয়ে পরমাণ॥ ৪৪৪॥

গান্ধার

কো ইহ পুনঃ করত হুঙ্কার।
হরি নাম জানি না কর পরচার॥
পরিহরি সো গিরি-কন্দর মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওল মৃগরাজ॥
সো নহু ধনী মধুসূদন হাম।
চল কমলালয় মধুকরী ঠাম॥

শ্যাম মুরতি হাম তুহু কিনা জান।
তারা-পতি ভয়ে বুঝি অনুমান॥
ঘরহু রতন দীপ উজিয়ার।
কৈছন পৈঠব ঘন আন্ধিয়ার॥
রাধামোহন হাম কহি পরচার।
রাকা (১) রজনী নহে ঘন আন্ধিয়ার॥
পরিচয়-পদ যবে সবে ভেল আন।
তবহি পরাভব মানল কান॥
তৈখনে উপজল মনমথ শূর।
অব ঘনশ্যামর মনোরথ পূর॥ ৪৪৫॥

সুহই।

শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে মোর নিবেদন।
তোমার অদ্ভুত গুণে সদা করে আকর্ষণে
তুমি মোর জীবনের জীবন॥
তোমার মধুর বাণী সুধাসিন্ধু তরঙ্গিনী
মোর কর্ণ তাহে ডুবি থাকে।
তোমার গৌর দেহ পরম সুগন্ধি সহ
উনমত্ত করিল আমাকে॥
সখাগণ সঙ্গে থাকি সুবল তাহার সাথি
তোমা বিনে আন নাহি ভায়।
বিরলে বসিয়া যবে তোমারে দেখিয়ে তবে
কহ তুমি মোরে এ উপায়॥ ৪৪৬॥

(১) রাকা—পূর্ণিমা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

খণ্ডিতা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

আজি কেন গোরা চাঁদের বিরস বয়ান।
কি তার পড়েছে মনে সজল নয়ান॥
মুখচাঁদ সুখাঞাছে কিসের কারণে।
অরুণ অধর কেন হৈয়াছে মলিনে॥
অলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায়।
ঢুলিয়া ঢলিয়া পড়ে বাড়াইতে পায়॥
বাসুঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
কিবা রস আশে নিশি জাগি পোহাইল॥ ৪৪৭॥

বিভাষ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কান্দে ঘন ঘন।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়ন॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়॥
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়।
রজনী দিবস গোরা জাগিয়া পোহায়॥
ক্ষণে চমকিত অঙ্গ ধরণে না যায়।
মান রস গোরাচান্দের বাসুঘোষ গায়॥৪৪৮॥

বিভাষ।

চন্দ্রাবলী রতি ছরমে (১) ঘুমাওল
কুহু কোকিলা নিশি ভোর।
ঐছন সময়ে চতুর বর নাগর
তেজল তাকর কোর॥
দিনমণি দেওল বার।
কুমুদিনী ত্যজি অলি কমল পর ধাবই
বায়স (২) নিয়ড়ে ফুকার॥ ধ্রু॥
চন্দনে চরচিত সবহু কলেবর
নীল বসন পরিধান।
অরুণিত লোচন যুগল ঢুলু ঢুলু
দিগ দলি আওত কান॥
দূরে হেরি সুন্দরী ভবনহি পৈঠল
হলধর আওল জানি।
ললিতা নতমুখী হাসি হাসি অঙ্গনে
আসন দেওল আনি॥
যবতহি বৈঠল কান।
করে কর সুন্দরী গলে অম্বর ধরি
ভরমে করল পরণাম (৩)॥

(১) ছরমে—শ্রমে। (২) বায়স—কাক। (৩) পরণাম—প্রণাম।

লহু লহু (১) পুছই রোহিণাক মঙ্গল
ললিতা সখী করি আড়।
ঐছন বচন শুনি হরি অন্তরে
ভয় উপজল গাঢ়॥
রোহিনী মঙ্গল পুছ তুহুঁ সুন্দরি
সো হোয়ত মঝু জেঠ (২)।
রামানুজ (৩) হাম প্রাতরে আওল
তুয়া সঙ্গে করইতে ভেট (৪)॥
ঐছন বচন শুনি ধনী অন্তরে
অতিশয় মতি ভেল বাম।
দাস মনোহর তুহুঁ বহুবল্লভ
রজনী বঞ্চলি কোন ঠাম॥ ৪৪৯॥

বিভাষ।

হেদে হে নিলাজ বন্ধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আইস॥
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী আজি পাঞাছিল লাগ॥
নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভা করিলে ভূষিত॥
কপালে সিন্দূর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুইহ তুমি ইহার সব রঙ্গ জানি॥ ৪৫০॥

(১) লহু লহু—পুনঃ পুনঃ বা মৃদু মন্দ। (২) জেঠ—জেঠিমা।
(৩) রামানুজ—বলরামের ছোট ভাই। (৪) ভেট—সাক্ষাৎ।

ধানশী।

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন॥
বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনে দিবানিশি কিছু না জানিয়ে॥
ফাগু বিন্দু দেখিয়া সিন্দূর বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ দাগ মিছাই ভাবহ॥
এত কহি বিনোদ নাগর চলিতে চায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর॥ ৪৫১॥

বিভাষ।

প্রভাতে পরের বাড়ী কোন লাজে আইস।
এমতি নিলাজ হাসি সেইখানে হাস॥
বিজয় বিজয় বন্ধু আইলা কি না কাজে।
সেই সে রমণী ধনী তোমারে সে সাজে॥
মল্লিকা মালতী যূথী নাগেশ্বর গাঁথি।
আসিবা আসিবা বলি পোহাইলুঁ রাতি॥
রজনী বঞ্চিয়া আইলে জ্বালাইতে আগুন।
প্রভাতে আইলে পোড়া ঘায়ে দিতে চূণ॥
যাহা বসিয়াছ তাহা তুলি ফেলি মাটী।
এখনি উঠিয়া গেলে দিব ছড়া ঝাটী॥
যেমন নাগরী সঙ্গে পাইয়াছ সুখ।
তাহার লাবণ্য জলে ধোও গিয়া মুখ॥
হেট মাথে রহে নাগর নয়ানে বহে নোর।
গোবিন্দ দাস কহে কি কহব ওর॥ ৪৫২॥

পঠমঞ্জরী।

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ।
কর জোড়ে মাধব মাগে পরসাদ॥
নয়ানে গলয়ে লোর গদ গদ বাণী।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
চরণ যুগল ধরি করু পরিহার।
রোই রোই বচন কহই না পার॥
মানিনী না হেরই নাহ বয়ান।
পদতলে লুঠই নাগর কান॥
চরণ ঠেলি চলি যাওত রাই।
বলরাম দাস কানু মুখ চাই॥ ৪৫৩॥

ধানশী।

কতরূপে মিনতি করল বর নাহ।
গলে পীতাম্বর ঠাড়হি করযোড়
তব ধনী পালটি না চাহ॥
তবহুঁ রসিক রাজে সিরজিয়া মন মাঝে
গদ গদ কহে আধ বাত।
পাঁচ বদন অহি মঝু মুখ দংশল
জর জর ভেল সব গাত॥
এত কহি নাগর কাঁপই থর থর
মূরছি পড়ল সোই ঠাম।
কি ভেল কি ভেল বলি রাই ধাই চলল
কোরে করল ঘন শ্যাম॥
শীতল সলিল লেই নয়ানে বয়ানে দেই
নীল বসনে করু বায়।
চেতন পাইয়া হরি উঠল অঙ্গ মোড়ি
উদ্ধব দাস গুণ গায়॥ ৪৫৪॥

মান খণ্ডিতা।

(প্রকারান্তর।)

বিভাষ।

আজু কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
কি ভাব পড়েছে মনে সজল নয়ান॥
মুখ-চাঁদ শুখায়েছে কিসের কারণে।
অরুণ অধর কেনে হৈয়াছে মৈলানে॥
অলসে অবশ অঙ্গ ধরনে না যায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে বাড়াইতে পায়॥
বাসুঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
কিবা রস আশোয়াসে নিশি পোহাইল॥ ৪৫৫॥

বিভাষ।

আওত পর বঞ্চক শঠ
নাগর শত ঘরিয়া।
পদ যাবক (১) পরি-
সর বক্ষসি ধরিয়া॥

---

(১) যাবক—অলক্তক (আল্‌তা)

কটি নীলা- ম্বর পহিরণ
লম্বিত পদ আগে।
দশন ক্ষত অরুণাধর
ভুজ কঙ্কণ দাগে॥
তরুণারুণ নয়নাম্বুজ
আধ মুদিত অলসে।
ভালের উপর সিন্দূর বিন্দু
অঞ্জন সহ বিলাসে॥
যা যা দূতী বারহ নাগরে
নিয়ড়ে নাহি আওয়ে।
ঐছন শুনি তৈখন দূতী
শশিশেখর ধাওয়ে॥ ৪৫৬॥

ধানশী।

চন্দ্রাবলী সনে কুসুম শয়নে
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া ভয়ে ভীত হৈয়া
আসিলা রাধার ঠাম॥
গলে পীতবাস করিয়া সাহস
দাঁড়াইল রাইয়ের আগে।

দেখে ফুল মালা তাম্বুলের ডালা
ফেলিয়াছে রাই রাগে॥
নাগর দেখিয়া মাননী না চাহে
আছেন আপন কোপে।
ভয়ে যে ভূরুর ভঙ্গিম দেখিয়া
নাগর তরাসে কাঁপে॥
রোষেতে নাগরী থাকিতে না পারি
নাগরের পারে গালি।
চণ্ডীদাস ভনে লম্পটের সনে
কথা কৈলে তবু ভালি॥ ৪৫৭॥

বিভাষ।

নয়ানের দাগ বয়ানে লেগেছে
কালোর উপর কাল।
প্রভাতে উঠিয়া বদন দেখিনু
দিন যাবে আজু ভাল॥
তাম্বুলের দাগ বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাঞা ফিরিয়া দাঁড়াও হে
ভাল করি রূপ দেখি॥
নীল কমল বদন সুন্দর
ঝামর হয়্যাছে দেহ।

কোন রসবতী পায়্যা রসনিধি
নিঙ্গাড়ি লয়্যাছে সেহ ॥
কোন রসবতী পায়্যা প্রাণপতি
সব রস হরি নেল।
কমল বদনে মধু পিবইতে
ভ্রমর বরণ ভেল ॥
কুটিল নয়ানে কহিছে সুন্দরী
করিয়া অধিক তাড়া।
কহে নরহরি আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা ॥ ৪৫৮ ॥

ললিত।

আরে মোর আরে মোর সোণার বন্ধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দূর ॥
বদন কমলে কি এ তাম্বুল শোভিত।
পায়ের নখের দাগ হিয়ায় বিদিত ॥
না আইস না আইস বন্ধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে ॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত ॥
সাধিলা মনের সাধ কি আর বিচার।
দুরে রহ দূরে রহ প্রণতি আমার ॥
চণ্ডীদাস বলে ইহা বলিলে কেমনে।
চোর ধরিলেও কেহ না কহে বচনে ॥৪৫৯॥

ধানশী।

শুন শুন সুন্দরী কর অবধান।
বিনা অপরাধে কহসি কেনে আন॥
পূজল পশুপতি যামিনী জাগি।
গমন বিলম্ব ভেল তথি লাগি॥
লাগল কুঙ্কুম মৃগমদ-দাগ।
উচ্চারিতে মন্ত্র অধরে নাহি রাগ॥
রজনী উজাগরী লোচন ভোর।
তথি লাগি তুহুঁ মুঝে বোলসি চোর॥
নব কবি শেখর কি কহব তোয়।
শপথি করহ তবে পরতীত হোয়॥ ৪৬০॥

বিভাষ।

নীলোৎপল শ্রীমুখ মণ্ডল
ঝামর (১) কাহে ভেল।
মদন জ্বরে তনু তাতল
জাগরে নিশি গেল॥
নখ নির্ঘাত ক্ষত বক্ষসি
দেয়ল কোন নারী।
কণ্টকে তনু ক্ষত বিক্ষত
তোহে ঢুড়ইতে গোরি॥

(১) ঝামর—মলিন।

সিন্দূর কাহে অলকাপরি
চন্দন কাঁহা গেল।
গিরি গোবর্দ্ধনে গোরিক সেবি
সিন্দূর শিরে নেল॥
নীলাম্বর তুহুঁ পহিরলি(১)
পীতাম্বর ছোড়ি।
অগ্রজ সহ পরিবর্ত্তিত
নন্দালয়ে ভোরি॥
অঞ্জন কাহে গণ্ডস্থলে
হৃদি খণ্ডন(২) অধরে।
উত্তর প্রতি উত্তর দিতে
পরাজয় শশিশেখরে॥ ৪৬১॥

ধানশী

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত।
তুয়া কুচ হেমঘট হার ভুজঙ্গিনী
তাক উপরে ধরি হাত॥
তোরে ছাড়ি হাম যদি পরশয় কোয়।
তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয়॥
হামার বচনে যদি নহে পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত॥
ভুজপাশে বান্ধি জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর পাথর হিয়ে দেহ ভারি॥

(১) পহিরলি—পরিধান করিলে। (২) হৃদি খণ্ডন—বক্ষস্থলের কুমকুম। পাঠান্তর রদখণ্ডন—দণ্ডাঘাত।

উরু-কারাগারে বান্ধি রাখ দিনরাতি।
বিদ্যাপতি কহে উচিত ইহা শাতি ॥ ৪৬২ ॥

ধানশী।

রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণী লোটাই।
দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব
তবহি বিমুখ ভেল রাই ॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত তুহুঁ ভালে জানত
তাহে দগধ মঝু প্রাণ ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি
হাম যাওব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ ॥
এতহু মিনতি কানু যব করলহি
তবু নাহি হেরল বয়ান।
গোবিন্দ দাস মিছই আশোয়াসল (১)
রোই (২) চলত বর কান ॥ ৪৬৩ ॥

ধানশী।

রাই অনাদর হেরি রসিক বর
অভিমানে করল পয়ান।

(১) আশোয়াশল—আশ্বাস দিল। (২) রোই—কান্দিয়া

নয়নক-নোরে পথ লখই না পারই
পীতবাসে মুছই বয়ান ॥
হরি হরি নিজ অপরাধ নাহি জান।
সো হেন প্রেম গহি কথি লাগি নিরসল
কাহে করল মুঝে মান ॥ ধ্রু ॥
মোহে উপেখি রাই কৈছে জীয়ব
সো দুঃখ করি অনুমান।
রসবতী হৃদয়ে বিরহ জ্বরে জারব
ইথি লাগি বিদরে পরাণ ॥
রাইক সংবাদ সুধারস সিঞ্চনে
তনু তিরপিত করু মোর।
গোবিন্দ দাস যব যতনে মিলায়ব
তব যশ গায়ব তোর ॥ ৪৬৪ ॥

মান কলহান্তরিতা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

মান বিরহ ভাবে (১) পহুঁ ভেল ভার।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহি লোর॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ চাঁদ।
অখিল জীবের মন লোচন ফাঁদ॥
প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচন তারা।
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা॥
কান্দিয়া কহয়ে পুনঃ ধিক মোর বুদ্ধি।
অভিমানে উপেখলুঁ কানু গুণনিধি॥
যে হৈল মনের দুঃখ কি বলিব কায়।
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায়॥
এইরূপে উদ্ধারিল সব নর নারী।
এ রাধামোহন কহে নহিল হামারি॥ ৪৬৫॥

ধানশী।

কুঞ্জসঁ নিকসই মানিনী রাই।
অরুণিম লোচনে সখী মুখ চাই॥
চলইতে অঙ্গ চলই না পারি।
ছল ছল নয়ানে বহয়ে ঘন বারি॥

---

(১) ভাবে—পাঠান্তর জ্বরে।

টুটল মান ভেল বিরহ তরঙ্গ।
গৃহ মাঝে বৈঠল সহচরী সঙ্গ ॥
কহইতে অন্তর গদ গদ ভাষ।
বিমুখ হোই সব ছোড়ল পাশ ॥
চন্দশেখর কহ অনুচিত মান।
রোখে তেজলি কাহে নাগর কান ॥৪৬৬॥

ধানশী।

কানু উপেখি ধনী ভাবই একাকিনী
বিরলহি মন্দিরে বসি।
নয়নক নীর অবিরত গলতহি
বদন কমল যায় ভাসি ॥
হেঁট বয়ানে রসবতী।
পিয়াক গুণ যত চিতহি ভাবত
নখে করি লিখত ক্ষিতি ॥ ধ্রু ॥
ধরণী শয়ান করি আছয়ে সুন্দরী
সখীগণ মিলল পাশ।
নাহ বিমুখ হেরি কান্দয়ে ফুকরি
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥ ৪৬৭॥

গান্ধার।

সো হেন রসিক নাগরের সনে
কত না করিলি কলহ।
আগে না বুঝিলি কান্দিলি কান্দাসি
অব মুঝে কাহে বলহ ॥

ধনি নারিলি পিরীতি রাখিতে।
একি প্রতিদিন কলহ করবি
নারি মেনে মোরা সাধিতে ॥ ধ্রু ॥
কুলের ঝয়ারি তাহাতে বৌহারি
ইথে কি পিরীতি রয়।
আয়লো বিশাখা রাই থাকুক একা
কাছে থাকা উচিত নয় ॥
কানু হেন ধন যে করে হেলন
তার কি জীবনে আশ।
তার মরা ভাল বাঁচি কিবা ফল
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ ৪৬৮ ॥

সুহই

আঁধল (১) প্রেম পহিল নাহি হেরলু
সো বহু-বল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহর্নিশি জ্বলত পরাণ ॥
সজনি! তোহে কঁহি মরমকি দাহ।
কানুক দোখে (২) যো ধনী রোখই (৩)
সেই তাপিনী জগমাহ (৪ ॥

(১) আঁধল—অন্ধ করিল। আধল প্রেম (কৃষ্ণ) প্রেমে আমায় অন্ধ করিল। পহিল নাহি হেরলু—পূর্ব্বরাগের প্রথম দশায় দেখি নাই যে সে বহুবল্লভ। (২) দোখে—দোষে (৩) রোখই—ক্রোধ করে। (৪) জগমাহ—জগতের মধ্যে।

যো হাম মান বহুত করি মানলু
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ (১) শরে ভেল জর জর
তাকর দরশ না পেখি॥
ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহা।
গোবিন্দ দাস কহই সতি ভাবিনী
কানুক ঐছন নেহা (২)॥ ৪৬৯॥

শ্রীরাগ।

শুনহতে কানু মুরলী রব মাধুরী
শ্রবণ নিবারলু তোর।
হেরইতে রূপ নয়ন যুগ ঝাপলু
তব মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরি তৈখনে কলহ মো তোয়।
ভরমহি (৩) তা সঞে নেহ বাড়াঅলি
জনম গোঙায়বি রোয়॥ ধ্রু॥
বিনি গুণ পরখি পরক রূপ লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়াবি ইহ রূপ লাবণি
জীবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম তরু রোপিলি
শ্যাম জলদ রস আসে।

(১) মনসিজ—মদন। (২) নেহা—প্রেম। (৩) ভরমহি—ভ্রমে

সো অব নয়ান- নীর দেই সিঞ্চহ
কহতহি গোবিন্দ দাসে ॥ ৪৭০ ॥

কৌরাগিণী।

সীদতি (১) সখি মম হৃদয়মধিরং (২)।
যদভজমিহ নহি গোকুল বীরং ॥
না কর্ণয়মপি সুহৃদুপদেশং।
মাধব চাটু পটল (৩) মপিলেশং ॥
না লোকয়মর্পিতমুরো হারং।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িত (৪) মনুবারং ॥
হন্ত (৫) সনাতন গুণমভিযান্তং।
কিমধারয় মহ মুরসি ন কান্তং ॥ ৪৭১।

শ্রীরাগ।

প্রেম কারিকর মোরা যত সখীগণ।
নিতি নিতি ভাঙ্গি গড়ি পিরীতি রতন ॥
দেহ ভাতি নাসা চুঙ্গি নিশ্বাস পবন।
অন্তর হাফরে উদ্দীপন হুতাশন ॥

---

(১) সীদতি—(বিমুহ্যতি) অবসন্ন হইতেছে বা শিহরিতেছে। (২) অধীরম্—উৎকণ্ঠিতম্। (৩) চাটুপটল—স্তুতি বাক্য। (৪) দয়িত—প্রিয় (৫) হন্ত—হায় (খেদে)।

(৪৭১) গোকুল পতি শ্রীকৃষ্ণ আমি ভজন করি নাই তজ্জন্য আমার অধীর (উৎকণ্ঠিত) হৃদয় অবসন্ন হইতেছে (বা শিহরিতেছে)। তোমাদের মত সুহৃদগণের উপদেশ বাক্যে আমি কর্ণপাত করি নাই। বল্লভের অর্পিত হার আমি অবলোকন করি নাই। প্রিয় বল্লভ পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়াছিল তাহাও আমি দেখি নাই। হায় চলিয়া যাইবার সময় সনাতন গুণবিশিষ্ট কান্তকে কেন আমি বক্ষে ধারণ করিলাম না।

তদুপরে আছে দুই মুস কুচ দ্বয়।
জাল করি প্রেম-রতন ভক্তি সোহাগায়॥
অনুরাগ হাতুরী আছে করিতে গঠন।
শ্রদ্ধা পাইনে জোড়াই প্রেম রতন॥
আনুকুল্য নিশাদল তাহাতে লাগাই।
বিশ্বাস রসান দিয়া মার্জ্জন করাই॥
গোবিন্দ দাস কহে রাই কেন ভাব।
শ্যাম-প্রেমধন এনে এখনি মিলাব॥ ৪৭২॥

ভৈরবী।

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অণুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমন না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব (১) পেশল জানি॥
এসখি সে সব প্রেম কাহিনী।
কানুপাশে কহবি বিছুরহ জানি॥ ধ্রু॥
না খোজলু দূতি না খোজলু আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ॥
অব সোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতি।
সুপুরুখ প্রেমকি ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভান॥ ৪৭৩॥ *

(১) মনোভব—মদন।

(৪৭৩) প্রথমে অর্থাৎ (পূর্ব্ব রাগের প্রথম দশায়) নয়ন ভঙ্গীতেই উভয়ের অনুরাগ হইয়াছিল সেই অনুরাগ ক্রমে বর্দ্ধিত হইল। এখন পর্য্যন্ত তাহার

কামোদ।

জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর
চলত সো বরনারী।
বংশীবট যাবট তট
বনহি বন হেরি॥
মদন-কুঞ্জ শ্যাম-কুঞ্জ
রাধা-কুণ্ড তীরে।
দ্বাদশ বন হেরত স'ঘন
শৈলহুঁ কিনারে॥
যাঁহা ধেনু সব করতহি রব
তাহি চলত জোরে।
শ্রীদাম সুদাম শ্রীমধুমঙ্গল
দেখত বলবীরে॥
যমুনা কূলে নীপহি মূলে
লুঠত বনয়ারী।

শেষ হইল না মদন আমাদের দুই জনের মন পেশন (চূর্ণ) করিয়া আমাদের দুই জনকে অর্দ্ধ ভাগ করিয়া দিয়াছে। কাজেই সেও রমন (স্বামী) নহে আমিও রমণী (স্ত্রী) নহি। সেই সকল প্রেমের কথা (সে ভুলিয়া গিয়াছে) তুমি তাহার কাছে বলিও। বিস্মরণ হয় এই জন্য সাবধান করিয়া দিলাম। দুইজনের মধ্যে মিলনে দূতি বা অন্য কেহকে অনুসন্ধান করা হয় নাই। কেবল মদন মধ্যস্থ ছিল। এখন সে বিরাগ হইয়াছে। সুপুরুষের প্রেমের কি এই স্বভাব?

চন্দ্রশেখর ধূলি ধূসর
কহত প্যারি প্যারি ॥ ৪৭৪ ॥

ধানশী।

দূরে হেরি নাগর চতুরা সহচরী
ঠমকি ঠমকি চলি যায়।
জনু আন কাজে চলত বর রঙ্গিনী
ডাহিন বাম নাহি চায় ॥
হরি হরি ধূলি লোটায়ত কান।
সহচরী গমন হেরইতে তখন
হৃদয়ে করত অনুমান ॥
কিয়ে অতি সদয় হৃদয় ইহ মঝু পর
সহচরী ভেজল কি রাই।
কিয়ে আন (১) কাজে চলত বর রঙ্গিনী
কারণ পুছই বোলাই ॥
সহচরি সহচরি করি হরি বেরি বেরি
বহু বেরি করত ফুকার।
চতুরিণী সহচরী ঝুকি কহত মঝু
নাম লেই কোন গোঙার ॥
চঙকি কহত হরি হাম রাই কিঙ্কর
করুণা করিয়া অব আহ।
দাস মনোহর এক নিবেদন
শুনি তবে আন কাজ যাহ ॥ ৪৭৫ ॥

(১) আন—অন্য।

শ্রীরাগ।

কি কহবি মাধব তুরিতহি (১) কহ কহ
হাম চলব আন কাজে।
তো সঞে বাত নহ মঝু সমুচিত
দোষ পাওব সখী মাঝে॥
রাই তেজল অভিমানি।
রাই তেজল বলি তুহু সব তেজবি
অব বিখ (২) ভুঞ্জব (৩) আমি॥
আহিরিণী কুরূপিণী গুণহীনী ভাগিহীনী
তাহে লাগি কাহে বিখ পিওবি।
চন্দ্রাবলী মুখ চন্দ্র সুধারস
পিবি পিবি যুগে জিয়বি॥
পদ্মা পদুমা গন্ধে মাতায়ল
ভদ্রা মঙ্গল দানে।
চন্দ্রশেখর কহে শুন বহুবল্লভ
রাই পিরীতি কিবা জানে॥ ৪৭৬॥

যথারাগ।

তুহু সে অতি বর্ব্বর হে নন্দ ঘোষ নন্দনা।
ধেনু রাখ বেণু বাজাও পিরীতি রীতি জান না॥
তুহু অতি মুরুখ রাজ পাঠ নাহি পঠনা।
ভানু বদন যে না দেখে তা সঞে তুয়া ঘটনা॥

(১) তুরতহি—শীঘ্র। (২) বিখ—বিষ। ভুঞ্জব—ভক্ষণ করিব।

কতহু সঙ্কেতে করি নিশি করলি বঞ্চনা।
কাঁদিলে কি খালাস পাবে পাবে যে কত লাঞ্ছনা॥
জনম জনমান্তর ইহ ঋণ শোধই না পারবি।
প্রেম কাঙ্গালিনী হয়ে দ্বারে দ্বারে বেড়াইবি॥
শেখর ভনে আনন্দমনে শুনহে সখি মোর বাণী।
সেভাব যবে হইবে তবে উঠিবে অমিয়াখনি॥ ৪৭৭॥

সুহিনী।

দূতিক বচন শুনি নাগর রাজ।
অন্তরে পাওল বহুতর লাজ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস।
মনমাহা হোয়ল অধিক উল্লাস॥
তবহি সফল করি জীবন মান।
তাকর সঞে হরি করল পয়াণ॥
পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর।
ঐছনে পাওল কুঞ্জকি পর॥
দূরসঙ্গে নাগরী নাগর হেরি।
বৈঠল তহি পুনঃ আনন ফেরি॥
তৈখনে সমুখে আওল যব কান।
নাহ হেরিয়া ধনীর বাঢ়ল মান॥
গোবিন্দদাস কহে কি করব হাম।
আপে ভাঙ্গই যাই মানিনী মান॥ ৪৭৮॥

দেশী বরাড়ী।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী
হরতি দর তিমির মতি ঘোরং।
স্ফুরদধর সীধবে তব বদন চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন চকোরং॥ (ক)
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মানমনিদানং।
সপদি মদনানলো দহতি মম-মানসং
দেহি মুখ-কমল মধু পানং॥ ধ্রু॥ (খ)
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর-নয়ন শরঘাতং।
ঘটয় ভুজ বন্ধনং জনয় রদ-খণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখ-জাতং॥ (গ)
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভব-জলধি রত্নং।

তুমি যদি কিঞ্চিৎ কথা বল তাহা হইলে তোমার দশন পংক্তির জোৎস্নায় আমার ভয়রূপ অতিঘোর তিমির (অন্ধকার) হরণ করিবে। তোমার বদন চন্দ্রের অধর সুধা পান করিবার নিমিত্ত আমার নয়ন-চকোর লোলুপ হইয়াছে। (ক)

হে প্রিয়ে! তুমি সরল স্বভাবা, আমার প্রতি মান ত্যাগ কর। তোমার বদন দর্শন মাত্র মদনানল আমার অন্তর দগ্ধ করিতেছে। আমাকে তোমার মুখ কমলের মধুপান করিতে দাও। (খ)

যদি যথার্থই তুমি আমার প্রতি কোপ করিয়া থাক তাহা হইলে তোমার নয়নের খরবাণ দ্বারা আমাকে আঘাত কর। ভুজপাশ দ্বারা আমাকে বন্ধন করিয়া দশনাঘাতে আমায় ক্ষত বিক্ষত কর; অথবা যাহাতে তোমার সুখ জন্মে তাহাই কর। (গ)

ভবতু ভবতীহ ময়ি সতত মনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং ॥ (ঘ)
নীল-নলিনাভমপি তন্বি তবলোচনং
ধারয়তি কোকনদ রূপং।
কুসুম-শর বাণ ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণ মিদ মেতদনরূপং ॥ (ঙ)
স্ফুরতু কুচ-কুম্ভয়া রুপরি মণি মঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয় দেশং।
রসতু রসনাপি তব ঘন জঘন মণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথ নিদেশং ॥ (চ)
স্থল কমল গঞ্জনং মম হৃদয় রঞ্জনং
জনিত রতি রঙ্গ পর ভাগং।
ভনমস্থন বানি করবানি চরণ দ্বয়ং
সরস লস দলক্তক রাগং ॥ (ছ)

তুমিই আমার ভূষণ তুমিই আমার জীবন তুমিই আমার সংসার-সাগরের রত্ন স্বরূপ। তুমি সতত আমার অনুরাগিনী থাক ইহাই আমার একান্ত বাসনা। (ঘ)

হে কৃশাঙ্গি! তোমার নীল নলিন সদৃশ নয়নদ্বয় রক্তপদ্মের ন্যায় লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। তুমি তোমার আরক্ত নয়নের কটাক্ষ দ্বারা আমার কৃষ্ণ কলেবরকে রঞ্জিত কর। (ঙ)

তোমার মণিময় হার কুচকুম্ভোপরি দোদুল্যমান হইয়া তোমার হৃদয়-শোভা বর্দ্ধিত করুক। তোমার চন্দ্রহার তোমার ঘন নিতম্বদেশে ফলিত হইয়া মদনের আজ্ঞা প্রচারিত হউক। (চ)

আমাকে অনুমতি দাও আমি এই মদনের সহায় স্থলপদ্মের গঞ্জনাকারী আমার হৃদয়রঞ্জন তোমার চরণদ্বয় সরস অলক্তক রাগে রঞ্জিত করি। (ছ)

স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ পল্লব মুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিত বিকারং॥ (জ)
ইতি চটুল চাটু পটু চারু মুর বৈরিণো
রাধিকামধি বচন জাতং।
জয়তি পদ্মাবতী রমণ জয়দেব কবি-
ভারতী-ভনিত-মতিশাতম্॥ ৪৭৯॥ (ঝ)

শ্রীরাগ।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতলী॥
পতী পীন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়ই নিশ্বাসে॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধুলি॥
তুয়া রূপে তিরপিত আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পর চিত চোর॥

হে প্রিয়ে! অনঙ্গগরলখণ্ডনকারী তোমার রমণীয় পদপল্লব আমার মস্তকে অর্পণ কর। উহা আমার মস্তকের ভূষণ স্বরূপ বিরাজ করুক। দারুণ মদনানল আমার দেহ দহন করিতেছে তাহারও খণ্ডন হইবে। যে মদন যাতনা আমাকে দহন করিতেছে তোমার চরণ সেই দাহজনিত বিকার দূর করুক। (জ)

পদ্মাবতী পতি শ্রীজয়দেব কবি রচিত অশেষ সুখদায়ক শ্রীরাধার পতি শ্রীকৃষ্ণের এই চাটুকর; অভিমান হরণে কুশল, মোহন বাক্যাবলী, জয় যুক্ত হউক। (ঝ)

রূপে গুণে যৌবন ভুবন আগরি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলী॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥ ৪৮০॥

ধানশী।

তুহুঁ যদি মাধব চাহসি নেহ।
মদন সাখি করি খত লেখি দেহ॥
সো বিনে নয়ানে না হেরব আন।
হামারি বচনে করবি জলপান॥
ছোড়বি কেলি কদম্ব বিলাস।
দূরে করবি গুরু গৌরব আশ॥
রজনীদিবস গুণ গায়বি মোর।
আন যুবতী কভু না করবি কোর॥
এ সব করজ ধরবি যব হাথ।
তবহি তোঁহারি সঙ্গে মরমকি বাত॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
লিখি দেহ করজা দাস করি মান॥ ৪৮১॥

ধানশী।

কানু কহে রাই কহিতে ডরাই
ধবলী চরাই মুই।
রাখালিয়া মতি কি জানি পিরীতি
নেহের পসরা তুই॥

জগতে কাহার না হই অধীন
জগতে কাহারে না ধারি।
প্রেমধন মোরে দিয়েছ কিশোরি
তার শোধ দিতে নারি॥
তুমি মহাজন যে কর ভৎ´সন
সুধাসম মোর লাগে।
মোর নাগরালী বাঢ়ালে কিশোরি
পিরীতি রভস আগে॥
তোমার সে ঋণ শোধিতে নারিলাম
প্রেম অনুরাগ বিনে।
কান্ত কহে কানু গৌরাঙ্গ হইলে
খালাস পাইবে ঋণে॥ ৪৮২॥

ধানশী।

দেখি সব সখীগণ দুহুঁজন প্রেম।
কহ ইহ যৈছন লাখবান হেম॥
বাহু পসারি রাই করু কোর।
নাগর নিজ করে মোছই নোর॥
দূরে গেও মান জনিত দুঃখ পুর।
আনন্দ সায়রে দুহুঁজন ঝুর॥
সুবদনী মরমহি পাওল লাজ।
নাহক পূরল মনোরথ কাজ॥

চুম্বনে ঈষত বয়ন ধনী ফেরি।
ভরমহি সরম আলিঙ্গন বেরি॥
যব পরিরম্ভণে গদ গদ নারী।
যৈছন চরবণ তপত কুশারী॥
ইহ সঙ্কীরণ তুহুঁক বিলাস।
জল সেচই যদুনন্দন দাস॥ ৪৮৩॥

সুহই।

শুন শুনহে রসিক রায়।
তোমা উপেখিয়া যে সুখে আছিলু
নিবেদিয়ে তুয়া পায়॥ ধ্রু॥
কি জানি কি খেনে কুমতি লাগল
গরবে ভরিয়া গেলু।
তোমা হেন বঁধু হেলায় হারাঞা
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈলু॥
জনম অবধি মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ দেখে প্রাণ সম
পরাণ বঁধুয়া তুমি॥
সখীগণ কহে শ্যাম সোহাগিনী
গরবে ভরল দেহ।
হামারি গৌরব তুহুঁ বাঢ়ায়লি
অব টুটায়ব কেহ।

তোহারি গরবে গরবিনী হাম
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে এমতি নহিলে
পিরীতি কিসের সুখ ॥ ৪৮৪ ॥

ধানশী।

শুন রাই বিনোদিনী আমি সে তোমার ঋণী
তুয়া ঋণ নারিলাম শোধিতে।
শোধিতে তোমার ধার মনে করি কতবার
পুনঃ আর বার হলো জনমিতে ॥
কলিতে পুরিয়া কলি কলিজা কাগজ করি
খত দিলুঁ নিজ হাতে লিখিয়া।
খত রৈল তব হাতে খাতক কৈলা নন্দসুতে
খালাস হব তব গুণ গাইয়া ॥
খত ছাড়াইতে যদি ধন নাহি দেয় বিধি
ব্যাজ লাগি কি বুদ্ধি করিব।
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি লোটাঞা মাখিব ধুলি
ইহা বই আর না পারিব ॥ ৪৮৫ ॥

কলহান্তরিতা।

(প্রকারান্তর)

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

পঠমঞ্জরী।

গোরা পহু বিরলে বসিয়া। অবনত বদন করিয়া॥
পদ নখে ক্ষিতিপর লেখি। নয়ন লোরে নাহি দেখি॥
মানে মলিন মুখচাঁদ। হেরি সহচর মন ফাঁদ॥
কাহে না কহ কহ বাত। প্রেমদাস শিরে দেই হাত॥ ৪৮৬॥

গান্ধার।

যা কর চরণ নখর রুচি হেরইতে
মুরছয়ে কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণী লোটায়ল
পালটি না হেরিনু হাম॥
সজনি! কি পুছসি হামারি অভাগী।
ব্রজ কুল নন্দন চাঁদ উপখেলু
দারুণ মানক লাগি॥ ধ্রু॥
কাতর দিঠে মিঠে বচনামৃতে
কত রূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণ সীমে নাহি আনল
অব হিয়া তুষ দহ দাহ॥

কৈছে হৃদয়ে পহুঁ কা সাঞে কাঁহা রহু
সাঙরি সঙরি মন ঝুর।
গোবিন্দ দাস কহ শুন বর নাগরি
সো পহুঁ তোহারি অদূর ॥ ৪৮৭।।

ঝিঝিট।

স্বর্ণ বর্ণ বিবর্ণ (১) ভৈ গেও পূর্ণ
বিধুমুখি তুর্ণ (২) নিরসল (৩) রে।
নয়ন পঙ্কজ লোরে ভিগল (৪)
হিয়াকা অম্বর (৫) রে ॥
মান ভেল তুয়া প্রাণ গ্রাহক
নহিলে উপেক্ষসি নায়ক রে।
যো ভেল সো ভেল অবহু অবোধিনি
আপনা সম্বর রে ॥
যতহু মন মাহা (৬) কোপ উপজত
ততহি কোপ করিতে অনুচিত রে।
পায়ে পরিণত যো জান হোয়ত
তাহে কি তেজিয়ে রে ॥
হিত কহইতে অহিত মানসি
সুহৃদগণে তুহু বৈরি জানসি রে।

(১) বিবর্ণ—মলিন। (২) তুর্ণ—বদন। (৩) নিরসল—রসহীন হইল। (৪) ভিগল—ভিজিয়া গেল। (৫) অম্বর—বস্ত্র। (৬) মনমাহা—মনেতে।

অতয়ে দেখি শুনি নীরবে রহি পুনঃ
নাহি উত্তর দিয়ে রে ॥
যা বিনু শত তিলেক হোয়ত
সো তোয়ে মিনতি কয়ল কত কত রে।
কহি করজোড়ি গলহি অম্বর
ধরণী লুটায়ল রে ॥
ঐছে হট পুনঃ উলটি বৈঠলি
কান্ত বদন নিতান্ত না হেরলি রে।
চন্দ্রশেখর ভনয়ে ভামিনি
পিরীতি ভাঙ্গলি রে ॥ ৪৮৮ ॥

সুহই।

তিল এক শয়নে স্বপনে যো মঝু বিনে
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে গাঢ় আলিঙ্গনে
নিঝোর ঝরয়ে বহু লোর ॥
সজনি সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি নিধি দেই লেওল
সো সুখ করি বিছুরাই ॥ ধ্রু ॥
তুহু কাহে নিরস বচনে মঝু মারসি
ডারসি শোককি কূপে।
মুরছিত জনকে ঘাতন নহে সমুচিত
জগজনে কহব কিরূপে ॥

ভাঙ্গল মান সবহু জন গঞ্জন
পিরীতে পিরীত করি বাধা।
রসিক সুনাহ আপনে সুখ পাওব
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা॥
সো মুখ চাঁদ হৃদয়ে ধরি পৈঠব
কালিন্দী বিষহ্রদ নীরে।
পামর গোবিন্দ দাস মরি যাওব
সাজি আনল তছু তীরে॥ ৪৮৯॥

বিভাষ।

'কি কহলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহা।
ঐছন বচন কানু যব শুনব
জীবনে না বান্ধব থেহা॥
তাহে তুহুঁ বিদগধ নারী।
অনুচিত মানে দেহ যদি ছোড়বি
মরমহি বিরহ বিথারি॥ ধ্রু॥
কানুক চিত রীত হাম জানত
কবহু নহত নিঠুরাই।
তুহু যদি তাহে লাখ গারি দেওসি
তবহু রহত মুখ চাই॥
ঐছন বোল না বলসি সুন্দরি
কাহে পরমাদসি এহ।

গোবিন্দ দাস শপতি তাহে শত শত
যদি উদবেগ বাঢ়াহ ॥ ৪৯০ ॥

গান্ধার।

মান কয়লি তো কয়লি কলহে কাহে কান্দসি
বৈঠি রহু তুহু ভবনে।
সো কাঁহা যাওব আপহি আওব
পুনহি লোটায়ব চরণে ॥
সুন্দরি বচনে করিও বিশোয়াস।
সজল নয়নে হরি ধরণী লোটাওত
চিত্রা কহল মঝু পাশ ॥ ধ্রু ॥
রেনু ধেনু তেজি সকল সখাগণ
পরিহরি নীপ মূলে বসই।
রাই রাই বলি শিরে কর হানই
তুয়া নাম করিয়া নিশাসই ॥
তুয়া লাগি কত বেরি বেরি বেরি মঝু ঘরে
আওব হামে হরি সাধব লাখ।
চন্দ্রশেখরে কহে তবে তুহুঁ জানত
কাহে করত হুতাস ॥ ৪৯১ ॥

ভূপালী।

রাইক বিনয় বচন শুনি সহচরী
চললহি নাগর আগে।

দুরহি তাক বদন হেরি মাধব
মানল আপন সোহাগে ॥
চটপটি ধূলি ঝাড়ি উঠি বৈঠল হরি
দূতী আন পথে গেল।
দূতি দূতি করি বহুত ফুকারল
শুনি দূতী উত্তর না দেল ॥
পুনহি বোলয়ত কান।
দূতী কহত হামে কোন বোলায়ত
নাগর কহতহি নাম ॥ ধ্রু ॥
ইহা কাঁহা বৈঠলি মোহে বোলাওলি
ত্বরিতে কহত তুহুঁ মোয়।
শ্যামা সখি মোহে ত্বরিতে বোলায়ত
পিছু আসি মিলব তোয় ॥
ক্ষণে রহু রহু বলি পন্থ আগরল
কাতরে রহু মুখ চাই।
আজুক বাত তুহুঁ কিয়ে জানসি
মোহে উপেখল রাই ॥
দূতী কহত তুয়া কৈছনে পিরীতি
রীতি বুঝই না পারি।
সো যদি মান ভরমে তোহে রোখল
তুহুঁ কাহে রোখলি ছোড়ি ॥

আপন দোখ জানসি যদি হৃদি মাহা
কাহে বাড়াওলি বাত।
গোবিন্দ দাস তোমার লাগি সাধব
আপ চলহ মঝু সাথ ॥ ৪৯২ ॥

সুহিনী।

দূতিক বচন শুনি রসিক শিরোমণি
আওল তাকর সাথ।
দূতী সঞে হেরি সো বর নাগরী
অবনত করি রহু মাথ ॥
করজোড়ে সাধয়ে কান।
হাম তুয়া কিঙ্কর পড়িয়ে চরণতল
তেজ ধনি দারুণ মান ॥ ধ্রু ॥
এত কহি নাগর অন্তর গর গর
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোর।
হেরি সুধামুখী আকুল ভেল অতি
সো মুখ হেরি বিভোর ॥
ছল ছল নয়ন শ্যাম কর কিশলয়
ধরি কহে গদ গদ ভাষ।
জলদে গোপত বিধু তৈছে উদয় ভেল
কহ যদুনন্দন দাস ॥ ৪৯৩ ॥

গান্ধার।

রাই হেরল যব সো মুখ ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দ-সিন্ধু॥
ভাঙ্গল মান রোদনহি ভোর।
কানু কমল করে মুছই লোর॥
মান-জনিত দুঃখ সব দূরে গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখিগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখ দুইজন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দোঁহে কেলি বিলাস।
দুরহু দূরে রহু নরোত্তম দাস॥ ৪৯৪॥

দুর্জ্জয় মান।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী

বরণ কাঞ্চন দশবান। অরুণ বসন পরিধান॥
অবনত মাথে গোরা রহে। অরুণ নয়ানে ধারা বহে॥
ক্ষণে শির করতলে রাখি। ক্ষণে ক্ষিতিতল নখে লিখি॥
কান্দিয়া আকুল গোরারায় সোনার অঙ্গ ধূলায় লোটায়
বাসুদেব ঘোষ গুণ গায়। নিশি দিশি আন নাহি ভায়॥৪৯৫॥

গান্ধার

মাধব নিপট কঠিন তনু তোর।
হাথ হাথ হাম বাত শিখায়লুঁ
বাত না রাখলি মোর॥ ধ্রু॥
সো বর নাগরী সহজহি সুন্দরী
কোমল অন্তর বামা।
বহুত যতন করি তোহে মিলায়লু
কাহে উপেখলি রামা॥
তুহু অতি লম্পট করলহি বিপরীত
প্রেমক রীত না জানি।
হাতক লছমী চরণ পর ডারসি
কৈছে মিলায়ব আনি॥
বাসর জাগি আঁখি সব উপজল
রজনী গোঙায়ল জাগি।
তোহারি বচনে হাম এক বেরি যাওব
মিলব তুয়া গতি ভাগি॥

মোহন মানস বুঝি দূতি আওল
মিলল রাইক পাশ।
ভূপতি নাথ দেখি অতি কৌতুক
অন্তরে উপজল হাস ॥ ৪৯৬ ॥

ধানশী।

মদন কুঞ্জপর বৈঠল নাগর
বৃন্দা সখী মুখ চাই।
জোড়ি যুগল কর মিনতি করত কত
তুরিতে মিলায়ব রাই ॥
: রাখি বিমুখ ভই সুন্দরী
যবহু চললি নিজ গেহা।
মদন হুতাশন মঝু মন জারল
জীবনে না বান্ধই থেহা ॥
তুহু অতি চতুরী শিরোমণি নাগরী
তোহে কি শিখায়ব বাণী।
তুহু বিনে হামারি মরম নাহি জানত
কৈছে মিলায়ব আনি ॥
চন্দন চাঁদ পবন ভেল
বৃন্দাবন বন ভেল।
ময়ূর কোকিল কত ঝঙ্কার দেওত
মঝু মনে মন্মথ গেল ॥
ছল ছল নয়ান বয়ান ভরি রোয়ত
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
হা হা সো ধনী হামে না হেরব
সিংহ ভূপতি রস গায় ॥ ৪৯৭ ॥

দূতি উক্তি।

দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ।

অখিল লোচনতম তাপ বিমোচন
উদয়তি আনন্দ কন্দে।
এক নলিন মুখ মলিন করয়ে যদি
থি লাগি নিন্দহ চান্দে॥
সুন্দরি বুঝল তুয়া প্রতি ভাঁতি।
গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি
অন্তর আহিরিণী জাতি॥ ধ্রু॥
সকল জীবগণ জীব সমীরণ
মন্দ সুগন্ধ সুশীতে।
দীপক জ্যোতি পরশে যদি নাশই
ইথে লাগি নিন্দ মারুতে॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
সুখ দেই সকল শরীরে।
কাগজ পত্র পরশে যদি নাশই
ইথি লাগি নিন্দহ নীরে॥
খেনে খেনে সকল কুসুম মন তোষই
নিশি রহু কুমুদিনী সঙ্গে।
চম্পক এক যদ্যপি নাহি চুম্বই
ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে॥

পাঁচ পঞ্চগুণ (১) দশগুণ (২) চৌগুণ (৩)
আট দ্বিগুণ (৪) সখী মাঝে।
চম্পতি পতি অতি আকুল তো বিনু
আসিতে না পারই লাজে ॥৪৯৮ ॥

কর্ণাট।

সখি হে কাহে কহসি কটুভাষা।
ঐছন বহুগুণ একদোষে নাশই
একগুণ বহু দোষ নাশা ॥
কি করব জপ তপ দান ব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নাহি দীনে।
সুন্দর কুল শীল ধন জন যৌবন
কি করব লোচন হীনে ॥
গরল সহোদর (৫) গুরুপত্নী হর (৬)
রাহু বমন তনু কারা। (৭)
বিরহ হুতাশন বারিজ নাশন
শীলগুণে শশী উজিয়ারা ॥
পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজ সুতে
কাক উচ্ছিষ্ট রসপানি।

(১) পাঁচ পঞ্চগুণ—২৫। (২) দশগুণ—২৫ × ১০ = ২৫০। (৩) চৌগুণ—২৫০ × ৪ = ১০০০। (৪) আট দ্বিগুণ—১৬ শত (১৬০০)।
(৫) গরল সহোদর—চন্দ্র। (৬) গুরুপত্নীহর—চন্দ্র। (৭) রাহু বমন তনু কারা—গ্রহণমুক্ত চন্দ্রদেহ।

সো সব অব গুণ ঢাকত এক পিকু
বোলত মধুরিম বাণী ॥
কানুক পীরিতি কি কহব রে সখি
সব গুণ মূল অমূলে ।
বংশী পরশি শপতি করে শত শত
তবহু প্রতীত নাহি বোলে ॥
বর পরিরম্ভণ চুম্বনালিঙ্গন
সঙ্কেতে করি বিশোয়াসে ।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নৈরাশে ॥
সুন্দর সিন্দূর নয়নক অঞ্জন
সঞ্চরু দশনক রেখা ।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন
প্রাত সময়ে দিল দেখা ॥
দশগুণ অধিক অনলে তনু দহল
রতি চিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে ।
চম্পতি পৈড় কর্পূর যব না মিলব
তবহু মিলব হরি সঙ্গে ॥ ৪৯৯ ॥

কামোদ।

রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরী
মিলল কানুক পাশে।
পন্থক শ্রমভরে বচন কহে গদগদ
খরতর বহই নিশ্বাসে॥
মাধব দুর্জ্জয় মানিনী মানি।
বিপরীত চরিত হেরি ভেল চমকিত
না ফুরে এহ আধবাণী॥ ধ্রু॥
কা বোল বোলইতে শুনই না পারই
শ্রবণ মুদয়ে দুই পাণি।
জৈমিনি জৈমিনি পুনঃ পুনঃ ফুকারই
বজর শবদ সম মানি॥
তুয়া গুণ নাম শ্রবণে নাহি শুনই
তুয়া রূপ রিপু সম জানি।
তুয়া নিজ জন সঞে সম্ভাষ করই নাহি
কৈছে মিলায়ব আমি॥
নীল বসন বর নীল চুড়ি কর
পুতিক মাল উতারি।
করিরদ চুড়ি (১) কর মোতি মাল বর
পহিরণ অরুণিম শাড়ী॥
অসিত (২) চিত্রকর উরপর আছিল
মিটায়ল চন্দন লাগাই।

(১) করিরদ চুড়ি—হস্তি দন্তের চুড়ি। (২) অসিত—কৃষ্ণ।

মৃগমদ তিলক ধোই দৃগঞ্চল (১)
কুচমুখ চন্দনে ছাপাই ॥
এক তিল আছিল চারু চিবুক পর
নিন্দ মধুপ সুত শ্যামা।
তৃণ অগ্রে করি মলয়জে রঞ্জল
সবহু ছাপায়ল রামা ॥
জলধর হেরি চন্দ্রাতপে ঝাপল
শ্যামরী সখী নাহি পাশ।
তমাল তরুগণে চুনে লেপয়ল
শিখি পিকু দূরে নিবাস ॥
তুয়া গুণ বোলত এক শুক পণ্ডিত
শুনি তঁহি উঠে রোষই।
পঞ্জর(২) ঝটকি (৩) ফটকি (৪) কর পটকিতে(৫)
ধাই ধরল হাম যাই ॥
মধুকর ডরে ধনী চম্পক তরুতলে
লোচন জলে ভরিপূর।
শ্যাম চিকুর হেরি মুকুর করে ফটকল
টুটল ভেল শত চূর ॥
মেরু সম মান কোপ সুমেরু সম
দেখি ভেল রেণু সমান।
চম্পতি পতি অব রাই মানায়ব
আপে সিধা রহ কান ॥ ৫০০ ॥

(১) দৃগঞ্চল—চক্ষুর পাতা। (২) পঞ্জর—খাঁচা। (৩) ঝটকি—ঝাঁকি দিয়া। (৪) ফটকি—(ফটক) দরজা। (৫) কর পটকিতে—হস্ত দ্বারা টিপিয়া ধরিতে।

বিদেশিনী মিলন।

কামোদ।

বর নাগর সাজই নাগরী বেশ।
মুকুট উতারি সিথি সোঙরল
বেণী বিরচিত কেশ॥
চন্দন ধোই সিন্দুর ভালে রঞ্জল
লোচনে অঞ্জন রাঙ্কা।
কুন্তল খোলি কর্ণফুল পহিরল
ভরি তনু কেশব পঙ্কা॥
বেশর খচিত শতেশ্বরী পহিরল
চুড়ি কনক-কর কঞ্জে।
চরণ কমল পাশে যাবক রঞ্জল
তা পর মঞ্জীর গঞ্জে॥
কাঁচলি মাঝে কদম্ব কুসুম ভরি
আরম্ভল কুচ আভা।
অরুণাম্বর বর শাটি পহিরল
বক্র বিলোকন শোভা॥
ধরি পরিবাদিনী শ্যাম সুমিলনে
শুভ অনুকূল পয়াণে।

পহিলহি বাম চরণ তুলি মোহন
স্ত্রিয়া গতি লচ্ছনে ভানে ॥
ঐছন চলিতে মিলল যাহা সুন্দরী
দূরহি একলি ঠাড়ি।
করে ধরি যন্ত্র তন্ত্র সোঙারত
কোই লখই নাহি পারি ॥
রাইক নিকটে বাজায়ত সুন্দরী
শুনইতে ভৈগেল সাধা।
এ নব যৌবনী নবীন বিদেশিন
আও ফুকরই রাধা ॥
শুনইতে শ্যাম হরখি চিতে আওলি
উঠি ধনী আদর কেল।
বাহু পাকড়ি নিজ আসনে বৈসায়ল
কহ কহ হরষিত ভেল ॥
তঁহি বাজায়ত বীণা সুমাধুরী
রীঝি দেয়ল মণি মাল।
ঐছে বাজায়ত হামারি যন্ত্রিয়া
মোহন যন্ত্র রসাল ॥
সুর অপ্সরী কি এ নাগকুমারী তুহুঁ
স্বরূপে কহবি সখি মোহে।
আজুক দিবস সফল করি মানিএ
দুর্ল্লভ দরশন তোহে ॥

নাম গাম কহ কুল অবলম্বন
ব্রজে আগমন কি এ কাজা।
সুখময়ী নাম মথুরাপুরে যদুকুলে
গুণীজনে পীড়ই রাজা॥
ধনী কহে তুয়া গুণে রিঝি পরসন্ন ভেল
মাগহ মানস যোই।
মনোরথ কর্ম্ম যাচলি যদি সুন্দরি
মান রতন দেহ মোই॥
হাসি মুখ মোড়ি পীঠ দেই বৈঠলি
কানু কয়ল ধনী কোর।
টুটল মান বাঢ়ল রস কৌতুক
ভূপতি কো করু ওর॥ ৫০১॥

ভূপালী।

অপরূপ রাধা-মাধব রঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনী মান ভেল ভঙ্গ।
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল॥
দুহুঁ জন মন মাহা মনসিজ গেল॥
দুহুঁ জন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥ ৫০২॥

নাপিতানী বেশে স্বয়ং দৌত্য।

ধানশী।

ধরি নাপিতানী বেশ মহলেতে পরবেশ
যেখানে বসিয়াছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণী (১) খোলে নখর রঞ্জনী (২)
বলে বৈস দেই কামাই॥
বসিলা যে রসবতী নারী।
খুলিল কনক-বাটী আনিয়া বিমল ঘটী
ঢালিল সুবাসিত বারি॥
করে নখ রঞ্জনী চাঁছয়ে নখের কুনী
শোভিত করল যেন চাঁদে।
নাপিতানী একে শ্যামা ননীর পুতলী বামা
বুলাইছে মনের আনন্দে॥
ঘসি ঘসি রাঙ্গা পায় আলতা লাগায় পায়
নিরখি নিরখি অবিরাম।
রচয়ে বিচিত্র করি চরণ হৃদয়ে ধরি
তলে লেখে আপনার নাম॥
ভাল মন্দ করহ বিচার।
দেখি সুবদনী কহে কি নাম লিখিলা ওহে
পরিচয় দেও আপনার॥

---

(১) দরপণী—দর্পণ, আয়না। (২) নখররঞ্জনী—নরুণ।

নাপিতানী কহে ধনি শ্যাম নাম ধরি আমি
বসতি যে তোমার নগরে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় এই নাপিতানী নয়
কামইলা যাই নিজ ঘরে ॥ ৫০৩ ॥

সুহই।

নাপিতানী কহে শুনলো সই। অনাথী জনের বেতন কই ॥
কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে। বেতন লাগিয়া বসিয়া আছে ॥
যদি কহে তব নিকটে যাই। যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই ॥
শুনি সখী কহে রাইক কাছে। নাপিতানী বসি আছয়ে নাছে ॥
রাই কহে তবে আনহ তায়। কতেক বেতন আমারে চায় ॥
সখী যাই তবে ডাকয়ে আইস। আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস ॥
আসি নাপিতানী কহয়ে তায়। বেতন কেন না দেও আমায় ॥
রাই কহে কিবা হইবে তোর। সে কহে বেতন নাহিক ওর ॥
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই। হেন নাপিতানী দেখি যে নাই ॥
এ মতে ধন যে করেছ কত। কে কহে ভুবনে আছয়ে যত ॥
এক ধন আছয়ে তোমার ঠাঁই। সে ধন পাইলে ঘরকে যাই ॥
হৃদয়ে কনক কলস আছে। মণিময় হার তাহার কাছে ॥
তাহার পরশ রতন দেহ। দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ ॥
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গৌরী। ভাল নাপিতানী পরাণ চোরী ॥
পরশ রতন পাইবে বনে। এখন চলহ নিজ ভবনে ॥
চণ্ডীদাস কহে না কর লাজ। নাপিতানী নহে রসিক রাজ ॥৫০৪॥

মালিনীবেশে স্বয়ং দৌত্য।

সুহিনী।

একদিন মনে রভস কাজ। মালিনী হইলা রসিক রাজ॥
ফুলমালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে। কে নিবে কে নিবে ফুকারে পথে।
তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী। রাই কহে কত লইবে কড়ি॥
মালিনী লইয়া নিভৃত বসি। মালা মূল্য করে ঈষত হাসি॥
মালিনী কহয়ে সাজাই আগে। পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে॥
এত কহি মালা পরায়ে গলে। বদন চুম্বন করিল ছলে॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে। এত টীটপানা আসিয়া ঘরে॥
নাগর কহয়ে নহি যে পর। চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর॥৫০৫॥

মিলন প্রকারান্তর।

যথারাগ।

রাই করল যব গাঢ়হি মান।
অব দূরে বৈঠল নাগর কান॥
নিজ করতল দেখে অবনত মাথ।
ললিতা সম্বোধি কিছু কহত বাত॥
হাতিক রেখ তুহু দেখত বিচারি।
মঝু পরমায়ু দিবস দুই চারি॥
এতহু কহল যব নাগর কান।
শুনি ধনী চমকিত কি করব মান॥
হাতক রেখ হাম ভাল জান।
মঝু পরমায়ু তোমায় দিনু দান॥
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ জন ভেল ভোর।
ভাঙ্গল মান ভূপতি মন ভোর॥ ৫০৬॥

MAJU
Estd 1902
MAJU. HOWRAH.

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হিন্দোল ও ঝুলন যাত্রা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ।

দেখ সখি গৌরচন্দ্র বড় রঙ্গী।
ঝুলত যুগল কিশোরক যৈছন
চলত সোই করি ভঙ্গি ॥ ধ্রু ॥
রচহ শিঙ্গার ঝুলন সুখ হোয়ব
মনহি ভেল উপনীত।
ঐছন সহচর গাওত আনন্দে
গৌর পহুঁক মনোনীত ॥
হেরি গদাধর লহুঁ লহুঁ বোলত
মনমাহ কি এ ভেল রঙ্গ।
আজু হাম তুয়া সনে ঝুলন বিলসব
সহচরগণ করি সঙ্গ ॥
ঐছে বিলাস গৌর পহুঁ বিলসয়ে
পূরব প্রেম রসে ভোর।
কহে শিবরাম মনহি সুখ ঐছন
কোই করব অব ওর ॥ ৫০৭ ॥

মায়ূর।

বিপিন বিহার করত নন্দ-নন্দন
সুবদনী ধনী করি সঙ্গ।
সকল কলাবতী দুহুঁ প্রেম আরতি
মনমাহা উথলল রঙ্গ॥
রতন হিন্দোল পর বৈঠল দুহুঁ জন
সখীগণ দেওত আকোরি।
গগনহি মগন সঘন রজনী কর
আনন্দে করত নেহারি॥
দেখ দেখ অপরূপ ছান্দে।
মদন মোহন হেরি মাতল মনসিজ
কাননে হেরি চাঁন্দে॥ ধ্রু॥
বারিদ গরজি গরজি সব ঘেরল
বিন্দু বিন্দু করু পাত।
কহ শিবরাম মলয়াচল দুহুঁ
মৃদু মৃদু করতহি বাত॥ ৫০৮॥

মল্লার।

দেখ সখি ঝুলত রাধা শ্যাম।
বিবিধ যন্ত্র সুমেলি সুস্বর
তাল মান সুঠাম॥ ধ্রু॥
আষাঢ় গত পুনঃ মাহ শাওন
সুখদ যমুনা তীর।

চান্দ রজনী সুখময় সুখদ
মন্দ মলয় সমীর ॥
পরিপূর্ণ সরোবর প্রফুল্লিত তরুবর
গগনে গরজে গভীর।
ঘোর ঘটা ঘন দামিনী চমকত
বিন্দু বরিখত নীর ॥
তঁহি কল্পদ্রুম- তল ছায় সুশীতল
রচিত রতন হিণ্ডোর।
ঝলছে তছু পর গোরী শ্যামর
ঝুলয়ে সখী দুই ওর॥
তড়িত ঘন জনু দোলয়ে দুহুঁ তনু
অধরে মৃদু মৃদু হাস।
বদন হেম নীল কমল বিকশিত
স্বেদবিন্দু পরকাশ ॥
ছরম হেরি কোই বিজন বিজই
কর্পূর তাম্বুল যোগায়।
সুরট মেঘ মল্লার গাওত
মোহন মৃদঙ্গ বাজায় ॥
কুসুম চয় বর হার লটকত
ভ্রমর গুণ গুণ রোল।
হংস শিখি সারস সুস্বর শরদিত
দাদুরী ঘন ঘন বোল ॥

দুহুঁ ভালে চন্দন চান্দ চমকিত
তিলক রচিত কপোল।
চঞ্চল মুকুট সুচারু চন্দ্রক
পিঠ-পর বেণী দোল॥
দুহুঁ শ্রবণে কুণ্ডল চপল ঝলমল
হৃদয়ে শশী মণিহার।
ঝলকে আভরণ ঝঙ্কৃত ঝন ঝন
ঝুলতি ঝুলন বিহার॥
কোই চন্দন ঘর্ষণ সুগন্ধি ছিরকত
শ্যাম গোরী অঙ্গ হেরি।
সখি-ভাব ইঙ্গিতহি দাস উদ্ধব
করত কুসুম ঢেরি॥ ৫০৯॥

মল্লার।

দেখ সখি ঝুলত যুগল কিশোর।
নীলমণি জড়ায়ত কাঞ্চন জোর॥ ধ্রু॥
ললিতা বিশখা সখী ঝুলায়ত সুখে।
আনন্দে মগন হেরি দোঁহে দোঁহা মুখে॥
গরজত গগনে সঘন ঘন ঘোর।
রঙ্গিণী সঙ্গিনী ঘেরল চৌওর॥
বিবিধ কুসুমে সবে রচিয়া হিন্দোলা।
দোলায় যুগল সখী আনন্দে বিভোলা॥
ঝুলায়ত সখীগণ করতালি দিয়া।
সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বঁধুয়া॥

বিগলিত দুকুল উদিত স্বেদ-বিন্দু।
অমিয়া ঝরয়ে যেন দুহুঁ মুখ-ইন্দু॥
হেরি সব সখীগণ দোঁহাকার শ্রম।
চামর বিজন লেই করয়ে সেবন॥
ভ্রমর কোকিল সব বসি তরু ডালে।
রতিজয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বলে॥
কহে জগন্নাথ কবে হবে শুভদিনে।
সখীসনে দোঁহাকারে হেরিব নয়নে॥ ৫১০॥

কৌরাগিণী।

মনের আনন্দে সখী মন্দে মন্দে
ঝুলায়ত দুহুঁ সুখে।
বেগ অবশেষ পাই অবকাশে
তাম্বুল দেয়ই মুখে॥
আর সখীগণ সুগন্ধি চন্দন
পরাগাদি লৈয়া করে।
নাগর নাগরি অঙ্গের উপরি
বরিখে আনন্দ ভরে॥
কোন সখীগণ করয়ে নর্ত্তন
মোহন মৃদঙ্গ বায়।
বিবিধ যন্ত্রেতে রাগ তান তাথে
আলাপি সুস্বরে গায়॥
হেরিয়া বিহ্বল দেব-নারী কুল
ঊর্দ্ধপথে সবে রহে।
পুষ্প বরিষণ করে অনুক্ষণ
এ দাস উদ্ধব কহে॥ ৫১১॥

রাস লীলা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ী।

বৃন্দাবন-লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনিরে করিল॥
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সহচরগণ গোপীগণ অনুমান॥
খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাস রস গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশ॥ ৫১২॥

বেহাগ।

শরদ চন্দ পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ,
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী, মত্তমধুকর ভোরনী।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি, শ্যাম মোহন মদনে মাতি,
মুরলীগান পঞ্চম তান, কুলবতী চিত চোরণী॥
শুতল গোপী প্রেম রোপি, মনহি মনহি আপনা সোঁপি,
যাহি বোলত তাঁহি চলত মুরলীক কল লোলিনী।
বিছুরি(১)গেহ(২)নিজহি দেহ, এক নয়নে কাজর রেহ,
বাহে (৩) রঞ্জিত মঞ্জীর(৪) এক, এক কুণ্ডল দোলনী॥

---

(১) বিছুরি—ভুলিয়া, বিস্মরণ হইয়া। (২) গেহ—গৃহ। (৩) বাহে বাহুতে। (৪) মঞ্জীর—কঙ্কন।

শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ, বেগে ধাওত যুবতী বৃন্দ,
খসত বসনরসন(১)চোলি,(২) গলিত বেণী দোলনী।
ততহি বেলি সখিনী মেলি, কেহ কাহুক পথ না হেরি
ঐছন মিলল গোকুল চন্দ, গোবিন্দ দাস বোলনী ॥ ৫১৩ ॥

কামোদ।

রমণী মোহন বিলসিতে মন
হইল মরমে পুণি।
গিয়া বৃন্দাবনে বসিয়া যতনে
রসিতে বরজ ধনী ॥
মধুর মুরলী পূরে বনমালী
রাধা রাধা করি গান।
একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান ॥
অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত ॥
শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
সঘনে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি ডাকয়ে মুরলি
যেন ভেল সুখরাশি ॥

(১) রসন—কিঙ্কিনী। (২) চোলী—কাঁচুলি।

আনন্দে অবশ পুলক মানস
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহকর্ম্ম যত হৈল বিসরিত
সকল করি বাধে॥
রাইয়ের অগ্রেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন কিবা বাজে তান
কেমন করয়ে প্রাণী॥
শুনিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ তরুণী হইল বাউরি
হরিল কুলের লাজে॥
কেহ পতি সনে আছিল শয়নে
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল সখীর সহিত
কহিতে রভস রঙ্গ॥
কেহবা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
চুলাতে রাখি বেসালি।
তেজি আবর্ত্তন হই আগুয়ান
ঐছন সে গেল চলি॥
কেহ শিশু লৈয়া কোলেতে করিয়া
দুগ্ধ করায়েন পান।

শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে
শুনি মুরলীর গান ॥
কেহ বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়ানে আছিল নিদ।
যেন চোরাইল হরিয়া লইল
মানসে কাটিয়া সিঁদ ॥
কেহবা আছিল রন্ধন করিতে
তেমনি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া মুরলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল ॥
সকল রমণী ধাইল অমনি
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
মিলিল শ্যামের সনে ॥
ব্রজ-নারীগণ দেখিয়া তখনি
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস বিলসন করলি রচন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায় ॥ ৫১৪ ॥

কল্যাণী।

বিপিনে মিলল গোপনারী, হেরি হাসত মুরলীধারী,
নিরখি বয়ান পুছত বাত, প্রেমসিন্ধু গাহনী।
পুছত সবক গমন ক্ষেম(১), কহত কিয়ে করব প্রেম,
ব্রজক সবহু কুশল বাত, কাহে কুটীল চাহনি ॥

(১) ক্ষেম—মঙ্গল।

হেরি ঐছন রজনী ঘোর, তেজি তরুণী পতিক কোর,
কৈছে আওলি কানন ওর, থোর নহত কাহিনী।
গলিত ললিত কবরিবৃন্দ, কাহে ধাওত যুবতীবৃন্দ,
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ্ব, বেঢ়ল বিপথ বাহিনী॥
কিয়ে শারদ চাঁদনি রাতি, নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি,
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি, বুঝি আওলি সাহিনী (১)।
এতহু কহত না কহু কোই, রাখত কাহে মানস গোই(২)
ইহই আন নাহই কোই গোবিন্দদাস গায়নী॥৫১৫॥ *

ধানশী।

ঐছন বচন যব কহল কান।
ব্রজ রমণীগণ সজল নয়ান॥
টুটল সবহু মনোরথ করণী।
অবনত আননে নখে লিখু ধরণী॥
আকুল অন্তর গদগদ কহই।
অকরুণ বচন বিবিধ নাহি সহই॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ॥
ভাঙ্গই কুলশীল মুরলীক শানে।
কিঙ্করীগণ জনু কেশে ধরি আনে॥
অব কহ কপটে ধরমযুত বোল।
ধার্ম্মিক হরয়ে কুমারী নিচোল (৩)॥

(১) সাহিনী—সাহসিনী। (২) গোই—গোপন।
(৩) নিচোল—বস্ত্র।

তোহে সোপিত জীব তুয়ারস পাব।
তুয়াপদ ছাড়ি অব কো কাহা যাব॥
এতহু কহল ব্রজ যৌবত মেল।
শুনি নন্দ নন্দন হরষিত ভেল॥
কবি পরসাদ তহি করত বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দ দাস॥৫১৬॥ *

কামোদ।

কাঞ্চন মণিগণ জনু নিরমায়ল
রমণী মণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝে মহা মরকত সম
শ্যামর নটবর সাজ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাস বিহার।
থির বিজরী সঞে চঞ্চল জলধর
বরিখয়ে রস অনিবার॥ ধ্রু॥
কত কত চাঁদ তিমির পর বিলসই
তিমিরহি কত কত চান্দে।
কনক লতা সঙ্গে তমালহুঁ কত কত
দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে॥
কত কত পদুমিনী পঞ্চম গাওত
মধুকর ধরু শ্রুতিভাষ।
মধুকর মেলি কত পুদুমিনী গাওত
মুগধল গোবিন্দ দাস॥ ৫১৭॥ *

বেহাগ।

চাঁদ বদনি নাচত দেখি।
তা তা থৈয়া থৈয়া তিনি খিটি তিনি খিটি ঝাঁ॥
না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর।
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জির॥
বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী।
ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী॥
হারিলে তোমার নিব বেসর কাঁচলী।
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী॥
যেমন বলেন শ্যাম নাগর তেমন নাচে রাই।
মুরলী লুকান শ্যাম চারিদিকে চাই॥
সবাই বলে রাইয়ের জয় শ্যাম তুমি ত হারিলে।
দুঃখিনী কহয়ে গোপী মণ্ডলী হাসালে॥ ৫১৮॥

তিরোতা।

শ্যাম তোমাকে নাচতে হবে।
ঝেন্না ঝেন্না খেটা থোর লাগে ঝিনি ঝাঁ॥
না নড়িবে গণ্ড মণ্ড নূপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই॥
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টা শ্রবণের কুণ্ডল।
না নড়িবে নাসার মতি নয়নের পল॥
ললিতা বাজায়ে বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ।
চিত্রলেখা সপ্তস্বরা রাই দেখে রঙ্গ॥

তুঙ্গবিদ্যা কপিলাস তম্বুরা রঙ্গদেবী।
ইন্দুরেখা পিণাক বায় মন্দিরা সুদেবী॥
উদ্ভট্ট তালেতে যদি হার বনমালী।
চূড়া বাঁশী কেড়ে নিব দিব করতালী॥
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী।
নৈলে কারাগারে থোব দুঃখিনী শুনে হাসি॥ ৫১৯॥

বিহাগড়া।

নাচত ঘন, নন্দলাল, রসবতী করি সঙ্গে।
রবাব থমক পীনাক বীণা, বাজত কত রঙ্গে॥
কোই গায়ত, কোই বায়ত, কোই ধরত তান।
সখীগণ মেলি নাচিছে গাইছে মোহিত নন্দলাল॥
শুক নাচিছে শারী নাচিছে বসিয়া তরুর ডালে।
কপোত কপোতী দুহুঁ জন মেলি ধরিছে কতেক তানে॥
কুরঙ্গ নাচিছে কুরঙ্গী নাচিছে রাই কানু মুখ হেরি।
বিহঙ্গ নাচিছে ময়ূর নাচিছে নাচিছে কোকিল পাখী॥
বায়স নাচিছে ক্রোঞ্চ নাচিছে নাচিছে কপোত হেরি।
তরুলতা যত আনন্দে নাচিছে ফল ফুল সারি সারি॥
ফুলের উপর ভ্রমরা নাচিছে ভ্রমরী নাচিছে রঙ্গে।
মধুকর যত নাচে শত শত, মধু পিয়ে তার সঙ্গে॥
ব্রহ্মা নাচিছে সাবিত্রী সহিতে পুলকে পূরিত অঙ্গে।
বৃষের উপর মহেশ নাচিছে পার্ব্বতী করি সঙ্গে॥

মিহির নাচিছে স্বপত্নী সহিতে রোহিনী সহিত চাঁদে।
যত দেবগণ আনন্দে নাচিছে হিয়া থির নাহি বাঁধে॥
সুরাসুরগণ আনন্দে নাচিছে পাতালে নাগের সনে।
কূর্ম্ম সহিতে অনন্ত নাচিছে অতি আনন্দিত মনে॥
সুমেরু সহিতে পৃথিবী নাচিছে বলিয়ে ভালিরে ভালি।
গোবর্দ্ধন গিরি আনন্দে নাচিছে যার তটে রাস কেলি॥
যমুনা নাচিছে তরঙ্গের ছলে নাচিছে মকর মীনে।
এ যদুনন্দন হেরিয়া বিভোর যুগল উজ্জ্বল গানে॥ ৫২০॥

ধানশী।

অতিশয় নটনে পরিশ্রম ভৈগেল
ঘামে তিতিল তনু বাস।
নৃত্য সমাধি রাই শ্যাম বৈঠল
বরজ রমণী চারি পাশ॥
আনন্দ কহনে না যায়।
চামর করে কোই বীজন বীজই
কোই ঝারি লয়ে ধায়॥
চরণ পাখালই তাম্বুল যোগায়ই
কোই মুছায়ই ঘাম।
ঐছন দুহুঁ তনু শীতল করল জনু
কুবলয় চম্পক দাম॥
আর সহচরী গণে বহুবিধ সেবনে
শ্রম জল করলহি দূর।
আনন্দ সাগরে দুহুঁ মুখ হেরইতে
উদ্ধব দাস হিয়া পুর॥ ৫২১॥

যথারাগ।

রাস জাগরণে নিকুঞ্জ ভবনে
এলায়ে অলস ভরে।
শুতল কিশোরী আপনা পাসরি
পরাণ নাথের কোরে॥
সখি হের দেখসিয়া যা।
নিঁদ যায় ধনী চান্দ বদনী
শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥ ধ্রু॥
নাগরের বাহু করিয়া সিথান
বিথার বসন ভূষা।
নিশাসে দুলিছে নাকের বেশর
হাসিখানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি
সাহস না হয় মনে।
ধীরি কর বোল না করিহ রোল
দাস জগন্নাথ ভনে॥ ৫২২॥

কেদার।

অলসে শুতল দোঁহে মদন শয়ানে।
উরে উর দুহুঁ দোঁহার বয়ানে বয়ানে॥
দুহুঁক উপরে দোঁহে দুহুঁ শির রাখি।
কনয়া জড়িত যেন মরকত কাঁতি॥
রতি-রসে পণ্ডিত নাগর কান।
রতি-রসে পরাভব ভেল পাঁচবাণ॥
স্বেদ মকরন্দ তাহে বিন্দু বিন্দু গায়।
নরোত্তম দাস করু চামরের বায়॥ ৫২৩॥

হোরি বা দোললীলা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

বসন্ত।

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা।

ঋতু বসন্তে সকল প্রিয়গণ মেলি

জলনিধি তীরে চলিলা॥ ধ্রু॥

একদিকে গদাধর সঙ্গে স্বরূপ দামোদর

বাসুঘোষ গোবিন্দাদি মিলি।

গৌরিদাস আদি করি চন্দন পিচুকা ভরি

গদাধর অঙ্গে দেয় ফেলি॥

স্বরূপ নিজগণ সাথে আবির লইয়া হাতে

সঘনে ফেলায় গোরা গায়।

গৌরীদাস খেলি খেলি গৌরাঙ্গ জিতিল বলি

করতালি দিয়া আগে ধায়॥

রুষিয়া স্বরূপ কয় হারিল গৌরাঙ্গ রায়

জিতিল আমার গদাধর।

কক্ষতালি দেয় কেহু নাচে গায় ঊর্দ্ধবাহু

এ রাধা মোহন মনোহর॥ ৫২৪॥

বসন্ত।

নিধুবনে মাধব খেলত রঙ্গে।
ব্রজ-বনিতা ফাগু দেই শ্যাম অঙ্গে॥
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরী অঙ্গে।
মুখ মোড়ই ধনী করি কত ভঙ্গে॥
ফাগু রঙ্গে গোপী চৌদিকে বেঢ়িয়া।
শ্যাম অঙ্গে দেয় ফাগু অঞ্জলী পূরিয়া॥
ফাগুয়া খেলিতে ফাগু উঠল গগনে।
বৃন্দাবনে তরুলতা রাতুল বরণে॥
রাঙ্গা ময়ূর নাচে গাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥
রাঙ্গা বায়ে রাঙ্গা হৈল যমুনার পানী।
গগনে উঠিল দিগ বিদিগ না জানি॥
রাধে জয় রাধে জয় দ্বিজকুল গায়।
হেরিয়া মাধব ঘোষের নয়ন জুড়ায়॥ ৫২৫॥

গুর্জ্জরী।

রাধা প্যারী সহ খেলত নন্দ-দুলাল।
অরুণিত মরকত অরুণিত হেমফুত
ঐছন মুরতি রসাল॥
অরুণাম্বর বর সোহে কলেবর
অরুণ মোতি মণিলাল।

লটপটি পাগ উপরে শিখি চন্দ্রক
উড়নী রঙ্গ গুলাল ॥
দুহুঁ করে আবির দুহুঁ অঙ্গে ডারত
পিচকা রঙ্গে পাখাল।
অরুণিত যমুনা পুলিন কুঞ্জবন
অরুণিত যুবতি জাল ॥
অরুণিত তরুকুল অরুণ লতাফুল
অরুণ ভ্রমরগণ ভাল।
অরুণিত শারী শুক শিখি কোকিল
উদ্ধব ভনিত রসাল ॥ ৫২৬ ॥

বসন্ত।

খেলাতে হারিয়া শ্যাম পলাইতে চায়।
চৌদিকে ব্রজবধূ পথ নাহি পায় ॥
আবিরে অরুণ আঁখি দেখিতে না পায়।
হারিনু হারিনু শ্যাম বোলে বারে বার ॥
কর হৈতে মুরলি ভূমেতে পড়ে খসি।
করতালি দেই সব সখীগণ হাসি ॥
শিখি পুচ্ছ এলাইয়া পড়ে মহীতলে।
অরুণিত বসন ভিজিল শ্রমজলে ॥
শ্যামেরে কাতর দেখি রসবতী রাই।
আপন অঞ্চল দিয়া ও মুখ মুছাই ॥
সিংহাসনে বৈসে রাই কোলে করি শ্যাম।
শ্রমভরে দুহুঁ অঙ্গে পরিপূর্ণ ঘাম ॥

শ্রীরতি-মঞ্জরী দোঁহে চামর ঢুলায়।
শ্রীরূপ-মঞ্জরী দোঁহে তাম্বুল যোগায়॥
শ্রীগুণ-মঞ্জরী দেই সুবাসিত জল।
এ রাধামোহন হেরি নয়ান সফল॥ ৫২৭॥

শ্রীরাগ।

বৃন্দার রচিত কত পরকার।
সখীগণ আনল বহু উপহার॥
রতন থারি ভরি রাখল তাই।
বারি ঝারি ভরল দেয়ল যাই॥
রতন আসন পর বৈঠল কান।
ভোজন কয়ল আপন মন মান॥
আচমন সারি তলপে (১) মুখবাস (২)।
ভোজন কনু ধনী সখীগণ পাশ॥
যো কিছু শেষ ভুঞ্জল সখী সাথ।
আচমন করল মুছল পদ হাত॥
শ্যাম বামে ধনী বৈঠল যাই।
প্রিয় সহচরী কোই তাম্বুল যোগাই॥
শুতল শেজে রাই নবঘন-শ্যাম।
চামর বীজন করু দাস বলরাম॥ ৫২৮॥

---

(১) তলপ - শয্যা। (২) মুখবাস—তাম্বুল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মাথুর।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই।

নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
ডুবল ভকত গণ শোকের সায়রে॥
কান্দিছেন অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবাস গদাধর।
বাসুদেব দত্ত কান্দে মুরারি বক্রেশ্বর॥
বাসুদেব নরহরি কান্দে উচ্চরায়।
শ্রীরঘুনন্দন কান্দে ধূলায় লোটায়॥
কান্দিছেন হরিদাস দুই আঁখি মুদিয়া।
কান্দে নিত্যানন্দ শচীর মুখ নিরখিয়া॥
সুখময় কীর্ত্তন করিত নদীয়ায়।
সোঙরি সে সব বাসুর হিয়া ফাটি যায়॥ ৫২৯॥

চিন্তা-দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

পাহিড়া।

কাহে পুনঃ গৌর কিশোর।
বনত মাঝে লিখত মহী মণ্ডল
নয়নে গলয়ে ঘন লোর॥
কনক বরণ তনু ঝামর ভেল জনু
জাগরে নিদ নাহি ভায়।
যোই পরশে পুনঃ তাক বদন ঘন
ছল ছল লোচনে চায়॥
খেনে খেনে বদন পাণি তলে ধরই
ছোড়ই দীর্ঘ নিশ্বাস।
ঐছন চরিতে তারল সব নর নারী
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥ ৫৩০॥

জাগরণ দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

যামিনী জাগি জাগি জগ-জীবন
জপতহি যদুপতি নাম।

বাম বাম যুগ তৈছন জানত
জয় জয় জীবন জান ॥
ঝুরত গৌর কিশোর।
ঝাকত ঝিকয়ে ঝর ঝর লোচনে
ঝুরি পূরব রসে ভোর ॥ ধ্রু ॥
চম্পক গৌর চাঁদ হেরি চমকই
চতুর ভকতগণ চাহ।
চলইতে চরণে চলই নাহি পারই
চকিতহি চেতন চরাহ ॥
ছল ছল নয়ন ছানি কর যুগল
ছোড়ল রজনীক নিন্দ।
ছোড়ব নাহি করহে ছন্দ ঐছন
কহতহি দাস গোবিন্দ ॥ ৫৩১ ॥

উদ্বেগ-দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

যথারাগ।

সোণার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
উরে করে ধরি ফুকরি ফুকরি
হা নাথ বলিয়া কান্দে ॥
গদাধর মুখে ছল ছল আঁখে
চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি।

ঘামে তিতি গেল সব কলেবর
থির নয়নে নেহারি॥
বিরহ অনলে দহয়ে অন্তর
ভসম না হয় দেহ।
কি বুদ্ধি করিব কোথা বা যাইব
কিছু না বোলয়ে কেহ॥
কহে হরিদাস কি বলিব ভাষ
কিসে হেন হৈল গোরা।
জ্ঞানদাস কহে রাধার পিরীতি
সতত সে রসে ভোরা॥ ৫৩২॥

তানব দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই।

সহচর সঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া॥
অতি দুরবল দেহ ধরনে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখে চায়॥
কোথায় পরাণ নাথ বলি খেনে কান্দে।
পূরব বিরহ জ্বরে থির নাহি বান্ধে॥
কেনে হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি॥ ৫৩৩

MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd 1902
MAJU. HOWRAH.

মলিনাঙ্গতা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

বালা ধানশী।

কি লাগি ধূলায় ধূসর সোণার
বরণ গৌরাঙ্গ দেহ।
আসন ভূষণ সকল তেজল
না জানি কাহার লেহ॥
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গ-চান্দে।
উহু উহু করি ফুকরি ফুকরি
উরে পাণি হানি কান্দে॥
ঘামে তিতি গেল সব কলেবর
ছাড়য়ে দীঘ নিশ্বাস।
রাইয়ের পিরীতি হেন যেন রীতি
কহে নরহরি দাস॥ ৫৩৪॥

প্রলাপ দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

গান্ধার।

যো শচী নন্দন জীবন আনন্দন
করু কত সুখদ বিলাস।

কৌতুক কেলি কলা রসে নিমগণ
সতত রহত মুখে হাস ॥
সজনি ইহ বড় হৃদয়ক তাপ।
অব সেই বিরহে
কহতই কতই প্রলাপ ॥
গদ গদ কহত কাঁহা মঝু প্রাণনাথ
ব্রজ-জন নয়ন আনন্দ।
কাহাঁ মঝু জীবন ধারণ মহৌষধি
কাহাঁ মঝু সুধারস-কন্দ ॥
পুনঃ পুনঃ ঐছন পুছত নিজ জনে
রোয়ত করত বিষাদ।
রাধামোহন দুঃখী ভকত বচন দেখি
কৃপায়ে করয়ে অনুবাদ ॥ ৫৩৫ ॥

ব্যাধি দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ।

সোণার বরণ গৌরাঙ্গ সুন্দর
পাণ্ডুর ভৈগেল দেহ।
শীতে ভীত যেন কাঁপয়ে সঘন
সঙরি পূরব লেহ ॥

কিছু না কহই দীঘ নিশ্বাসই
চিত্রের পুতলী পারা।
নয়ন যুগল বাহি পড়ে জল
যেন মন্দাকিনী ধারা॥
ঘামে তিতি গেল সব কলেবর
না জানি কেমন তাপে।
কখন সঙ্গীত কখন রোদন
কিবা করে পরলাপে॥
কহে নরহরি মোর গৌরহরি
চাহয়ে রঙ্গের পারা।
হরি হরি বোলে ভুজ যুগ তোলে
মরম বুঝিবে কারা॥ ৫৩৬॥

উন্মাদ দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

ভ্রময়ে গৌরাঙ্গ প্রভু বিরহে ব্যাকুল।
প্রেম উনমাদ ভেল যৈছন বাউল॥
হেরইতে সজনি লাগয়ে শেল।
কাহাঁ গেও সো সব আনন্দ কেল॥

স্থাবর জঙ্গম যাহা আগে দেখই।
বরজ সুধাকর কাঁহা পুছই॥
ক্ষণে গড়াগড়ি কান্দে উঠি ধায়।
রাধামোহন কাঁহে মরিয়া না যায়॥ ৫৩৭॥

মোহ-দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

পাহিড়া।

আরে মোর গৌর কিশোর।
সহচর কাঁধে পহুঁ ভুজ-যুগ আরোপিয়া
নবমী-দশায় ভেল ভোর॥
পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে
সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোণার গৌরহরি কহে হায় মরি মরি
তন্তুক দোসর ভেল দেহ॥
থির নয়ন করি মথুরার নাম ধরি
রোয়ে প্রভু হা নাথ বলিয়া।
বসু রামানন্দ ভনে গৌরাঙ্গ এমন কেনে
না বুঝিনু কিসের লাগিয়া॥ ৫৩৮॥

মৃত্যু-দশা।

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই।

নবদ্বীপ চাঁদ চাঁদ যিনি সুন্দর
নাগর বিদগধ রাজ।
আনন্দ রূপ অনুপম গুণ গণ
আনন্দ বিতরণ কাজ॥
হরি হরি হামারি মরণ অব ভাল।
সো যদি সুখময় কোল উপেখিয়া
বিরহ-ভাবে খেপু কাল॥ ধ্রু॥
কত অনুতাপ প্রলাপহি কত বিধ
অপরূপ কত উনমাদ।
কত বেরি মোহ হোয়ত পুনঃ ঘন ঘন
দশমী দশা পরমাদ॥
আগে ভকতগণ উঠি হরি বোলত
তেঞি বুঝি ফিরয়ে পরাণ।
মরু রাধামোহন অনুবাদ ঐছন
যাতে করু ইহ রস গান॥ ৫৩৯॥

চিন্তা-দশা।

সুহই।

হরি গেও মধুপুর হাম কুল-বালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥

নয়ানক নিদ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গে দুঃখ হাম পাশ ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি ॥ ৫৪০ ॥

ধানশী।

নিবান্ধব হৈল পুরী রাখতে নারিলাম হরি
কত না ভাবিব মনে দুঃখ।
যাইতে যমুনার জলে কদম্ব তরুয়া তলে
আর না হেরিব চাঁদ মুখ ॥
সবে ছিলাম আনন্দেতে কে বজর পাড়িল মাথে
কাল হয়্যা আইল অকুর।
অক্রুর চাপাঞা রথে হরে নিল মথুরাতে
আঁধার করিয়া ব্রজপুর ॥
এক কথা মনে ছিল কহিতে সে না পারিল
সে শেল রহল মোর বুকে।
কহে ঘনশ্যাম দাস হইবে কংসের নাশ
পরিণামে ঘুচিবেক লোকে ॥ ৫৪১ ॥

ধানশী।

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা (১)।
প্রতিপদ-চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখ-লব ভৈগেল নৈরাশা ॥

(১) যুগল পলাসা—যুগলপত্র।

সখিহে অব মোহে নিঠুর মাধাই।
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধব মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি নিরমাণ॥
পাপ পরাণ মোর আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দ দাস রসপুর॥ ৫৪২॥

গান্ধার।

চির দিবস ভেল হরি রহল মথুরাপুরী
অতএ হাম বুঝিয়ে অনুমানে।
মধুনগর যোষিতা (১) সবহু তারা পণ্ডিতা
বান্ধল মন সুরত রতি দানে॥
গ্রাম্য কুলবালিকা সহজে পশু-পালিকা
হাম কিএ শ্যাম সুখ ভোগ্যা।
রাজকুল সম্ভবা ষোড়শী নব গৌরবা
যোগ্য জনে মিলয়ে যেন যোগ্যা॥
তত দিবস জীবই নিম্বফল চাখই
অমিয়ফল যাবত নাহি পাওয়ে।
অমিয় ফল ভোজনে উদর পরিপূরণে
নিম্বফল দিগে নাহি ধাওয়ে॥

(১) যোষিতা—স্ত্রীলোক।

তবে ত অলি গুঞ্জরে যাই ধুতুরা ফুলে
মালতী ফুল যাবত নাহি ফুটে।
রাই মুখ কাহিনী শশিশেখর শুনি শুনি
রোখে ধনী কহয়ে কিছু ঝুটে ॥ ৫৪৩ ॥

ধানশী।

সজনি কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব
মঝু মনে নাহি পাতিয়াই ॥ ধ্রু ॥
এখন তখন করি দিবস গোঙাইনু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙাইনু
ছোড়নু জীবনক আশা ॥
বরিখ বরিখ করি সময় গোঙাইনু
খোয়নু এ তনু আশে।
হিমকর কিরণে (১) নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবী মাসে ॥
অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবযৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বর-যুবতী
অব নাহি হোত নিরাশ।

(১) হিমকর কিরণে—চন্দ্র কিরণে। (২) মাধবী মাসে—বসন্ত কালে।

সো ব্রজ-নন্দন হৃদয় আনন্দন
ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ ॥ ৫৪৪ ॥

তিরোতা ধানশী।

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে (১)।
এ নব যৌবন বিরহে গোয়ায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে ॥
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা ॥
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি (২)।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি ॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখত
সুরতরু বাঁঝ (৩) কি ছান্দে।
গিরিবর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে ॥ ৫৪৫ ॥

যথারাগ।

হরিকর চিহ্ন পদাম্বুজে যাবক
অবহু না মিটই মোর।

(১) মেহে—মেঘে। (২) আগি—আগুন। (৩) বাঁঝ—বন্ধ্যা।

সো সব হেরইতে চিত ভেল আকুল
নয়নে গলয়ে ঘন লোর ॥
সখিহে! হরি করে বেশ বনান।
সো সব আছয়ে কিছু নাহি মিটই
সিঁথিক সিন্দূর নিরমাণ ॥
কেবল যুগল নয়নক কাজর
দিঠি নিরে বহি গেল।
নখর নিশান পয়োধর উপর
সো এক দারুণ শেল ॥
নিকরুণ পুনঃ কিয়ে আওব ব্রজমণ্ডলে
কতদিন রহব বিদেশে।
গোবিন্দদাস কহে শুন শুন এ ধনি
কানু মিলব তুয়া পাশে ॥ ৫৪৬ ॥ *

দিব্যোন্মাদ।

তুড়ি।

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন।
কাঁহা মোর গুণনিধি ও চাঁদ-বদন ॥
কাঁহা মোর প্রাণ-বন্ধু নবঘন শ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর যেন কোটি কাম ॥
কাঁহা মোর মৃগমদ কোটিন্দু শীতল।
কাঁহা মোর নবাম্বুদ সুধা নিরমল ॥
ঐছন প্রলাপিতে ভেল মুরছিত।
এ রাধামোহন পহুঁ বিরহ চরিত ॥ ৫৪৭ ॥

বরাড়ী।

ক্ব (১) নন্দকুল চন্দ্রমাঃ ক্ব শিখি-চন্দ্রিকালাঙ্কৃতিঃ।
ক্ব মন্দ্র মুরলী রব ক্ব নু সুরেন্দ্র নীলদ্যুতি॥
ক্ব রাস রস তাণ্ডবী ক্ব সখী জীব রক্ষৌষধি।
নিধির্ম্ম সুহৃত্তমঃ ক্ব তব হন্ত হা ধিগ্বিধিঃ॥ ৫৪৮॥

বরাড়ী।

অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্য সে।
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥৫৪৯॥

যথারাগ।

বল নারে সখি কহ নারে সখি
হামারি পিয়া কোন দেশ।
মদন শরবাণে এতনু জর জর
কহ মোরে কুশল সন্দেশ (২)॥
শঙ্খ করহ চূড় বেশ করহ দূর
তোরহি গজমতি হার।
সিঁথাক সিন্দূর মোছই কর দূর
পিয়া বিনে সব আঁধিয়ার॥
হামারি নাগর কোথায় বিভোর
কেমনে নাগরী মেল।
পাইয়া নাগরী নাগর বিমুখ ভেল
হামারি বুকে দেই শেল॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
ইহ রস কোই নাহি জান।
রাজা শিব সিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥ ৫৫০॥

(১) ক্ব—কোথায়। (২) সন্দেশ—সংবাদ।

সুহই।

শীতল তছু অঙ্গ হেরি পরশ রস লালসে
করল কুল ধরম গুণ নাশ।
সো যদি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে
আনলো সখি গরল করি গ্রাস॥
প্রাণাধিকা রে সখি কাহে তোরা রোয়সি
মরিলে করবি কিছু কাজে।
নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি
রাখবি তনু ইহ বরজ মাঝে॥
হামারি দুহু বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বান্ধবি
শ্যামরূপী তরু তমাল ডালে।
ললাটে হৃদি বাহুমূলে শ্যাম নাম লেখবি
তুলসী দাম দেয়বি গলে॥
ললিতা লেহ কঙ্কণ বিশাখা লেহ অঙ্গুরী
চিত্রা লেহ নির্ম্মল চূড়িতে।
বিরহ অনলে রাধে সততহি কাতর
শুনি শেল শশিশেখর চিতে॥ ৫৫১॥

অর্দ্ধ বাহ্যদশা।

গান্ধার।

অতি শীতল মলয়ানিল
মন্দ মন্দ বহনা।
হরি বৈমুখী হামারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা॥

কোকিলগণ কুহু কুহু স্বরে
ঝঙ্কারে অলি কুসুমে।
হরি লালসে তনু তেজব
পাওব আন জনমে॥
সব সঙ্গিনী ঘেরি বৈঠত
গাওত হরিনামে।
যৈখনে শুনি তৈখনে উঠি
নব-রাগিণী গানে॥
ললিতা কোরে করি বৈঠল
বিশাখা ধরে আটিয়া।
শশিশেখর কহত ধনি
যাওত জীউ ফাটিয়া॥ ৫৫২॥

গান্ধার।

বিরহ-অনলে যদি দেহ উপেখবি
খোয়াবি আপন পরাণ।
তুয়া সহচরী যত কোই না জীয়ব
সবহু করবি সমাধান॥
সুন্দরি মাধব আওব গেহ।
তোহারি সম্বাদ সোই যদি পাওব
তব কি রাখব নিজ দেহ॥
আপনাক ঘাতে রমণীকুল ঘাতবি
ঘাতবি শ্যামর চন্দ।

জগ-ভরি বিপুল কলঙ্ক তুয়া ঘোষব
হোয়ব কলমষ বন্ধ॥
সজল কমলে কমলাপতি পূজহ
আরাধহ মনমথ দেব।
গোবিন্দ দাস কহ আশ তব না পূরব
রাধা মাধব সেব॥ ৫৫৩॥

দশমী দশা।

সুহই।

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণ কালে কৃষ্ণ নাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখ তমালের ডালে॥
সেইতো তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহু সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পাওব হাম পিয়া দরশনে॥

পুনঃ যদি চাঁদ মুখ দেখনে না পাব।
বিরহ অনলে হাম তনু তেয়াগিব ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারী ॥ ৫৫৪ ॥

সুহই।

কহিতে কহিতে ধনী মুরছিত ভেল।
ধাই সহচরী কোর পর নেল ॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ ক্ষীণ বহে শ্বাস।
নাসা আগে তুলা ধরি দেখয়ে নিশ্বাস ॥
শ্রবণে বদন দেই কহে কৃষ্ণ নাম।
চেতন পাইয়া কহে কাঁহা ঘনশ্যাম ॥
সম্মুখ তমাল হেরি করে নিরীক্ষণ।
উন্মাদিনী হয়ে দিতে চাহে আলিঙ্গন ॥ ৫৫৫ ॥

সুহিনী।

রাইক দশমী দশা নিজ সখী মুখে
শুনি চন্দ্রাবলী রোই।
নিজ তনু ডারি ধূলি গড়ি যাওত
ভূতলে কুন্তল ফোই ॥
রাইক প্রেমে পুনঃ নন্দ নন্দন
আওব করেছিনু আশ।
সো সব মনোরথ বিহি কৈল আনমত
এতদিনে ভেল নৈরাশ ॥

এত কহি পুনঃ পুনঃ শিরে কর হানই
মুরছিল হরল গেয়ান।
পদ্মাবতী কোর পর নেয়ল
ঝর ঝর লোরে নয়ান॥
বহুখনে চেতন পাই মলিন মুখী
বৈঠল ছোড়ি নিশ্বাস।
রাইক নিয়ড়ে লেই চলু সহচরী
কহ পুরুষোত্তম দাস॥ ৫৫৬॥

বরাড়ী।

এই না মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেন ফাটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥
সখি বড় দুঃখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া
এই বিধি লিখল করমে॥ ধ্রু॥
আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি-কৌতুক রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছায়ই
রস পরিপাটীর কারণে॥
আমারে লইয়া কোরে শয়নে স্বপনে দেখে
যামিনী জাগিয়া পোহায়।

সে হেন গুণের পিয়া কোন খানে কার সনে
কৈছনে দিবস গোঙায় ॥
এতেক দিবস হৈল প্রাণনাথ না আইল
কার মুখে না পাই সম্বাদ।
গোবিন্দ দাস চলু শ্যাম বুঝাইতে
বাঢ়ল বিরহ বিষাদ ॥ ৫৫৭ ॥

দূতি-প্রেরণ।

পঠমঞ্জরী।

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে ॥
নিকুঞ্জে রাখনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার ॥
এই তরুশাখায় রহিল সারী শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে ॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিনী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী ॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সবার সনে তার পুনঃ হবে দেখা ॥
দুঃখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি ॥

তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥
শুনিয়া আকুল দূতি চলু মধুপুর।
কি কহব শেখর বচন নাহি ফুর ॥ ৫৫৮ ॥

যথারাগ।

কহিও নিঠুর আগে।
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সে বধ তারে লাগে ॥
কহিও আমার হয়ে।
কি কথা কহিলে কদম্ব তলায়
কালিন্দির জল ছুয়ে ॥
আছে বৃন্দাবন তার সাখি।
সারী শুক আর কোকিল ভ্রমর
কপোত নামেতে পাখি ॥
কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুইলে সিনান করিতাম
সে মোরে দেখিয়া হাসে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভনে।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
সে জন ছাড়য়ে কেনে ॥ ৫৫৯ ॥

সুহিনি।

ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং রাধে মম গচ্ছং মথুরায়ে।
ঢুরব পুরী প্রতি প্রতক্ষে যাহা দরশন পাওয়ে॥
ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং কুরু গমনা।
অবিলম্বনে মথুরাপুরে প্রবেশি করল ভ্রমণা॥
মথুরাবাসিনী এক রমণী দূতি তাকর পুছে।
নন্দাত্মজ কৃষ্ণ খ্যাত কাহার ভবনে আছে॥
শুনি কহে ধনি তাহে নাহি চিনি সো কাহে হিয়া আওব।
মোরা জানি বসু দেবকি সুত রামানুজ মাধব॥
সোই সোই কোই কোই দরশনে মম আশা।
যদুনন্দন(১) কহে যাও যাও ঐছে উচ্চ বাসা॥৫৬০।

ধানশী।

মধুপুর নাগরী হাসি কহত ফেরি
ব্রজপুর গোপ গোঙারি।
সপ্তম দ্বার পার হরি বৈঠত
তাহা কাঁহা যাওব নারী॥
দূতী কহে নাগরী তুহু কিয়ে জানবি
সোই ভকত ভগবান।
রাইক নাম শ্রবণে যব শুনব
তেজব রাজ বিছান॥

(১) পাঠান্তর গোকুলানন্দ।

রাই রাই করি ফুকরত সহচরী
শুনি চমকিত শ্যামরায়।
হৃদয়ক নাথ বাত শুনি কাতর
তুরিতহি দূতীরে বেলায়॥
দূতিক বদন হেরি আকুল সো হরি
পুছত কুশল আভাস।
ঐছন কহইতে গদ গদ ভাসই
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥ ৫৬১ ॥

কামোদ।

ব্রজপুর মনে করি অট্টালিকাপরে চড়ি
দশদিক নেহারই কান।
চাহি বৃন্দাবন পানে শ্রীরাধিকা প্রেম গুণে
অনিমিখে ঝরয়ে নয়ান॥
ধিক রহু ধিক রহু মোরে।
কুল শীল তেয়াগিয়া যে মোরে সঁপিল হিয়া
বধিয়া আইলাম আমি তারে॥ ধ্রু॥
মোছে নয়নের বারি হা হা প্রাণেশ্বরি স্মরি
অনিমিখে পথ পানে চায়।
হেন কালে রাজপথে দূতী আইসে আচম্বিতে
তারে দেখি আনিবারে ধায়॥
কৃষ্ণেরে ব্যাকুল দেখি দূতী না ফিরায় আঁখি
যেন আন কাজে চলি যায়।
পড়িয়া বিরহ শোকে এ রাধামোহন ডাকে
চতুরা চাতুরী করি যায় ॥ ৫৬২ ॥

গান্ধার।

শ্যাম শুক পাখী সুন্দর নিরখি
ধরিল নয়ান ফান্দে।
হৃদয় পিঞ্জরে রাখিত সাদরে
মনহি শিকলে বেন্ধে॥
তারে প্রেম সুধানিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি ধরাইল বুলি
ডাকিত রাধা বলিয়ে॥
আপনার ধন করিতে যতন
শ্রীমতী পাঠাল মোরে।
সন্ধান করিতে পাইলাম শুনিতে
কুবুজা রেখেছে ধরে॥
হয়ে অবিশ্বাসী কাটিয়া আঁকুসী
এসেছে মথুরাপুরে।
চণ্ডীদাস কহে তব তজবিজে
পেতে পারে কি না পারে॥ ৫৬৩॥

কামোদ।

চল চল মাধব মোহে সঙ্গে করি
কুবুজিনী সুন্দরী পাশ।
তাহে মানাই তোহে লই যাওব
অন্তরে না হবি ত্রাস॥
আঃ মঝু মুখে লাগু আগি (১)।
সিংহিনী হোই শিবাপদ সেবিব
ছিএ ছিএ করম অভাগি॥ ধ্রু॥

(১) আগি—আগুন।

বৃন্দা বিপিন মহেশ্বরী যো ধনী
তাকর দাসী হব হাম।
জগমাঝে কোন বরাকিনী করজিনী
তাহে করব পরণাম॥
যো ভেল সে ভেল হাম ফেরি যাওব
ঐছন না করব কাজে।
গোবিন্দ দাস কহ ঐছন করইলে
দোষ পাওব সখীমাঝে॥ ৫৬৪॥

সুহই।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরেরে কালিয়া
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পিরীতি করিতে
মনে যদি এত ছিল॥
ধিক্ ধিক্ বন্ধু লাজ নাহি বাস
নাহিক লেহের লেশ।
একদেশে আলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ॥
অগাধ জলের মকর যেমন
না জানে মিঠ কি তিত।
সুরস পায়স চিনি পরিহরি
চিটাতে আদর এত॥

চণ্ডীদাস ভনে মনের বেদনে
কহিতে পরাণ ফাটে।
সোণার প্রতিমা ধূলায় গড়াগড়ি
কুবুজা বসেছে খাটে ॥ ৫৬৫ ॥

কামোদ।

তুহু সে রহলি মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল দুকূল কলরব
কানু কানু করি ঝুর ॥ ধ্রু ॥
যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত
সাহসে উঠই না পার।
সখাগণ ধেনু বেণু সব বিসরল
বিসরল নগর বাজার ॥
কুসুম তেজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুটই
তরুগণ মলিন সমান।
সারী শুক পিক ময়ূরী না নাচত
কোকিলা না করতহি গান ॥
বিরহিনী বিরহ কি কহব মাধব
দশ দিক বিরহ হুতাশ।
সহজে যমুনা জল অধিক বাড়িয়া গেল
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥ ৫৬৬ ॥

ব্যাধি দশা।

গান্ধার।

কুর্ব্বতি কিল কোকিল কুল উজ্জ্বল-কলনাদং।
জৈমিনী রিতি জৈমিনী রিতি জল্পতি সবিষাদং॥
মাধব ঘোর বিয়োগ তমসি নিপপাত রাধা।
বিধুর নলিন মূর্ত্তিরধিক সমাধিরূঢ় বাধা॥
নীল নলিন মাল্য মহহ বীক্ষ্য পুলক বীতা।
গরুড় গরুড় গরুড়ত্যেতি রৌতি পরমভীতা॥
লম্বিত মৃগনাভিমগুরুকর্দ্দমনুদীনা।
ধ্যায়তি শিতিকণ্ঠমপি সনাতনমনুলীনা॥ ৫৬৭॥

সুহিনী।

রাইক দশা সখীর মুখে। শুনিয়া নাগর মনের দুঃখে॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী। চাহিতে চাহিতে হরল সুধি॥
তবেত যতনে ধৈরজ ধরি। বরজ গমন ইছিলা হরি॥
আগে আগুয়ান করিয়া তায়। সখী পাঠায়ল করিয়া সায়॥
এখনি যাইছি মথুরা হইতে। ইথে আন ভাব না ভাব চিতে॥
অধিক উল্লাসে সখিনি ধায়। বড়ু চণ্ডীদাসে তাহাই গায়॥৫৬৮॥

যথারাগ।

বাঁধিতে বাঁধিতে চূড়া তিলক হৈল মুড়া
ত্বরা নাহি সহে বাঁশী নিতে।
নুপূর বিহীন পায় অমনি চলিয়া যায়
পীতধড়া বাঁধিতে বাঁধিতে॥

শিরিষ কুসুম দল দুখানি চরণ তল
কোথা ফেলে নাহিক ঠাহর।
পিপাসিত চাতকীরে পিপাসা মিটাবার তরে
ধায় যেন নব জলধর॥
আবেশে রাধার ধাম আসি উত্তরিলা শ্যাম
বিরহিনী জিউ হেন বাসে।
গোবিন্দ দাসে কয় মৃত তরু মুঞ্জরয়
ষড় ঋতু বসন্ত প্রকাশে॥ ৫৬৯॥

ধানশী।

রাইক শেষ দশা শুনি গদ গদ
নাগর ভেল বিভোর।
কহইতে কণ্ঠ শবদ নাহি নিকশই
ঝর ঝর লোচন লোর॥
সজনি! তুরিতহি করহ পয়ান।
কাতরে নাগর এতহু নিদেশল
সঘনে ঝরয়ে দুনয়ান॥ ধ্রু॥
এতহু বচন যব সো সখী শুনল
তৈখনে করল পয়ান।
মুরছিত রাই কুঞ্জে যাহা লুটয়ে
যাই মিলল সোই ঠাম॥
উঠ উঠ সুন্দরি বিরহ দূর করি
কানু মিলল তুয়া পাশ।
শুনইতে তবহি চেতন পাই বৈঠল
ভন যদুনন্দন দাস॥ ৫৭০॥

স্বপ্ন সম্মিলন।

ধানশী।

আওব কানু শুনই ধনী বিরহিনী
হোয়ল দুঃখ অবসান।
কিশলয় শেজে রজনী অবসানহি
ঘুমহি মুদল নয়ান॥
হেরত স্বপনে সোই ব্রজবল্লভ
আওল গোকুল পুর॥ ধ্রু॥
যশোমতি ধাই কোর পর লেওল
চুম্বয়ে ও মুখ চাঁদ।
ব্রজ রমণীগণ করয়ে নিরীক্ষণ
আনন্দে হিয়া নাহি বান্ধ॥
ঐছন হেরইতে স্বপন ভঙ্গ ভেল
আওব ভেল আশেয়াস।
রজনী প্রভাতে কহয়ে সব সখীগণে
কহ পুরুষোত্তম দাস॥ ৫৭১॥

ভাব সম্মিলন।

সুহই।

আজু পরভাতে কাক কলকলি
আহার বাটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম সুধাইতে
উঠিয়া বৈসয়ে তায়॥

সখিহে কুদিন সুদিন ভেল।
তুরিতে মাধব মন্দিরে আওব
কপালে কহিয়া গেল॥
সুচারু বদন দেখিনু স্বপনে
গিরির উপরে শশী।
মালতীর মালা দধির ডালা
নিকটে মিলিল আসি॥
গণক আনিয়া পুনঃ গণাইনু
সুদশা কহিল মো রে
অন্তরে বাহিরে যতেক গণিল
সুখের নাহিক ওরে॥
মোর একাদশ গৃহে বৈসে পাঁচ
সপ্তমে বৈসয়ে গুরু।
ভৃগু ভানুসুত দ্বিতীয়ে বৈসয়ে
প্রভাতে লিখি বিচারু॥
দেয়াশিনী আনি দেব আরাধিনু
পড়িল মাথার ফুলে।
বন্ধুর নামেতে আগ তুলাইনু
কুলে মিলাওল কুল॥
কুল পুরোহিত আশীষ করিল
সুপতি মিলিবে পাশে।
তোর দুরদিন সব দূরে গেল
কহইছে জ্ঞানদাসে॥ ৫৭২।

যারাখগ।

বাম ভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে
হৃদয়ে উঠিছে সুখ।
প্রভাত স্বপন প্রতীত বচন
দেখিব পিয়ার মুখ॥
হাতের বাসন খসিয়া পড়িছে
দুজনার একই কথা।
বন্ধু আসিবার ঠিক না সুধাইতে
নাগিনী নাচায় মাথা॥
ভ্রমর কোকিল শবদ করয়ে
শুনিতে সাধায়ে চিত।
রুরু মৃগগণে করয়ে মিলনে
যৈছনে পূরব নীত॥
খঞ্জন আসিয়া কমলে বৈসয়ে
সারী শুক করে গান।
বংশী কহয়ে এ সব লক্ষণ
কভু না হইবে আন॥ ৫৭৩॥

ধানশী

যব হরি আওব গোকুল-পুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজাব জয় তূর॥
আলিপন দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচ ভার॥

সহকার পল্লবে চুচুক দেব।
মাধব সেবি মনোরথ নেব॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন-নীরে করব অভিষেকে॥
আলিঙ্গন দেওব পিয়া কর আগে।
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে॥ ৫৭৪॥

ধানশী।

চিরদিনে মিলল রাইক পাশ।
উঠই না পারই বিরহ হুতাশ॥
বাম পাণি দেই দখিন শরীরে।
চেতন হোয়ল ধনী হাতক ভারে॥
আঁখি মেলি হেরইতে উঠই না পার।
নাগর লেয়ল কোরে আপনার॥
বিরহিনী বামে করি বৈঠল কান।
বিরহিনী মানিল স্বপন সমান॥
পূরল যতহু মদন অভিলাষ।
কিছু নাহি বুঝল বলরাম দাস॥॥ ৫৭৫॥

ভূপালী।

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥

দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলেত ভাল॥
এসব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এসব দুঃখ গেলহে দূরে।
হারাণ রতন পেলাম কোরে॥
কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥ ৫৭৬॥

ধ'নশী।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥ ধ্রু॥
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল।
পিঁয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাঙ।
তব হাম দূরদেশে পিয়া না পাঠাঙ॥
শীতের ওড়নী পিঁয়া গিরিষ্মের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
নির্ধন বলিয়া পিয়ার না কৈলু যতন।
এবে হাম জানিলু পিয়া বড় ধন॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি॥ ৫৭৭॥

ধানশী।

মাতা যশোমতি ধাই উনমতী
গোপাল লইয়া কোরে।
স্তন-ক্ষীর ধারে তনু বাহি পড়ে
ঝরয়ে নয়ান লোরে॥
নিজ ঘরে যাইয়া ক্ষীর সর লৈয়া
ভোজন করাইয়া বোলে।
ঘরের বাহিব আর না করিব
সদাই রাখিব কোলে॥
কানাই আইলা শুনিয়া ধাইলা
যতেক ব্রজের সখা।
মরণ শরীরে পরাণ পাইল
এমতি হইল দেখা॥
যত ব্রজ বাসী সবে দেখে আসি
ভাসয়ে আনন্দ-জলে।
আর দূর দেশে না পাঠাও রাণি
ইহাই সবাই বোলে॥
চিরদিনে বিধি সদয় হইল
পাইনু নয়ন তারা।
পুরুষোত্তম আনন্দে ভাসয়ে
নয়ানে বহয়ে ধারা॥ ৫৭৮॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নিমাই সন্ন্যাস।

বিভাস।

শয়ন মন্দিরে গৌরাঙ্গ সুন্দর
উঠিল রজনী শেষে।
মনে দৃঢ় আশ করিব সন্ন্যাস
ঘুচাব এ সব বেশে॥
ঐছন ভাবিয়া মন্দির তেজিয়া
আইলা সুরধুনী তীরে।
দুইকর যুড়ি নমস্কার করি
পরশ করিলা নীরে॥
গঙ্গা পরিহরি নবদ্বীপ ছাড়ি
কাঞ্চন নগর পথে।
করিলা গমন শুনি সব জন
বজর পড়িল মাথে॥
পাষাণ সমান হৃদয় কঠিন
সে হ শুনি গলি যায়।
পশুপাখী ঝুরে গলয়ে পাথরে
এ দাস লোচন গায়॥ ৫৭৯॥

সিন্ধুরা।

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া চমকি উঠিয়া
পালঙ্কে বুলায়ে হাত।
প্রভু না দেখিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
শিরে মারে করাঘাত॥
এ মোর প্রভুর সোণার নুপুর
গলার সোণার হার।

এসব দেখিয়া মরিব ঝুরিয়া
জিতে না পারিব আর ॥
মুঞি অভাগিনী সকল রজনী
জাগিল প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বান্ধিয়া মোরে নিদ্রা দিয়া
প্রভু গেল পালাইয়া ॥
কাঞ্চন নগর গেলা বিশ্বম্ভর
জীব উদ্ধারিবার তরে।
এদাস লোচন দগদগি মন
শচী না পাইল দেখিবারে ॥ ৫৮০ ॥

বিভাস।

শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের পাশে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিলা নিশা কালে কোথা গেলা
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া ॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দুনয়নে
শুনিয়া উঠিলা শচীমাতা।
আয়ুদর কেশে ধায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা ॥
তুরিত জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঞি উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিতে কান্দিতে পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া ॥
শুনিয়া নদিয়ার লোক কান্দে উচ্চ স্বরে শোক
যারে তারে পুছেন বারতা।
একজন পথে যায় দশজন পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখেছ যাইতে কোথা ॥
সে বলে দেখেছি পথে কেহত নাহিক সাথে
কাঞ্চন নগর পথে ধায়।

কহে বাসু ঘোষ ভাষা শচীর এমন দশা
পাছে জানি মস্তক মুড়ায় ॥ ৫৮১ ॥

শ্রীরাগ।

কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর।
সুরধুনী তীরে ছায়া শীতল সুন্দর ॥
তার তলে বসিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্তি কলেবর ॥
নগরের লোক যায় যুবক যুবতী।
সতী ছাড়ে নিজপতি জপ ছাড়ে যতি ॥
কেহ বলে এ নাগর যে না দেশে ছিল।
সে দেশের পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল ॥
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া।
আসিয়াছে জননীর পরাণ বধিয়া ॥
হেনকালে কেশব ভারতী মহামতি।
দেখিয়া তাহাকে প্রভু করিলা প্রণতি ॥
কৃষ্ণদাস কয় গোসাঞি দেহ ভক্তিবর।
বাসুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়ল বজর ॥ ৫৮২ ॥

ধানশ্রী।

তখন নাপিত আসি প্রভুর সম্মুখে বসি
ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে।
করি অতি উচ্চ রব কান্দে যত লোক সব
নয়নের জলে দেহ ভাসে ॥
হরি হরি কিনা হলো কাঞ্চন নগরে।
যতেক নগর বাসী দিবসে হইল নিশি
প্রবেশিল শোকের সায়রে ॥ ধ্রু ॥
মুণ্ডন করিতে কেশ হৈয়া অতি প্রেমাবেশ
নাপিত কান্দয়ে উচ্চ রায়।
কি হৈল কি হৈল বলে ক্ষুর আর নাহি চলে
প্রাণ ফাটি বিদরিয়া যায় ॥

মহা উচ্চ স্বর করি কান্দে কুলবতী নারী
সবাই সবার মুখ চায়্যা।
ধৈরজ ধরিতে নারে নয়ন যুগল নীরে
ধারা বহে বয়ান বাহিয়া॥
দেখি কেশ অন্তর্ধান অন্তরে দগধে প্রাণ
কান্দিছেন অবধৌত রায়।
রসিকানন্দের প্রাণ সদা করে আনচান
ফাটিয়া বাহির হৈয়া যায়॥ ৫৮৩॥

পাহিড়া

মুড়ায়্যা চাঁচর চুলে স্নান করি গঙ্গাজলে
বলে দেহ অরুণ বসন।
গৌরাঙ্গের বচন শুনিয়া ভকতগণ
উচ্চস্বরে করয়ে রোদন॥
অরুণ দুখানি কানি ভারতী দিলেন আনি
আর দিল এ ডোর কৌপিন।
মস্তকে পরশ করি পরিলেন গৌর হরি
আপনাকে মানে অতি দীন॥
তোমরা বান্ধব মোর এই আশীর্ব্বাদ কর
নিজ কর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস
ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে॥
এত কহি গোরা রায় ঊর্দ্ধ মুখ করি ধায়
দিগ বিদগ নাহি মানে।
ভক্তজনার পাছে পাছে লোটাইঞা লোটাইঞা কাছে
বাসুঘোষ হা কান্দ কান্দনে॥ ৫৮৪॥

যথারাগ।

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু গুরু নমস্কারি।
প্রেমাবেশে বিদায় হইলা গৌর হরি॥

তিন দিন রাঢ় দেশে করিয়া ভ্রমণ।
কৃষ্ণনাম না শুনিয়ে করয়ে রোদন॥
বালকের মুখে শুনি হরিনাম।
প্রেমানন্দে তথায় প্রভু করিলা বিশ্রাম॥
শ্রীচন্দ্রশেখরে পাঠাইলা নবদ্বীপে।
নিত্যানন্দ সঙ্গে আইলা গঙ্গার সমীপে॥
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা শান্তিপুরে।
শ্রীচন্দ্রশেখর আইলা নদীয়া নগরে॥
সবাকারে কহিলেন প্রভুর সন্ন্যাস।
কান্দয়ে নদিয়ার লোক কান্দে প্রেমদাস॥ ৫৮৫॥

সুহই।

প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ প্রভু আইলা নদিয়া নগরে॥
ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
পথমাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়॥
ক্ষণেক সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে॥
দাড়াঞা মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করিয়া গৌর আইল শান্তিপুরে।
আমারে পাঠাঞা দিল তোমা লইবারে॥
শচী কান্দে নিতাই কান্দে নদিয়া নিবাসী।
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী॥
কহয়ে মুরারী গোরাচাঁদ না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিয়া গঙ্গা জলে॥ ৫৮৬॥

গান্ধার।

নিতাই করিয়া আগে চলি গেলা অনুরাগে
আইল সভাই শান্তিপুর।

মুড়ায়্যা মাথার কেশ ধরেছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে ॥
করযোড় করি আগে দাঁড়ায়ে মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাত তুলি বুকে চুম্ব দিল চাঁদমুখে
কান্দে শচী গলায় ধরিয়া ॥
ইহার লাগিয়া যত পড়াইলাম ভাগবত
একথা কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করে মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায় ॥
এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীবন্ত থাকিতে যায়, ইহা নাহি সহা যায়
কার বোলে হইলা বৈরাগী ॥
গৌরাঙ্গের বৈরাগ্যে ধরণী বিদায় মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহয়ে বল্লভদাস গোরাচাঁদের সন্ন্যাস
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা ॥ ৫৮৭ ॥

সুহই।

আচার্য্য মন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চৈতন্য।
পতিত পাতকী দুঃখী করিলেন ধন্য ॥
চন্দনে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন।
সঙ্কীর্ত্তন মাঝে নাচে অদ্বৈত জীবন ॥
মুকুন্দ মাধবানন্দ গায় উচ্চ স্বরে।
নিতাই চৈতন্য নাচে অদ্বৈত মন্দিরে ॥
আচার্য্য গোসাই নাচে দিয়া করতালি।
চিরদিনে মোর ঘরে গোরা বনমালী ॥
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধরের কাছে।
কিবা ছিল কিবা হৈল আর কিবা আছে ॥৫৮৮ ॥

মহান্ত বিদায়।

যথারাগ।

শ্রীহরি ব'ার সমাধি কাঁন্দে প্রভু নিরবধি
আঁখি জলে বুক ভাসি যায়।
কহিছেন ধীরে ধীরে নিত্যানন্দের গলা ধরে
বল ভাই কি করি উপায়॥

আ কি হরির দিনে এই শ্রীবাস অঙ্গনে
মন প্রাণের পাইব বিরাম।
গাইব কৃষ্ণের নাম পূরিবে মনের কাম
গড়াগড়ি চণ্ডাল অধম॥

অনেক যতন করি আনিয়া শ্রীবাসের বাড়ী
পতিত উদ্ধার মহান্ত সকল।
কেমনে বলিব কারে আজু সবে যাও ঘরে
রসনা বাধ্য নাহি হয়॥

বলিছেন গৌর শশী আমি থাকি ঘরে বসি
তুমি কর মহান্ত বিদায়।
নিতাই র'ল অধোমুখে কহিছে কতেক দুঃখে
আমা হ'তে এ আজ্ঞা ফিরাও॥

না হয় সঙ্গ ছাড়া [illegible] নাহি দিব

(না হয়)

বাজার লাগাতে পার [illegible] ধর

এত কথা বল আ [illegible]

দধি ভাণ্ড লয়ে হাতে

গৌর হরি নাচে বাহু তু

সীতানাথ হরি বলি নিত্যা

বলে ধন্য হ'ল পাপ কলি ॥

সবে হরি হরি বলি হাতে দেয় [illegible]তালি

নারীগণ করে জয় কার।

দধি ভাণ্ড ভূমে ঢালি গরাগরি কুতূহলি

নাম যজ্ঞ সর্ব্ব যজ্ঞ সার ॥

গলে বসন নিয়ে যাই সকল মহান্ত ঠাই

বলে পুনঃ দরশন আশ।

এতেক সঙ্কেত করি বিদায় করল গৌরহরি

কান্দি মরে বৃন্দাবন দাস ॥ ৫৮৯ ॥

দধি মঙ্গল।

যথারাগ।

মহা হা মহোৎসব সম্পূর্ণ কারণ।
দ ধ মঙ্গল আনাইলেন শ্রীশচীনন্দন॥
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার করেতে ধরিয়া।
কহিছেন মহাপ্রভু কান্দিয়া কান্দিয়া॥
গোলকের সম্পদ হরিনাম সংকীর্ত্তন।
কেমনে বিদায় দিব মহান্তেরগণ॥
এত শুনি নিত্যানন্দ আইলা ধাইয়া।
ভূমিতে ফেলিল ভাণ্ড আছাড় মারিয়া॥
দ্বাদশ গোপাল গেল আপন ভবন।
চৌষট্টি মহান্ত গেল নিজ নিকেতন॥
নিত্যানন্দ চলি গেল আপনার বাস।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নরোত্তম দাস॥ ৫৯০॥

সম্পূর্ণ।

MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd 1902
MAJU. HOWRAH.

পরি

ছয় রাগ ও ছ ।

(১) শ্রীরাগ।

মালবশ্রী।

ত্রিবেণী।

গৌরী।

কেদারী।

মধুমাধবী।

পাহাড়ী।

(২) বসন্ত।

দেশ

দেবগিরি

বরাটী।

তোরী।

ললিত।

হিন্দোল।

(৩) ভৈরব।

ভৈরবী।

বাঙ্গালী।

সৈন্ধবী।

রামকিরী।

গুর্জ্জরী

গুণকারি

(৫) মেঘ।

মল্লা

সুরট।

সাবেরী।

কৌশিকী।

গান্ধার।

হরশৃঙ্গার

(৬) নট্ট নারায়ণ।

কামোদ।

কল্যাণ।

আভীরী।

নাটিকা।

সারঙ্গ।

হাম্বীর।

নারদ-সংহিতা মতে।

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী।

ছয় রাগ।

মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ।
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাট এতে রাগা ষড়ীরিতাঃ॥

ছত্রিশ রাগিণী।

"ধানশী মালসী চৈব রামকিরী চ সিন্ধড়া।
আশাবরী ভৈরবী চ মালবস্য প্রিয়াইমাঃ॥
বেলাবলীচ পূরবী কানাড়া মাধবী তথা।
কোড়া কেদারিকা চৈব মল্লারস্য প্রিয়াইমাঃ॥
গান্ধারী সুভগা চৈব গৌরী কৌমারিকা তথা।
বল্লারী চাপি বৈরাগী শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ॥
তুড়ী চ পঞ্চমী চৈব ললিতা পঠমঞ্জরী।
গুর্জ্জরীচ বিভাষাচ বসন্তস্য প্রিয়া ইমাঃ॥
মালবী দীপিকা চৈব দেশকারী চ পাহিড়া।
বরাড়ী মারহাটী চ এতা হিন্দোল যোষিতা॥
নাটিকা চাথ ভূপালী রামকেলী গড়া তথা।
কামোদী চাথ কল্যাণী কর্ণাটস্য প্রিয়া ইমাঃ॥

রাগ-রাগিণীর

দিবা ঘণ্টা।

রাগ-রাগিণীর নাম	নির্ণয়।
ললিত, ভৈরব	ত ৬
ভৈরবী, রামকেলী প্রভৃতি	৮
বিভাষ, দেবগিরি, আলোয়া, সিন্ধু, সিন্ধুরা, আশোয়ারী, কাফী, সারঙ্গ, গৌরসারঙ্গ, মূলতান প্রভৃতি	
বারোয়া, পিলু প্রভৃতি	
পুরবী, গৌরী ,,	৬

রাত্রি ঘণ্টা।

রাগ-রাগিণীর নাম	ঘণ্টা নির্ণয়		
ভূপালী, কেদার, কল্যাণ, জয়জয়ন্তি	৬	হইতে	১০
কানাড়া, বাগেশ্রী, খাম্বাজ, পাহিড়	১০	,,	১২
বেহাগ, মেঘ, মেঘমল্লার, দেশ, বসন্ত প্রভৃতি	১২	,,	৪
সোহিনী, মালকোষ প্রভৃতি	৪	,,	৬

সম্পূর্ণ।

MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd 1902
MAJU, HOWRAH.